কয়েকখানি পত্র।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী বি. এ.

কর্ত্তৃক প্রণীত।

ভর্ত্তৃশ্চিত্তানুগামিন্যা দেবারাধনশীলয়া।
গার্হস্থ্যধর্ম্মরতয়া ভর্ত্তা সেব্য কুলস্ত্রিয়া॥

কলিকাতা।

২৫ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্, জয়ন্তী প্রেসে

কে, পি, চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৫৯।

উপহার।

যাহার জন্য এই পত্রগুলি প্রথম লিখিত হয়, যে এই পত্রগুলিকে প্রাণতুল্য প্রিয় ও সুহৃদের ন্যায় হিতকর বলিয়া মনে করে, যে হৃদয়ের সদ্‌গুণে স্বামী ও পরিজনবর্গের হৃদয়ে সুখ ও শান্তিপ্রদান করিতে পারিয়াছে, অদ্য, তাহারই সম্পত্তি—নব সজ্জায় সজ্জিত এই পুস্তকখানি তাহারই করকমলে অশেষ প্রীতি স্নেহ ও শুভাশীর্ব্বাদের সহিত তাহার স্বামী-কর্ত্তৃক উপহৃত হইল।

ভূমিকা।

অনেক বন্ধু বান্ধবের অনুরোধ ও আগ্রহে 'কয়েকখানি পত্র' ১ম খণ্ড সাধারণ্যে প্রচারিত হইল। এই পত্রগুলি সর্ব্বাগ্রে যখন লিখিত হয়, তখন ইহা কখন মুদ্রিত হইবে এরূপ কল্পনা ছিল না। যে উদ্দেশ্যে ইহা লিখিত হয় সে বিষয় অনেকটা সফল হওয়ায় পরে সাবিত্রী নাম্নী পত্রিকায় এগুলি প্রকাশিত হয়। তাহা পাঠ করিয়া অনেক পাঠিকা এবং দেশীয় সাহিত্য-সেবী ইহার প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং ইহা পুস্তকাকারে দেখিতে চাহিয়াছিলেন। এই সমুদয় কারণে ইহা বর্ত্তমান আকারে বাহির হইল; গ্রন্থকাররূপে পরিচিত হইবার সাহস ও স্পর্দ্ধা আমার এই প্রথম; জানিনা সুধীমণ্ডলী ইহাকে কিরূপ চক্ষে দেখিবেন।

বিশেষ মনোযোগ সহকারে অনেকদিন হিন্দু পরিবারের আভ্যন্তরিক ব্যাপার এবং স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ

করিয়া আমার মনে যে সমুদয় বিষয় ধারণা হইয়াছিল তাহাই উপদেশচ্ছলে এইসকল পত্রে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে কোন নূতন সংস্কার বা পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করা হয় নাই। রমণীগণ যেভাবে শিক্ষিতা ও পরিচালিতা হইলে হিন্দু পরিবারে সুখ শান্তি অনেক বৃদ্ধি পাইতে পারে বলিয়া মনে করিয়াছি তাহাই ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। যাহারা ভিন্নমতাবলম্বী তাঁহাদের নিকট ইহার কোন কোন স্থান অপ্রিয় হইতে পারে কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে হিন্দু পরিবারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ইহা লিখিত হইয়াছে।

আমাদের সংস্কারার্থী যুবকগণের অনেকে স্বীয় স্বীয় পরিবারকে নবসংস্কার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে আদেশ দিয়া প্রায়ই বিদেশস্থ হন, সুশীলা পতিব্রতাগণ স্বামীর উপদেশ অনুসারে চলিতে গিয়া অনেক সময় পরিবারের অনেকের অপ্রীতিভাজন হন। শেষে চয়ত যুবকগণের নবসংস্কার তেজ নূতনত্বের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হয় কিন্তু বেচারা বধূগণের প্রতি পরিবারস্থ অন্যান্যের একটা বিদ্বেষ বরাবরই থাকিয়া যায়; সুতরাং এরূপ সংস্কারের পথ দেখান কেবল বধূগণের যন্ত্রণা বৃদ্ধি করা মাত্র। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের কোমল গুণাবলীর

সম্বন্ধে সর্ব্বদেশীয় আদর্শই এইরূপ। অতএব আশা করিতে পারা যায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বর্ণিত গুণাবলী আয়ত্ব করিয়া লইতে পারিলে সকল সমাজেই রমণীগণ প্রশংসিত হইতে পারিবেন। তবে আমার অক্ষমতা প্রযুক্ত যদি সেগুলি লাভ করিবার উপায় যথাযত বর্ণিত না হইয়া থাকে; সে বিষয় কেবল নিরপেক্ষ সমালোচক মহোদয়দিগের কৃপাদৃষ্টি দ্বারা স্থিরীকৃত হইতে পারে; স্বয়ং মহাকবি কালিদাসই যখন বলিয়াছেন,—আপরিতোষাৎ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্” তখন আমাদের ন্যায় অজ্ঞের তো কথাই নাই। যাহাহউক এতৎ পাঠে যদি রমণীগণের মনে বিন্দুমাত্রও সদ্ভাব উদ্দীপিত হয়, একটী সংসারও যদি শান্তির রাজত্ব হয় তবে আমাদের সমস্ত শ্রম সফল হইবে। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা-সহকারে স্বীকার করিতেছি যে বন্ধুবর সাবিত্রী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামযাদব বাগছি এম, ডি, মহোদয় পত্রিকাগুলি সাবিত্রী হইতে পুনর্মুদ্রণে অনুমোদন করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

জয়ন্তী প্রেসের অধ্যক্ষ সোদরপ্রতিম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় নানাপ্রকারেই এবিষয় আমাকে সাহায্য করিয়াছেন; তাঁহার ঋণ আমার

শোধ করিবার সাধ্য নাই; তাঁহার সাহায্য না পাইলে আমি ইহা প্রকাশ করিতেই পারিতাম না।

আমার পরমারাধ্যতম জ্যেষ্ঠ সহোদর সেণ্ট্রাল কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ত্রৈলোক্যনাথ কবিভূষণ মহাশয় ইহার প্রুফ সংশোধন, এবং নানাপ্রকার উৎকর্ষ-বিধান করিয়াছেন। তাঁহার পরম পবিত্র আশীর্ব্বাদও স্নেহ ধারায় এ জীবন নিয়ত পুষ্ট; তাঁহার চরণধূলি এ হৃদয়ের কালিমা দূর করিতে সততৎপর, সুতরাং তাঁহার বিষয় আর কি বলিব।

এতৎ সম্বন্ধে যিনি যাহা উপদেশাদি প্রদান বা দোষ ক্রটী প্রদর্শন করিবেন তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

সন ১৩০৯, ১০ই বৈশাখ।
যশাই পোঃ ভায়া পাংশা।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।
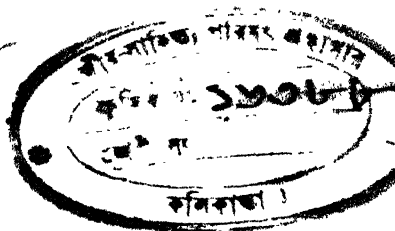
কয়েকখানি পত্র।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পত্র।

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী............

কল্যাণীয়াসু। স——, বিবাহের দশ পোনের দিন পরেই তোমাকে পত্র লিখিতে কেমন লজ্জা করিতেছে। যাহাহউক, যখন লিখিতে বসিয়াছি, তখন আর তাহা ভাবিয়া কি হইবে? আমি যে সকল কথা তোমাকে লিখিতেছি, তাহা সমস্তই খুব কাজের কথা, এবং সব গুলিই

ভবিষ্যতে তোমারই মঙ্গলদায়ক হইবে। সুতরাং এ গুলিকে খুব যত্ন করিয়া পড়িও, এবং যাহাতে ঠিক এই অনুসারে কাজ করিতে পার, তাহা করিও। আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমি বহু পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে সংকল্প করিয়াছি, আমার স্ত্রীকে এরূপ ভাবে গড়িতে চেষ্টা করিব যে, সে যেন প্রত্যেকের নিকট প্রশংসা পাইতে পারে, এবং সংসারে সুখ ও শান্তি বিস্তার করিতে পারে। সুতরাং এখন হইতেই তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। তুমি এখন একাদশ বর্ষীয়া বালিকা মাত্র। তোমার স্বভাব এখনও অতি কোমল, সুতরাং এখন তোমাকে যে দিকে ফিরাইতে ইচ্ছা করা যায়, সেই দিকেই ফিরান যায়। বেশী দিন দেরী হইয়া পড়িলে আর সেরূপ হইবে না। কথায় বলে—"কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাক্‌লে করে ট্যাঁস্ ট্যাঁস্", এ কথাটা খুব ঠিক, আর আমার বিশ্বাস, স্ত্রীর স্বভাব চরিত্র, চাল চলন প্রভৃতির জন্য স্বামী অনেক পরিমাণে দায়ী। স্বামী যদি প্রথম হইতে রীতিমত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে স্ত্রীকে নানাগুণ-শোভিতা করিতে পারেন। তবে স্ত্রীরও স্বামীর প্রতি বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। স্বামী যে তাহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, স্বামী যাহা করিতে বলিবেন, তাহা সবই তাহার মঙ্গলের জন্য,

এই বিশ্বাস করিয়া, তাঁহার বাধ্য ও অনুগত হইয়া চলিতে চেষ্টা করা স্ত্রীর উচিত।

দেখ, তোমার প্রশংসা হইলে যে কেবল আমারই সুখ, তাহা নহে। তোমার নিজের সুখ, তোমার পিতা, মাতা ও ভগিনী প্রভৃতির সুখ, এবং আমাদের বাটীর লোকের সুখ। অতএব আমার বিশেষ অনুরোধ, তুমি আমার কথা অনুসারে চলিতে চেষ্টা করিবে। আমি যে সর্ব্বদা তোমার কাছে থাকিয়া উপদেশ দিব, তাহা ঘটিয়া উঠিবে না; যাহা কিছু বলিব, সবই পত্রদ্বারা; সুতরাং এই পত্র গুলি তুমি খুব যত্ন করিয়া রাখিবে। উপরে যে নম্বর দেওয়া থাকিল, ঐ অনুসারে এক এক গাছি সূতাদিয়া গাঁথিয়া রাখিবে। সমস্ত গুলিই এইরূপ যত্ন করিয়া রাখিবে, এবং মধ্যে মধ্যে খুলিয়া সব পড়িয়া দেখিবে, তদনুসারে চলিতে চেষ্টা করিবে। দেখ, আমার অনুরোধ অমান্য করিলে আমি বড় দুঃখিত হইব। এ কথা তুমি নিশ্চয় জানিও যে, আমি যাহা বলিব, তাহা তোমার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যই বলিব, এবং তদনুসারে কাজ করিলে, তোমার ভাল ভিন্ন মন্দ হইবে না। তুমি এখন বালিকা মাত্র, সুতরাং সকলেই তোমাকে ভাল বাসে। কিন্তু এই ভালবাসা যাহাতে চিরকাল বজায়

রাখিতে পার, তজ্জন্য চেষ্টা করিবে। আমাদের বাটীতে দুই তিন দিন থাকিয়া, যে শিষ্ট শান্ত নাম কিনিয়া গিয়াছ, তাই যেন বজায় থাকে; তাহা যেন হেলায় হারাইও না। কারণ, প্রথম প্রথম নূতন জায়গায় গিয়া অতি দুরন্ত প্রকৃতির লোকও অনেক সময় শিষ্টভাব ধারণ করে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না; তুমি যাহাতে এই ভাব স্থায়ী করিতে পার তাহার পক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিবে। এ কিছু কঠিন্ কাজ নয় যে, চেষ্টা করিলে সফল হইবে না।

এবার বাজে কথা বলিতেই সময় গেল। কিন্তু আমার উপর তোমার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য এসব কথা বলিলাম। যাহাতে তোমার ভাল হয়, আমি সেই চেষ্টাই করিতেছি, তোমার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলেই, তুমি আনন্দের সহিত আমার কথামত চলিবে। তোমার কাছে এখন আর কিছু আমি চাই না, বা পাওয়ার প্রত্যাশা করি না। যাহাহউক, লেখাপড়া-সম্বন্ধে তোমাকে গোটা কয়েক কথা বলিয়াই আজ বিদায় লইব।

তুমি লেখাপড়া কিছু কিছু জান। আমি মেয়ে লোকের লেখা পড়া শিখার পক্ষপাতী, তাহাও তোমাকে বলিয়াছি; কিন্তু লেখাপড়া বলিলেই হয় না, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের লেখা পড়ার শিক্ষার পদ্ধতি আলাদা রকমের হওয়া দরকার

বলিয়া মনে করি। স্ত্রীলোকে একেবারে লেখাপড়া না জানিলে, সাংসারিক কাজ কর্ম্মের অনেক অসুবিধা হয়। সামান্য এক খানা পত্র লিখিতে বা পড়িতে, সামান্য একটা হিসাব করিতে বা লিখিতে, এবং এইরূপ আরও অন্যান্য অনেক বিষয়ে বড়ই অসুবিধা হয়। এজন্য গেরস্থ ঘরের বৌ ঝির একটু লেখাপড়া জানা খুব দরকার বলিয়া মনে করি। অনেকে মনে করে, স্ত্রীলোকের লেখা-পড়া জানা কেবল স্বামীর নিকট পত্র লেখার জন্য, এটা বড়ই ভুল। বাস্তবিক পক্ষে লেখাপড়া শিক্ষা করিলে সাংসারিক কাজকর্ম্মের অনেক সুবিধা হয়। মনটা অনেক প্রকারে ভাল হয়, সংসারের অনেক বিষয় উপদেশ পাওয়া যায়, ছেলে পিলের লালনপালন-সম্বন্ধে এবং তাহাদের লেখাপড়া শিখান ও চরিত্রগঠন-সম্বন্ধে অনেক সুবিধা হয়। পৃথিবীতে যে সকল বড় লোক জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই মাতা বেশ ভাল লেখা পড়া জানিতেন, এবং অশেষ সদ্‌গুণের আধার ছিলেন। লেখাপড়া শিক্ষার যে কত গুণ, তাহা, দেখা হইলে, আরও ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব। স্ত্রীলোকের লেখা পড়া এরূপ ভাবের হওয়া চাই যে, তাহা তাহাদের কার্য্যের উপযোগীও সাহায্য কারী হইতে পারে। সাহিত্যে জ্ঞান থাকা সকলেরই

প্রয়োজন, সুতরাং ভাল ভাল সাহিত্য পুস্তক ও নীতি পুস্তক পাঠ করা উচিত। ভাল ভাল স্ত্রীলোকের জীবন-চরিত প্রভৃতিই স্ত্রীলোকের পাঠ্যমধ্যে প্রধান। সীতার বনবাস, সীতা-চরিত, শকুন্তলা, নবনারী, সুশীলার উপাখ্যান, দময়ন্তী-চরিত, সাবিত্রী-উপাখ্যান, শ্রীবৎস-উপাখ্যান, বেহুলার উপাখ্যান, রাণী সরৎ সুন্দরীর জীবন-চরিত প্রভৃতি পুস্তক বেশ ভাল। স্বর্ণলতা, অদৃষ্ট, রায় পরিবার, মা ও ছেলে, মনোরমার গৃহ, মেজ বৌ, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ, প্রভৃতি পুস্তকও বেশ উপদেশপূর্ণ, তবে সে সব বই এখন পড়িবার আবশ্যক নাই। উপন্যাস প্রভৃতি একটু বয়স হইলে পড়াই উচিত, নতুবা তাহাদের ভাব গ্রহণ করিতে না পারায়, হিতে বিপরীত হইয়া উঠে। অতএব ঐ সকল পুস্তক এখন পড়িবে না। রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে মধ্যে পড়িবে। এখন তোমার নিত্য পাঠ্য মধ্যে তুমি পদ্মপাঠ, বোধোদয়, প্রভৃতি যাহা পড়িতেছ, তাই পড়িবে। অঙ্ক, ধারাপাত, বাজার হিসাব শিক্ষা করা স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ত্তব্য টাকা, আনা, পয়সা, আধপয়সা, পণ, সের, ছটাক ইত্যাদি লিখিতে শিক্ষা করা, তাহাদের যোগ বিয়োগ আদি জানা, এবং মণ হিসাবে সেরের দাম, এক পোয়ার দাম, ইত্যাদি

শুভঙ্করী হিসাব জানা, মাসমাহিনা প্রভৃতির হিসাব শিক্ষাকরা অত্যন্ত প্রয়োজন। ভবিষ্যতে সাংসারিক কাজকর্ম্মে, নিত্যই ইহার প্রয়োজন হইবে। জমাখরচের হিসাব রাখিতে শেখাও অবশ্যকর্ত্তব্য। এই সব শিখিলে সাংসারিক খরচপত্রের হিসাব, দুধ-ওয়ালা, তেল ওয়ালা, আম-ওয়ালা প্রভৃতির জোগানের হিসাব, ধোবা ও চাকরের হিসাব ইত্যাদি সুন্দররূপে করা যায়, এবং সংসারের আয় বুঝিয়া ব্যায়করার ক্ষমতা জন্মে। অতএব ইহা সব এখন হইতে বিশেষ যত্নের সহিত শিক্ষা করিবে, এবং যাহাতে এ সব বেশ ভাল করিয়া শিখিতে পার, তাহার চেষ্টা করিবে।

হাতের লেখা যাহাতে বেশ ভাল হয়, সে পক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে, এবং যাহাতে বানান ভুল না হয়, সে বিষয়ে কখন অবহেলা করিবে না। বানানভুল লেখা, লেখার মধ্যেই গণ্য নয়। প্রত্যেক কথা পড়িবার সময় বানান করিয়া পড়িবে, এবং লিখিবার সময় ঠিক বানান লেখা হইল কি না, বিশেষ করিয়া দেখিবে। হাতের লেখার খাতা করিয়া, রোজ লিখিবে এবং পাঠ্যপুস্তক পড়িবে; আর অঙ্ক কসিবে, ধারাপাত ভাল করিয়া মুখস্থ করিবে স্বাস্থ্যরক্ষা-সম্বন্ধে নিয়মাবলী স্ত্রীলোকের জানা বিশেষ

আবশ্যক, এজন্য শরীরপালন-সম্বন্ধে পুস্তক পড়া খুব দরকার। আপাততঃ "শরীরপালন" পাঠ করিবে এবং তাহার উপদেশ গুলি বেশ মনে রাখিবে। গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য-বিধি নামক একখানি পুস্তক নাকি হইয়াছে, তাহা আমি দেখি নাই, দেখিয়া যদি ভাল বোধ হয়, তবে পাঠাইয়া দিব। * সাহিত্য, ব্যাকরণ, অঙ্ক ও স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান থাকা স্ত্রীলোকের যত দূর প্রয়োজনীয়, এমন আর কিছুই নয়। তার পর সেলাই, বুনন ও রন্ধনকার্য্য শিক্ষা। তাহার কথা আর এক পত্রে লিখিব। ধারাপাত ও অঙ্কের পুস্তক পাঠাইলাম, ইহা দেখিয়া আমার কথা মত কাজ করিবে। হাতের লেখা যাহাতে ভাল হয়, লাইন বেশ সোজা হয়, বানান ভুল না যায়, সে পক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। যাহা পড়িবে, তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া পড়িও। যাহা নিজে না বুঝিতে পার, তোমার দিদি কি ভাইদের নিকট জানিয়া লইও। কেবল মুখস্থ করিয়া যাইও না; যাহাই পড়, বুঝিয়া পড়িও। যদি আমার এবং অন্যান্য সকলের ভাল বাসা চাও, তবে

* এই পুস্তক শেষে দেখিয়াছি, পুস্তক খানি বেশ ভাল এবং রমণীগণের একান্ত পাঠ্য।

বেশ ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিতে চেষ্টা করিও, এবং আমার কথা অনুসারে চলিও। এই পত্রের উত্তর পাইলে লেখাপড়া সম্বন্ধে অন্যান্য কথা, সাধারণ লোকে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী কেন, কিরূপ করিলে সে দোষ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় ইত্যাদি সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দিব। ধারাপাত ও অঙ্ক কতদূর পড়িয়াছ জানাইবে। আজ পত্র বড় দীর্ঘ হইয়া পড়িল, অতএব এখানেই ক্ষান্ত হইলাম। শীঘ্র পত্র দিও এবং পত্র নিজ মনে গোপনে লিখিও। আমি ভাল আছি, নিজ শরীরের বিষয়ে সাবধান থাকিও; পড়ার ওজর করিয়া সংসারের কাজ কর্ম্মের সাহায্য করিতে কখনও ত্রুটি করিও না। সে গুলিও তোমাদের শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক, তাহা জানিও। সে সব ক্রমে বুঝাইব, ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীয——

দ্বিতীয় পত্র।

পরম কল্যাণীয়াসু। স———, তোমার নিজ হস্ত-লিখিত পত্র পাইয়া বড় সুখী হইতে পারিলাম না। তাহার কারণ এই যে, তুমি পত্রে যে সমস্ত কথা লিখিয়াছ তাহার কিছুই তোমার নিজের কথা নহে। কেহ (বোধ-হয়, তোমার মেজ দিদি) নিশ্চয়ই মুন্সীগিরি করিয়াছেন। যিনি মুন্‌সীগিরি করিয়াছেন, তাঁহার বুদ্ধি ততদূর প্রখর ও গভীর বলিয়া বোধ হইল না; কারণ, একটু বুদ্ধির গাম্ভীর্য্য থাকিলে, অত সব লম্বা লম্বা প্রেমের কথা ও কবিত্ব একটি নূতন বিবাহিতা এগার বছরের মেয়ের হাত দিয়া বাহির করিতে পারিতেন না। এরূপ পরের কথা ওয়ালা পত্র আমি তোমার নিকট চাহি না। বিশে-ষতঃ যেরূপ প্রেমের কবিত্ব দেখাইয়াছ, তাহা আমি কোন সময়ই পছন্দ করি না। কোন কাজেই কৃত্রিমতা ভাল নয়। পত্র লেখার উদ্দেশ্য নিজ সরল মনের ভাব সরল ভাবে প্রকাশ করা; তাহা করাই কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া, কতক গুলি লম্বা লম্বা কথাদ্বারা বক্তৃতা করিলে পত্রের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তুমি এখন সামান্য বালিকা

মাত্র, তোমার মনটিও ঠিক সেইরূপ। আর বিবাহও অল্প দিন হইয়াছে, এরূপ অবস্থায় ঐরূপ অসার পত্র লিখা যে কিরূপ অন্যায়, তাহা তোমার তো বুঝিবার ক্ষমতাই হয় নাই, তোমার মুন্‌সী মহাশয়ারও সে ক্ষমতা নাই! এখনও আমার প্রতি তোমার সেরূপ কোনও ভালবাসা হইতে পারে না, তবে আমি তোমার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী আপনার লোক, এই পর্য্যন্ত ধারণা তোমার হইতে পারে। আমিও কেবল তাহাই চাই। অতএব তোমার সরল মনে যাহা আসে, তাহাই তুমি লিখিবে। কি লিখিবে, তাহা কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই। আশা-করি, ভবিষ্যতে পত্র লিখিতে আমার এই কথা গুলি অবশ্য অবশ্য স্মরণ রাখিবে। আর যদি তোমার কিছু লিখিবার মত মনে না হয়, তবে পত্র লিখিবার দরকার নাই। যখন মনে বলে তখনই লিখিবে। তোমার পত্র পাইবার জন্য আমার তত আগ্রহ নাই। আমার উপদেশ অনুসারে তুমি চলিতেছ বা চলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছ, এই কথা জানিতে পারিলেই হইল। তোমার মুন্‌সী মহাশয়ার পত্রের বয়ান (বর্ণনা) দেখিয়া বোধ হইল যে, তিনি বটতলার পচা নাটক, নভেল ইত্যাদি খুব পড়িয়াছেন, এবং তাহার বিষ তাঁহার হাড়ে হাড়ে

বসিয়া গিয়াছে। তোমাকে বিশেষ করিয়া মাথার দিব্য দিয়া বলিতেছি, সে সব পুস্তক কখন স্পর্শও করিবে না। তোমার পাঠ্য পুস্তক গুলি ভাল করিয়া পড়িবে, তাহার পদ্য গুলি মুখস্থ করিবে; অন্য সব বই এখন পড়িও না। নাটক উপন্যাস, মজার কথা, কি গল্প ইত্যাদি এখন কখনও পড়িও না। কারণ, স্ত্রীলোকের পাঠ্য নাটক উপন্যাস আদি খুব কম। তার পর নাটক প্রভৃতিতে নানা প্রকার লোকের চরিত্রের কথা বর্ণিত থাকে, অল্প বয়সে তাহা হইতে ভাল টুকু বাছিয়া লইবার ক্ষমতা থাকে না, সুতরাং অনেক সময় উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া বইয়ের মন্দ অংশ গুলি তাহাদের মনে অজ্ঞানা ভাবেই বসিয়া যায়। তাহার ফলে কেবল কতক গুলি লম্বা লম্বা কথা (যথা হা জীবিতেশ্বর, মুখচন্দ্র, বাক্য সুধা, জীবন চকোর, বারিদানে অভাগিনী চাতকীর পিপাসা নিবারণ ইত্যাদি) অভ্যাস হয়, কতক গুলি প্রেমের ছড়া ও কথা মুখস্থ হয়, এবং তাহার শেষ ফলে স্ত্রীলোকেরা কিছু চঞ্চলা, ব্যাপিকা ও ফাজিল হইয়া পড়ে। বটতলার বই গুলি এ বয়সে বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। এটা যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে যে, স্ত্রীলোক জ্যাঠা হওয়া বড়ই দোষের। কোমলতা, লজ্জাশীলতা, নম্রতা, অল্প কথা ব্যবহার ইত্যাদি

স্ত্রীলোকের অলঙ্কার; এ সব সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া চলিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য: কিন্তু ঐ সব অসৎ পুস্তক পাঠে মনে সৎগুণের অভাব হইয়া নানারূপ অসৎ প্রবৃত্তিরই প্রাধান্য হয়, এবং মন কেবল অসৎ বিষয় লইয়াই সর্ব্বদা আলোচনা করিতে থাকে। এজন্য আমার বিশেষ অনুরোধ, ঐ সব পুস্তক কখনও পড়িবে না। মহাভারত রামায়ণ, সাবিত্রী চরিত, সুশীলার উপাখ্যান, ললনা সুহৃৎ, ইত্যাদি বই যাহা আছে, তাহা মধ্যে মধ্যে পড়িতে পার, অন্য কোন বই পড়িবার ইচ্ছা হইলে, আগে তাহার নাম আমাকে জানাইবে। আমি তাহা জানিয়া যদি পড়িতে বলি, তবে পড়িবে, নতুবা পড়িবে না। লেখা পড়া সম্বন্ধে এই কথা আমার পূর্ব্বেই লিখিবার ইচ্ছা ছিল, তাহা তোমার পত্র হইতেই হইয়া গেল। আমাদের দেশের পারিবারিক ব্যবস্থা ও অবস্থা অনুসারে অনেক স্ত্রীলোকেরই উচ্চ শিক্ষা হইয়া উঠে না। সামান্য লেখা পড়া শিক্ষাতেই তাহাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। কিন্তু যতটুকুই হউক না কেন, সে টুকু বেশ ভাল, পবিত্র হওয়া দরকার। বই পড়িলেই যে শিক্ষা হয়, তাহা নহে। অন্তরের শিক্ষাই শিক্ষা। একজন যদি বই পড়িয়াও অসৎ হয়, ঝগড়াটে হয়, হিংসুক হয়, তবে তাহাকে

শিক্ষিত বলিব না, আবার অন্য রমণী যদি লেখা পড়া না জানিয়াও কোমলা, লজ্জাশীলা, স্নেহবতী ও দয়াশীলা, হয়, তবে তাঁহাকে আমি শিক্ষিতা বলিব, কারণ, শিক্ষার যে উদ্দেশ্য, তাহা তাহার সিদ্ধ হইয়াছে। লেখা পড়া শিখিলে পাঁচ রকম উপদেশ পাইয়া, পাঁচ জনের সৎ জীবনী পাঠ করিয়া, এই সব বিষয়ের বেশী জ্ঞান হইবে, এই জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু তাহা সব না করিয়া, যদি যে সে পচা বই এখন হইতে পড়িতে আরম্ভ কর, তবে তাহার দোষ গুলি তোমার মনে এত দূর বসিয়া যাইবে এবং তাহাতে মন এত ছোট ও নীচ হইয়া যাইবে যে, শেষে শত চেষ্টা করিয়াও তাহা দূর করিতে পারিবে না। অতএব এ বিষয়ে এখন হইতেই বিশেষরূপ সাবধান হইবে। যেন সে সমস্ত দোষের আকর পুস্তক পড়িবার ইচ্ছা তোমার মনে স্থান না পায়। আমি (১ম পত্রে) ধারাপাতের যে সমস্ত শিখিতে বলিয়াছি, পুস্তকের যে সব স্থানে × এইরূপ দাগ দেওয়া আছে, সে গুলি আগে পড়িবে। নামতা, যোগ, বিয়োগ প্রভৃতি ভাল করিয়া শিখিবে। শুভঙ্করী অঙ্ক স্ত্রীলোকের জানা খুব প্রয়োজন; সে সমস্ত কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। আবার আজও

লিখিতেছি; ইহা হইতেই বুঝিবে সে গুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। অতএব সে গুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবে। তুমি লিখিয়াছ যে, কখনও আমার কথায় অবাধ্য হইবে না, এবং আমার উপদেশ মত সর্ব্বদা চলিবে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহাতে আমি বিশেষ সুখী হইলাম। এখন কাজে এ কথা প্রমাণ করিতে পারিলেই বিশেষ সুখের বিষয় হয়। আশা করি তুমি মিথ্যাবাদিনী হইবে না।

তার পর স্ত্রীলোকের লেখা পড়ার দোষ-সম্বন্ধে তোমাকে দুই চারি কথা বলিতেছি। স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিতে গেলে, তাহাদের সাধারণতঃ কতক গুলি দোষ ঘটে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের সমাজে নানা কারণে বেশী লেখা পড়া শিখা হইয়া উঠে না। কথায় বলে "অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী;" কাজেও তা খুব দেখা যায়। আমাদের পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের লেখাপড়া বিষয়ে যা কিছু চর্চ্চা হইতেছে, তা নব্যাদিগের মধ্যে, প্রাচীনাগণ কিছুই জানেন না। এজন্য যাঁহারা লেখা পড়া শিখিতে বসেন, তাঁহারা দুই চারি পাত পড়িয়াই ভাবেন যে, আমরা বড় পণ্ডিত হইয়াছি। আর কথায় কথায় সেই পণ্ডিতি জাহির করিতে যান। স্ত্রী দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিতে

না করিতেই প্রেমে পাগল, স্বামী মহাশয় অনেক সময় লীলাবতী, নারী দেহতত্ত্ব, জামাই বারিক এবং বটতলার অন্যান্য ছাই পাঁশ নাটক আনিয়া স্ত্রীকে পড়িতে দেন। ইচ্ছা স্ত্রীকে রাধিকা করিয়া লইবেন। স্ত্রীও সবিশেষ উৎসাহের সহিত সেই সব শিখিতে থাকেন। কিন্তু বিদ্যার আগুন পেটে না থাকায়, জীর্ণ করিতে পারেন না, যাকে সম্মুখে পান তার কাছেই বমন করিয়া তাহার অভক্তি জন্মাইয়া দেন। তাঁরা খুব পণ্ডিত, এই মনে করিয়া দেমাকে মাটিতে পা দেন না; বুক ফুলাইয়া হাঁটেন; শ্বশুর শাশুরী ও অন্যান্য গুরুজনের সম্মুখেই বই খুলিয়া লজ্জাহীনার ন্যায় বালিস বুকে কি মাথায় দিয়া, পা ছড়াইয়া যা তা পড়িতে থাকেন। সংসারের কাজকর্ম্ম করা তাঁহারা অপমান বোধ করেন। যাহারা লেখা পড়া করিবে, তাহারা আবার কাজকর্ম্ম করিবে কেন এই তাঁহাদের বিশ্বাস হয়। বুড়া শাশুরী রাত্রি দিন খাটিয়া মরিতেছেন, আর গুণের বৌমাটি খাটে শুইয়া নাটক কি পাঁচালী পড়িতেছেন; বৌ স্বামীর কাছে পত্র দিতে ৩।৪ খানা কাগজের সপিণ্ডীকরণ করিতে পারেন, কিন্তু শ্বশুড়ী হাটের কি বাজারের দৈনিক হিসাবটা লিখিতে বলিলে, বৌয়ের মাথা ধরে, হাতে বাত ধরে, পায় ব্যাথা ধরে, তিনি তা কিছুতে

পারেন না; সংসারের কাজকর্ম্ম হইয়া উঠিতেছে না, অন্য সকলে ভূতের মত খাটিতেছে, বৌ বই বুকে দিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, সে ঘুম ভাঙ্গাইলে তাঁর রাগ হইবে। যদি লেখা পড়ায় মত্ত থাকেন, তবে তো কথাই নাই। তিনি স্বেচ্ছামত কাজ করিবেন; বিছানা পত্র সাফ করিতেই তিনি ব্যস্ত; তা একটু ময়লা হইলে তাঁর গা তাতে লাগিবে না। এই সব দেখিয়া শুনিয়াই, বাড়ীর গিন্নিরা বৌ ঝির লেখা পড়া শেখা দেখিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, লেখাপড়া শিখাইলে কেবল লাভের মধ্যে বাটীর সমস্ত গুপ্ত কথা বৌ এদিক ওদিক প্রকাশ করিয়া দেয়; ঘরের কথা প্রকাশ হয়, সামান্য একটু কথাও পাঁচ গুণ অলঙ্কারে সাজাইয়া স্বামীর কাছে পাঠায়। অতএব বৌ এর লেখা পড়া শিখান কেবল তার স্বাধীনতা দেওয়া মাত্র। তুমি ভাবিয়া দেখিও, এসব কথা বলিবার কারণ আছে। অনেক স্ত্রীলোক এরূপ করিয়া থাকে, তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। লেখা পড়া শিখিয়া কেবল তাহাদের দেমাক, কথার শৃঙ্খলা ইত্যাদি বাড়ে, সমবেদনা অর্থাৎ অন্যের দুঃখে দুঃখবোধ থাকে না, কেবল স্বার্থ-পর হইয়া আত্মসুখের চিন্তা করে। বাস্তবিকই কি লেখা পড়ার উদ্দেশ্য তাই? না, ঠিক তার বিপরীত।

লেখা পড়া শিখিলে নরমসরম হইবে, সভ্যভব্য হইবে, লজ্জাশীলা হইবে, যাহাকে যেরূপ মান্য করা আবশ্যক তাহাই করিবে, ভালবাসার লোকদিগকে ভাল বাসিবে, পরের দুঃখে দুঃখিত হইবে, সংসারের শৃঙ্খলা করিবে, কিসে সংসার ভাল থাকে তাই করিবে, যে যেপ্রকারের লোক তার সঙ্গে সেই রূপ ব্যবহার করিবে, এইরূপ সমস্তগুণে গুণবতী হইবার জন্যই লেখাপড়া শেখা দরকার। তাহা হইলে, নানারূপ সৎ উপদেশে মন গঠন করা যায়। ঐ সমস্ত হচ্ছে লেখাপড়া শিখিবার গুণ। লেখাপড়া শিখিয়া যদি ঝগড়াটে হইল, স্বামীর সংসারের অবস্থা বুঝিয়া না চলিল, স্বামীর আত্মীয় স্বজনকে স্নেহ, ভক্তি ও মমতা না করিল, স্বামীর বাটীকে আপনার বাটী না করিতে পারিল, তবে আর সে লেখা পড়া শিখিয়া লাভ কি? লেখা পড়াতে বুদ্ধি ভাল হয়, স্বভাব নম্র হয়, প্রকৃতি ধীর হয়, সংসার সম্বন্ধে নানা জ্ঞান লাভ হয়, এই সবই লেখা পড়া শিক্ষার গুণ। আশা-করি, তুমিও লেখাপড়া শিখিয়া এই সব গুণ লাভ করিবে। যখন তোমার কথা ভাবি, তখনই মনে হয় তুমি ভাল স্ত্রী হইতে পারিবে কি না, বাটীর সকলের প্রিয়পাত্রী হইতে পারিবে কি না, বাটীর সকলের এবং গ্রামের লোকের

প্রশংসা লইতে পারিবে কি না। যদি তোমার পত্রের কথা সত্য হয়, তবে নিশ্চয় পারিবে। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। তোমার মনে যদি আন্তরিক ইচ্ছা ও যত্ন থাকে, তবে তাঁহার কৃপায় তুমি বাড়ীর লক্ষ্মী হইতে পারিবে। আজ পত্র বড় দীর্ঘ হইল। আমার সময়ও বড় কম। অন্য দিন আর আর কথা বলিব। হরিনামে ভক্তি রাখিও। শীঘ্র উত্তর দিও। ইতি——

তৃতীয় পত্র।

পরম কল্যাণীয়াসু।

স———, তোমার পত্র কয়েক দিন হইল পাইয়াছি। পত্রে এবার অনেক বানান ভুল করিয়াছ দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি বানানভুলযুক্ত লেখা কোন কাজের হয় না, অতএব সে বিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখিও। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। তুমি লিখিয়াছ "জেমন।" কিন্তু ওটা ভুল। "যেমন," 'যাহা' প্রভৃতি অন্তস্থ 'য'। 'য' টা সম্বন্ধে একটা সাধারণ কথা এই

জানিয়া রাখিবে যে, উহা শব্দের প্রথম ভিন্ন মধ্যস্থানে বসে না। মধ্যে বসিলেই উহার উচ্চারণ 'য়' হইয়া যায়। শেষে বসিলেও তাই, যথা 'নিয়ম,' 'যাওয়া,' ইত্যাদি। 'সুযোগ,' 'দুর্যোগ' ইত্যাদি কথায় যে মধ্যে 'য' দেখা যায়, তাহার কারণ আসল শব্দটা 'যোগ,' তার সঙ্গে, 'সু' ও 'দুর্' এই দুটা কথা লাগান আছে। শব্দের প্রথমে 'য়' হয় না, অতএব 'য়ামি,' 'য়াসিতেছি' ইত্যাদি ভুল, আর 'ণ' শব্দের পূর্ব্বে সাধারণতঃ বসে না, সুতরাং 'ণদী,' 'ণকুল,' ইত্যাদি ভুল। শব্দের আগে 'ন' ই বসে। এসব কথা আর বেশী কি লিখিব, ব্যাকরণ পড়িলেই অনেক জানিবে; আর পড়ার সময় প্রত্যেক শব্দের প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। স্ত্রীলোকদের সাধারণতঃ বানান সম্বন্ধে বড় অমনোযোগ দেখা যায়; তুমি তাহা করিও না। হাতের লেখা যাহাতে ভাল হয়, সে বিষয় যত্ন করিও এবং নির্ভুল লিখিতে চেষ্টা করিও।

এবার তোমাকে স্ত্রীলোকের সৎগুণের বিষয় কিছু বলিব। তুমি লিখিয়াছ যে, এসব উপদেশ তোমার ভাল লাগিতেছে, এবং তুমি ইহা প্রাণপণে পালন করিবে, তাহাতে খুব সুখী হইলাম। যদি এসব পালন কর, তবে তুমি নিশ্চয়ই সৎ গৃহিণী হইতে পারিবে।

তুমি লিখিয়াছ যে, নাটক প্রভৃতি তোমাদের বাড়ীতে নাই, আনিয়াও পড়িবে না, অন্ততঃ আমাকে আগে জিজ্ঞাসা করিবে; তাহাতে বিশেষ সুখী হইলাম। পত্রগুলি বেশ যত্ন করিয়া রাখিও, এবং মধ্যে মধ্যে পড়িয়া দেখিও।

এ কথা বোধ হয় তুমি জান যে, পুরুষ ও স্ত্রীলোক দুইটি ভিন্ন স্বভাবে গঠিত। এক জনের প্রকৃতি অন্যের প্রকৃতি অপেক্ষা বিশেষ বিভিন্ন। পুরুষ স্বভাবতঃ কিছু রূঢ়, কিছু কর্কশ, আর স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ কিছু কোমল। কোমল প্রকৃতি গুলি অর্থাৎ দয়া মায়া, পরদুঃখকাতরতা, স্নেহ, ভালবাসা, ইত্যাদি স্ত্রীগণের ঈশ্বরদত্ত সম্পত্তি। প্রত্যেকের সংসারের কাজ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই, ঈশ্বর বিভিন্ন প্রকৃতি করিয়া দিয়াছেন। এজন্য স্ত্রী ও পুরুষ একত্র পূর্ণ মনুষ্য, এবং পৃথক্‌ভাবে অর্দ্ধ মনুষ্য বলিয়া গণ্য। সাংসারিক কাজকর্ম্ম, সেবা শুশ্রূষার ভার স্ত্রীলোকের উপরই সাধারণতঃ থাকে, এজন্য তাহাদের ঐ প্রবৃত্তিগুলি থাকা একান্ত আবশ্যক। নতুবা সংসারে নানারূপ অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। স্ত্রীলোকের যদি পুরুষের মত তেজ, দম্ভ ইত্যাদি হয়, তবে তাকেও যেমন লোকে নিন্দা করে, পুরুষেরও যদি আবার অত্যধিক কোমলতা থাকে, তবে তাহাকেও লোকে প্রশংসা করে না। বিশেষতঃ

আমাদের বঙ্গ-রমণী গণের্ কোমলতা চির প্রসিদ্ধ, অতএব সে সব প্রবৃত্তি গুলির যাহাতে পুষ্টিসাধন হয়, তাহা এখন হইতে করিবে। পুরুষগণ সংসারে নানারূপ খাটিয়া খুটিয়া যখন শ্রান্ত হয়, তখন রমণীগণের কোমলতার শীতল ছায়ায় তাহাদের সে শ্রান্তি, সে ক্লান্তি দূর হয়; তাহা যে সংসারে নাই, সে সংসার আর বনে পার্থক্য নাই। দেখ, বিলাতপ্রভৃতি দেশে স্ত্রীগণের স্বাধীনতা অর্থাৎ যথাইচ্ছা সেইরূপ কাজ করিবার ক্ষমতা বেশী পরিমাণে থাকে বলিয়া, অনেক সময় তাহাতে কুফল ফলে এবং সংসারে বিরোধ ও অশান্তি উপস্থিত হয়। তাহারাও রমণীগণকে কোমলতাভূষিত হইতেই উপদেশ ও শিক্ষা দিয়া থাকে; আদর্শ রমণী চরিত্র আঁকিতে হইলে, তাহারা আমাদের দেশের রমণীগণের স্বাভাবিক আদর্শের মতই আঁকিয়া থাকে, এবং তাহাদের দেশেরও অনেক বড় বড় পণ্ডিত পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন "পুরুষের কাজ স্ত্রীলোকের সাজে না।" অতএব বাহিরে বিলাতী চটক দেখিয়া স্বাধীনতার দিকে সাগ্রহে তাকাইও না। তাহা হইলে নিজেও কষ্ট পাইবে, এবং আমাদিগকেও কষ্ট দিবে। অত্যধিক স্বাধীনতার যে কত দোষ, তাহা আর এ সামান্য পত্রে লিখিয়া কি জানাইব। তবে এই মাত্র জানিও

যে, সেরূপ স্বাধীনা স্ত্রী স্বামীকে ধনে প্রাণে মারিয়া থাকে। আশা করি, তুমি তাহা করিতে চাহিবে না। বিলাতের ভাল রমণীরাও কখন লজ্জাশীলতা, নম্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ পরিত্যাগ করেন না, এবং তাঁহারা রাস্তা ঘাটে বাহির হইলেও, বা অন্য পুরুষাদির সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিলেও, কখন বাড়াবাড়ি করেন না। এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিবার সময় তাঁহারা এরূপ ভাবে নিজ মর্য্যাদা বজায় রাখেন যে, তাহা দেখিলে মনে একটা শ্রদ্ধা আসিয়া উপস্থিত হয়। তবে যাহারা ব্যাপিকা, অসৎস্বভাবা, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাহারাই বেশী পুরুষ ঘেঁষা হইয়া থাকে। তাহাদের দেশের লোকেও তাহাদের নিন্দাই করিয়া থাকে। আমাদের দেশের ব্রাহ্মগণ কতকটা ঐ ভাবাপন্ন হইলেও, বেশ ভাল ভাল পরিবারের রমণীগণ কখন অপরিচিত পুরুষের সহিত একাকী বাক্যালাপ করেন না, বা তাহাদের সম্মুখে বাহির হন না। তবে যে সমস্ত পরিবারে সুশিক্ষা ও সৎ শাসনের অভাব আছে, সেই সব পরিবারেই বাড়াবাড়ি দেখা যায়, এবং ফলও তাহাতে প্রায়ই খারাপ হইয়া থাকে। যাহা হউক, আমাদের হিন্দু সমাজে বাস, নিজেরাও হিন্দু, সুতরাং আমাদের সেইরূপ আচারপদ্ধতি-অনুসারেই চলিতে হইবে; যাহাতে তাহার কোন বিরুদ্ধ কাজ না হয়,

তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে। আমার উদ্দেশ্য সংসারে শান্তির সহিত বাস করা। সৎভাবে যাহাতে সেই-রূপে থাকা যায়, তাহাই করিতে হইবে, ইহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে।

তোমাদের সৎগুণের মধ্যে লজ্জা সর্ব্ব প্রধান। কথায় বলে "যার লজ্জা আছে তার সব আছে," বাস্তবিকও তাই। লজ্জা স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ ভূষণ। লজ্জা অশেষ দোষের হাত হইতে রমণীকে রক্ষা করিয়া থাকে। বধূর লজ্জা থাকিলে, সংসারে সহজে অশান্তি আসিতে পারে না। গুরুজনের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন এই লজ্জা হইতেই আসিয়া থাকে। লজ্জা থাকিলে, লোকের সঙ্গে মুখোমুখি সমান উত্তর করা যায় না, তাহাতে অনেক সময় ঝগড়া বিবাদ বা মনোমালিন্যের হাত হইতে বাঁচা যায়। লজ্জা থাকিলে অনেকরূপ কুপ্রলোভনের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। লজ্জা থাকিলে কুবিষয়ের আলোচনা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব সর্ব্বদা লজ্জারূপ আবরণে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিবে। নিজ সতীত্ব সাবধানে রক্ষা করিবে। সতীত্ব কথাটা বড় মহৎ; ইহা সর্ব্বগুণব্যাপক। সৎ অর্থাৎ ভাল থাকার যে ভাব, তাহার নামই সতীত্ব, অর্থাৎ যে সর্ব্ব বিষয়েই নিজ সৎগুণ বজায় রাখিয়া চলিতে

পারে সেই সতী। অতএব নিজ সদ্‌গুণ সর্ব্বদা ঠিক রাখিবে। লজ্জা এই সতীত্ব রক্ষা করিবার প্রধান অস্ত্রস্বরূপ। এই লজ্জা-অস্ত্রে অনেক সময়েই অনেক বিপদ ও প্রলোভন হইতে পার পাওয়া যায়। অতএব এই লজ্জারক্ষা স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ত্তব্য। তবে কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়; অনেকের আবার বড় বেশীরকম লজ্জা আছে, তাহাতে কুফলই ফলিয়া থাকে। যেমন লজ্জার চোটে খাওয়া হয় না, বসা হয় না, হাঁটা হয় না; এগুলি আবার বড়ই বাড়াবাড়ি। বিশেষতঃ কোন স্থানে যাতায়াতে, এরূপ উৎকট লজ্জায় বড় ক্ষতি করে। রেলগাড়ী, ষ্টীমার প্রভৃতিতে যাইতে লজ্জার সঙ্গে সঙ্গে সাহস ও ধৈর্য্য এ দুইয়েরই বড় প্রয়োজন। নিজ শরীরের সর্ব্ব স্থান কোন মোটা কাপড় কি আলোয়ানে আবৃত করিয়া ধীরপদে গন্তব্য স্থানে যাওয়া আবশ্যক। গাড়ী প্রভৃতিতে চলিতে একটু চট্‌পটে হওয়া উচিত; একেবারে বাক্স, ডেক্স প্রভৃতি মালের মত জড় পদার্থ হইয়া থাকিলে, বড় বিপদ হয়। আবার অনেক সময় কোন দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ডের দ্বারা লাঞ্ছিত হইবার উপক্রম হইলে, তখন আর লজ্জা করিয়া চুপ করিয়া থাকা বিধেয় নহে। সে বিপদে ধৈর্য্য ও সাহস আশ্রয় করিয়া চিৎকার আদি দ্বারা সাহায্য লাভের চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য; এবং সতী

রমণীর ন্যায় সাহস আশ্রয় করিয়া, সে পাষণ্ডের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় করাই বিধি। এটা অবশ্য সহজেই বুঝিতেছ যে, এরূপ বিপদে চুপ করিয়া থাকিলে কি ঘটিতে পারে। অতএব সে সময় লজ্জা ত্যাগ করিয়া সাহস আশ্রয় পূর্ব্বক তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। প্রাণ যায় ক্ষতি কি? কুলনারীগণ সতীত্বকে প্রাণাপেক্ষাও মূল্যবান্ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।

আবার দেখ, আমাদের মত গরীবের ঘরে অনেক সময় বাধ্য হইয়া আগন্তুক ভদ্রলোকদের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাদিগকে অন্নাদি পরিবেশন করিতে হয়, অথবা তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া গতায়াত করিতে হয়; সে সময় অনেকে লজ্জার চোটে নির্লজ্জতার পরিচয় দিয়া থাকে; সম্মুখ দিয়া দৌড়াইয়া যায়, পরিবেশন করিতে গিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হয়ত হাতের থালা ফেলিয়া দেয়। ভাবিয়া দেখ দেখি, এগুলি কতদূর লজ্জার বিষয়। যদি সেরূপ করিতে হয়, তবে অতি ধীরে ধীরে নম্রভাবে কাজ করা উচিত। এ কথাটা সর্ব্বদা মনে রাখিও যে, যে কোন স্থানে বাহির হইতে হইলেই, শরীরের বস্ত্রাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। মস্তক, বক্ষঃস্থল প্রভৃতি সমস্ত স্থানই বেশ ভাল করিয়া কাপড় দিয়া ঢাকিয়া

বাহির হওয়া উচিত। বয়স্থা কন্যার, পিতা এবং ভ্রাতার সম্মুখেও, বিশেষ সাবধানে বাহির হওয়া বিধেয়। অনেক রমণী মনে করেন, লজ্জাটা কেবল শ্বশুর বাড়ীতেই আবশ্যক, তাঁহারা বোধ হয়, লজ্জা অর্থে ঘোমটা দিয়া থাকা আর কথা না বলা, এই বুঝেন। আবার অনেকে মনে করেন, ছেলের মা হইলেই বুঝি সরম পরিচ্ছদের সম্বন্ধে লজ্জা দূর হইল। তাঁহারা, পিতা ভ্রাতা [illegible] মস্তকে ও অনাবৃতবক্ষে সন্তানকে দুধ দিয়া থাকেন। এটা যে কতদূর অন্যায় ও কতদূর নির্লজ্জতা, তাহা আর কি বলিব! তুমি নিজেই বোধ হয় তাহা বুঝিতে পার, কারণ একথা তুমি নিজেই একদিন বলিয়াছিলে।

লজ্জাটা সর্ব্বদেহব্যাপী হওয়া আবশ্যক। মনে, শরীরে, কথায়, সব তাতেই লজ্জাশীলতা থাকা আবশ্যক। লজ্জাশীলা রমণী সকলের সঙ্গেই অধোদৃষ্টিতে মৃদুভাবে কথা বলিয়া থাকেন, চলিয়া যাইবার সময়, তাঁর গমনে এমন একটা স্বর্গীয় ভাব ফুটিয়া উঠে যে, অতি পাষণ্ডও তাঁর দিকে তাকাইতে পারে না। তিনি পথে চলিতে এদিকে ওদিকে চান না, নিজ স্বামী ভিন্ন অন্যের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন না, অন্যের সহিত কথা বলিতে, অধোদৃষ্টিতেই

বলিয়া থাকেন। নিজ মাতাপিতার সম্মুখেও তিনি স্বাভাবিক নম্রতা পরিত্যাগ করেন না। লজ্জাশীলতা যার স্বভাব হইয়া গিয়াছে, তার আর লোক বাছাই কি? সকলের কাছেই তার সমান লজ্জা! ঘোমটা দেওয়া প্রভৃতি কর্ত্তব্য কি না, আমি সে কথার কোন বাদ প্রতিবাদ করিতে চাহি না। সমাজে যখন তাহা চলিত আছে, তখন তাহা না করিলে নিন্দার ভাগী হইতে হইবে অথচ করিলে যে বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে, বা পাপ হইবে, তাহা বোধ করি না; সুতরাং তাহা না করিয়া নিন্দা লইয়া লাভ কি?

অনেকে আবার পরিচিত লোক দেখিয়া লজ্জা করেন, কিন্তু অপরিচিতকে দেখিয়া একটুও লজ্জা করেন না। রেলগাড়ীতে চলেছেন, কি জানালায় দাঁড়াইয়া আছেন, অপরিচিত লোকদিগকে বেশ তাকাইয়া দেখিতেছেন, তাহারাও তাঁহাকে দেখিতেছে কিন্তু যাই স্বামী, দেবর বা পরিচিত কোন লোক দেখিলেন,——যাই তাঁদের দিকে নজর পড়িল, অমনি মুখ ফিরাইয়া ঘোমটা টানিয়া দিলেন, বা ছুটিয়া পলাইলেন। এ যে কিরূপ লজ্জা তা বুঝি না। লজ্জার একটা নিশ্চিত লোক আছে নাকি? এরূপ যেন কখনও মনে করিও না। সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে লজ্জা

থাকা আবশ্যক। ঘোমটা দিলেই যে লজ্জা করা হইল, আর না দিলে হইল না, এরূপ মনে করিও না। সাত হাত ঘোমটা থাকা সত্ত্বেও নির্লজ্জা হইতে পারে, আবার ঘোমটা না থাকিলেও লজ্জাশীলা হইতে পারে। নিজের মনের মধ্যেই সব কথা। তবে ঘোমটার আবশ্যকতা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। স্ত্রী জীবনে পবিত্রতা বজায় রাখিয়া প্রশংসা লাভ করা বড় কঠিন কথা। কারণ, স্ত্রীলোকের সুনাম মুহূর্ত্ত মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়, এজন্য কথায় বলে, "মরুক মেয়ে, উড়ুক ছাই, তবে মেয়ের গুণ গাই।" অর্থাৎ যে স্ত্রীলোকের মৃত্যুর পর পর্য্যন্তও সুনাম বজায় থাকে, তাহারই প্রশংসা! পদে পদে স্ত্রীগণের সুনাম নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে, অতএব সর্ব্বদা সাবধানে চলা উচিত।

লজ্জার বিষয় আর কত লিখিব। এ বিষয় লিখিতে গেলে ইহাতেই একখানি বই হইয়া পড়ে; ইহাতেই বুঝিবে লজ্জা কতদূর দরকারী; কথায় লজ্জা, চলা ফেরায় লজ্জা, কাজকর্ম্মে লজ্জা, পরণ-পরিচ্ছদে লজ্জা, শোয়া বসায় লজ্জা, সর্ব্বস্থানে লজ্জাকে আগে করিয়া চলা উচিত, তাহলে আর বিপদের আশঙ্কা নাই। নির্লজ্জা রমণীর আর আর গুণ থাকিলেও সে প্রশংসা পায় না। আশা করি তুমি নির্লজ্জা হইবে না।

শুনিলাম, ছোট বোন্‌দের সঙ্গে তুমি ঝগড়া কর; সত্য নাকি? তোমার সহ্য করা উচিত। সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য না থাকিলে সংসার ছারেখারে যায়। অতএব তুমি এই বিষয় লইয়াই সহিষ্ণুতা শিক্ষা করিবে। তাহাদের দোষ দেখিলে মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে শাসন করিবে। কিন্তু তুচ্ছ বিষয় লইয়া অশান্তপণা করিবে না। আগামী বার সহিষ্ণুতা হিংসাদ্বেষ প্রভৃতির বিষয়ে কিছু বলিব। এবার পত্র বড় দীর্ঘ হইয়া পড়িল। লজ্জার কথা বলিতেই এত সময় লাগিল, তবুতো সামান্য বলিলাম। সর্ব্বদা গুরুজনে ভক্তি করিবে এবং ভগবানে বিশ্বাস রাখিবে। আমি ভাল আছি; আমার কথাগুলি কেমন পালন করিতেছ, তাহা জানাইবে। অধিক কি লিখিব। আজ আসি ইতি——

চতুর্থ পত্র।

পরম কল্যাণীয়াসু।

স——, তোমার পত্র পাইয়া বড় সুখী হইলাম। তুমি যে পত্রগুলি এত ভাল বাসিতেছ, তাহাতেই আমি খুব সুখী ও উৎসাহিত হইয়াছি। তুমি লিখিয়াছ "আপনি আরও এরূপ উপদেশের পত্র আমাকে শীঘ্র শীঘ্র পাঠাইবেন, আমি তার জন্য উৎকণ্ঠিত থাকি।" আমিও যত শীঘ্র তোমাকে পত্র দিতে পারি, সেজন্য চেষ্টা করিব। তবে আমারও নানারূপ কাজ আছে, এজন্য যত শীঘ্র দিতে চাই, তাহা পারি না; সেজন্য তুমি দুঃখিত হইও না। তোমার কথা—তোমাকে ভাল করিবার ইচ্ছা, সর্ব্বদাই আমার মনে থাকে এবং কিরূপ উপদেশ দিলে তুমি ভাল হইতে পারিবে, সে বিষয়ও আমি সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া থাকি। আমার কেবল অনুরোধ যে তুমি আমার কথাগুলি বেশ মন দিয়া পাঠ করিও এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা করিও। চেষ্টার অসাধ্য কাজ জগতে কিছুই নাই। অতএব চেষ্টা করিলে যে তুমি ভাল হইতে পারিবে, সে বিষয় একটুও সন্দেহ নাই। যে পরিমাণ চেষ্টা করিবে, সেই পরিমাণে ভাল হইবে। যদি চেষ্টা অল্প হয়, তবে বেশী ভাল কেমন করিয়া

হইবে? অতএব যত ভাল হইতে ইচ্ছা করিবে, ততই বেশী চেষ্টা করিবে। ভাল হওয়াটা সহজ নয়। যদি তাই হইত, তবে আর লোকে মন্দ হয় কেন? অনেক ত্যাগস্বীকার, অনেক প্রলোভন পরিত্যাগ না করিলে, ভাল হওয়া যায় না।

গতবার লজ্জার বিষয় মোটামুটি বলিয়াছি। আজ আরও দুই চারিটা বিশেষ আবশ্যকীয় গুণের কথা বলিতেছি। ভাল হইতে গেলে অনেক সদ্‌গুণের প্রয়োজন। সদ্‌গুণ না থাকিলে ভাল হওয়া যায় না, অতএব আমি যে ক্রমাগত "ইহা করিবে, উহা করিবে না" ইত্যাদি লিখিতেছি, তাহাতে হয়ত তুমি মনে করিবে, "ওঃ! এত চেষ্টা, এত শ্রম, এত নীচতা স্বীকার করিব, তবে একটু ভাল নাম হইবে; অত ভাল নামে আমার কাজ নাই; যাহারা এসব করিতেছে না, তাদের দিন কি চলে না?" হাঁ চলে বৈকি! কিন্তু তুমিই বল দেখি, বেশ ভালমত তাঁহাদের দিন চলে কি না? মারামারি, কাটাকাটি, হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, ইত্যাদির সঙ্গে তাহাদের দিন চলে; বেশ শান্তির সঙ্গে চলে না। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, তোমাকে আমি বেশ সুগৃহিণী করিব, এবং সকলের নিকট প্রশংসনীয়া ও আদরণীয়া করিব, বাড়ীর

সকলের স্নেহের পাত্রী করিব, এই আমার ইচ্ছা। তোমার দ্বারা যদি সংসারের মধ্যে অশান্তি প্রবেশ করে, আমাদের শান্তিময় সংসারে যদি ঝগড়া বিবাদ, হিংসাদ্বেষ প্রবেশ করে, তবে তাহা আমার কষ্টের বিষয় হইবে; মনে বড় বেদনা পাইব; এজন্য এখন হইতেই সে দোষ দূর করার চেষ্টা করিতেছি। চেষ্টা কি বৃথা যাইবে?

দেখ স——, লজ্জা যেমন একটি প্রধান গুণ, তেমনিই সহিষ্ণুতা একটি প্রধান গুণ। সংসারে শান্তি রাখিতে হইলে সহিষ্ণুতা বড় বেশী পরিমাণে আবশ্যক। সমস্ত বিষয় সহ্য করার যে ক্ষমতা তাহাকেই সহিষ্ণুতা বলে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিবে সহ্য করার ক্ষমতাটা না থাকিলে, সংসারে কতরূপ অশান্তি আসিতে পারে। আমাদের হিন্দুসমাজ যে ভাবে গঠিত, তাহাতে বধূগণ সম্পূর্ণরূপে শ্বাশুরী প্রভৃতি পূজ্যাগণের অধীন; তাঁহারাই সংসারের কর্ত্রী। অনেক সময়েই শ্বশুরাদি পুরুষগণের ব্যবস্থা অন্তঃপুরে তত প্রবল হয় না। স্বামী বেচারীকে তো স্ত্রীর সম্বন্ধে একরূপ বোবা হইয়াই থাকিতে হয়। অতএব শ্বাশুরী প্রভৃতি গৃহকর্ত্রীগণের হস্তেই তোমাদের অর্থাৎ বৌদিগের জীবন মরণের সূতা স্থাপিত আছে। এজন্য তাঁহাদের মন রাখিয়া চলা তোমা-

দের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাঁহারা যেরূপ যাহা করিতে বলেন, তাহাতে প্রতিবাদ করা কোনরূপেই কর্ত্তব্য নহে। কারণ, এটা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রতিবাদ বা অবাধ্যতা করিলে কোন ফল হইবে না, কেবল তিরস্কার, লাঞ্ছনা, গালাগালি এই সব লাভ হইবে, মারও যে না হইয়া থাকে, তাহা নয়। অতএব এই সব সুখসেব্য লোকের [illegible] তাঁহাদের উপর কথা চালাইতে যাওয়া [illegible] কাজ, [illegible] সকলেই বুঝিতে পারে। তাই বলি, নিজের মতবিরুদ্ধ হইলেও তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা অন্যায়রূপ গালাগালি দিলেও তাহা সহ্য করা উচিত। নিজেররাগ বিশেষরূপ দমন করিয়া রাখা উচিত। হক্ না হক্ কথাতেই যদি রাগ প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে কেবল ঝগড়া দ্বন্দ্বই হইয়া থাকে। একজন যদি রাগ করে, তবে অন্যজনের তাহা সহ্য করা উচিত। নিজের রাগ হইলেও তাহা থামান আবশ্যক। তুমি রাগ করিলে শাশুরী বা তৎস্থানীয়া গৃহিণী প্রভৃতি থামিবেন না (কারণ তুমি অধীন), সে ক্ষেত্রে তোমারই সহ্য করা আবশ্যক। তাহা হইলে আর রাগটা বাড়িয়া যাইতে পারে না, এবং অনর্থও ঘটে না। অনেক সময় দেখা যায় যে, বাটীর মধ্যে কোন

জিনিস নষ্ট হইলে, বা অন্য কোনরূপ কিছু অন্যায় কাজ হইলে, সকলেই তাহা বাটীর নূতন বৌটির উপর চাপাইয়া দিয়া নিজে খালাস হইতে চাহেন। বাটীর অন্তের উপর চাপানটা সুবিধাজনক হয় না, কারণ তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করে, এবং আরও দুকথা শুনাইয়া দেয়; নবাগতা বা বয়ঃকনিষ্ঠা বৌয়ের নিকট সে সম্ভাবনা কম। বৌ যদি তাহা করিয়া থাকেন, তবেতো অবশ্য নীরবে সে দোষ স্বীকার করিবেনই এবং ভবিষ্যতে যাহাতে সেরূপ না হয় সেজন্য সতর্ক হইবেন; আর তখনকার মত যদি কিছু তিরস্কার থাকে, তাও তাঁহাকে নীরবে সহ্য করিতেই হইবে। কারণ, দোষ করিয়া চোকরাঙ্গান এবং দোষস্খালনের চেষ্টা করা অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য। সে দোষ স্বীকার করিয়া বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করাই সঙ্গত। তুমি সেরূপ দোষী হইলে, এই পথই অবলম্বন করিবে।

তার পর দোষ না করার কথা। যদি দোষ না করিয়া থাক, তবে প্রথমে নম্রতার সহিত অস্বীকার করিবে এবং খুব বিশিষ্ট প্রমাণ যদি কিছু থাকে (যেমন তুমি সে সময় অন্যস্থানে ছিলে, কি অন্য কাজে ছিলে ইত্যাদি)—তাহা হইলে তাহাও জানাইবে। যদি তাহাতে তাঁহারা ক্ষান্ত হন

ভালই; আর যদি তাহা তাঁহারা বিশ্বাস না করেন, তবে তখন আর তাহা লইয়া কোনরূপ তর্ক বিতর্ক করিবে না। কারণ এটা তুমি বুঝিতে পার যে, তখন তাঁহারা তোমার কথা বিশ্বাস করিবেন না। তোমার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে গেলে, কেবল তাঁহারা আরও চটিবেন এবং তোমাকেই হয়ত 'তর্কবাগীশ', 'মুখোমুখি উত্তর করে' ইত্যাদি বলিয়া তিরস্কার করিবেন। অতএব সেস্থলে স্বীয় নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে গেলে তাহা তো হইবেই না, কেবল লাভের মধ্যে আরও কিছু গালাগালি সার হইবে মাত্র। অতএব এরূপ স্থলেও সহ্য করিয়া চেপে যাওয়াই ভাল। এইরূপ করিলে ঝগড়া বিবাদ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, এবং কতকগুলি তিরস্কারজনক বিশেষণেও ভূষিত হইতে হয় না। এজন্য আমার অনুরোধ, সর্ব্বদা এই নিয়মে কাজ করিবে। নানা কারণে ও নানা রূপ কথায় অনেক সময় মনের বিকার হইয়া পড়ে, তখন তাহা প্রকাশ না করাই ভাল; এবং সেই মত সামান্য কারণে উৎপন্ন মনের বিকার যত শীঘ্র পারা যায়, মন হইতে দূর করিয়া দেওয়া উচিত। কারণ, মানসিক বিকার বা দুঃখ যতই বেশী দিন মনে থাকে, এবং যতই বেশী পরিমাণে তাহা লইয়া মনে মনে নাড়াচাড়া করা যায়, ততই তাহা বাড়িয়া

উঠে। এবং সামান্য বিষয় এইরূপে বৃহৎ আকার ধারণ করিয়া সর্ব্বদা মনকে বিশেষ কষ্ট দেয়, সুতরাং মানসিক অশান্তি উপস্থিত করিয়া সংসারে অশান্তির বীজ বপন করে। অতএব তিরস্কার, গালাগালি বা অন্য কারণে উৎপন্ন মনের দুঃখ কখনও মনের মধ্যে পোষণ করিয়া রাখিও না, যত শীঘ্র পার, তাহা মন হইতে দূর করিয়া মনকে প্রফুল্লিত করিবে। এই সব খুটি নাটি লইয়া যে কষ্ট তাহা কোনও কাজেরই নয়, অতি অকিঞ্চিৎকর; অতএব তাহা লইয়া মনে মনে পুনঃপুনঃ নাড়া চাড়া করিয়া তাহাকে বৃহৎ করিয়া তোলায় ফল কি বল দেখি?

কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, সংসারের অশান্তির মূলে ঐ সব খুটি নাটিই বিদ্যমান! একটু একটু করিয়া মনে পুষিয়া রাখিয়া শেষে সবগুলি জড়াইয়া বৃহৎ এক তাল পাকান হয়, এবং সংসারের শান্তি বেচারীর ঘাড়ে সেটা ফেলিয়া চিরকালের মত তার মুণ্ডপাত করা হয়। যখনকার যা, তখনই যদি তা মন থেকে দূর করে দেওয়া যায়, তবে আর এরূপ মজুত থাকিয়া অনর্থ ঘটাইতে পারে না, অতএব তুমি অবশ্য অবশ্য তাহাই করিবে। কেহ কোন কারণে গালাগালি দিলে তাহা সহ্য করিবে, আবার সে ডাকিলেই বেশ তার কাছে যাইবে, অভিমান

করিয়া থাকিবে না। এরূপ করিলে কেহ দোষ দিতে পারে না। ধর্ম্মের কাছেও ঠিক থাকা যায়।

নিজের যদি কোনরূপ কষ্টের কারণ থাকে, তবে তাহা নিজ স্বামীর নিকট প্রকাশ করিয়া বলাই ভাল। কিন্তু নানারূপ অলঙ্কারে সাজাইয়া, নিজকে খালাস রাখিয়া, অন্যের উপর সম্পূর্ণ দোষ দিয়া বলা কখনও উচিত নহে। প্রকৃত ঘটনা সরলভাবে জানান উচিত, এবং তিনি যেরূপ বলেন তাহাই করা কর্ত্তব্য। শাশুরী প্রভৃতি যদি বেশ ভাল হন এবং তাহা নিশ্চিত বুঝিতে পার, তবে তাঁহাদের কাছেও বলিতে পার, কিন্তু সর্ব্বদাই সত্যের দিকে দৃষ্টি রাখা চাই। আবার অনেক স্বামী এরূপ আছেন যে, তাঁহারা স্বীয় স্ত্রীর কষ্টের কথা শুনিলেই, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া অনেক সময় অন্যায় করিয়া বসেন। স্বামী যদি এরূপ স্বভাবের হন, তবে স্ত্রীর এ সব বিষয় বুঝিয়া সুঝিয়া বলা উচিত। আর স্বামী যদি তাহা শুনিয়া কোনরূপ অত্যাহিত করিতে চান, তবে সতী স্ত্রীর সে বিষয় হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করা উচিত। এরূপ সব সামান্য বিষয়ে, অথবা তদপেক্ষা গুরুতর বিষয়েও, মিষ্ট কথা ও সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা স্ত্রীর মনের কষ্ট দূর করা স্বামীর প্রথম কর্ত্তব্য। মাতা, ভগ্নী কি অন্য কাহারও উপর রাগ করিয়া তাহাদের

প্রতি একটা বক্রদৃষ্টি পোষণ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। 'সাপও মরে লাঠিও না ভাঙ্গে' এইরূপ ভাবে কাজ করাই সঙ্গত। স্বামীর নিকট আদর পাইলে, ভালবাসা পাইলে স্ত্রীলোক সব সহ্য করিতে পারে; সুতরাং স্ত্রীকে মিষ্ট কথায় আদর করিয়া সে কষ্ট ভুলাইয়া দেওয়া এবং উপযুক্ত উপদেশ দেওয়া সৎ স্বামীর কর্ত্তব্য। যদি কেহ তোমার প্রতি কোন কটুবাক্য প্রয়োগ করে, অথবা অপমানসূচক কিছু বলে, তবে শ্বাশুরীর মেজাজ যদি ভাল হয়, তিনি যদি রাগ-পরায়ণ বা স্বার্থপর না হন, তবে তাঁহাকেই প্রথমে জানান বধুগণের কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাঁর দ্বারাই সে বিষয়ের উৎকৃষ্ট প্রতিকার হইতে পারে। আমাদের বাটীর কর্ত্রী মাসী-মা বেশ বুদ্ধিমতী। তাঁহাকে তোমার কষ্টের কথা জানাইলে নিশ্চয়ই তাহার প্রতিকার হইবে। যদি তাহা না পার, তবে আর কাহাকেও না বলিয়া আমাকেই বলিবে; আমিই তার প্রতিবিধান যথাসাধ্য করিব। কেহ তোমাকে কিছু বলিলে, তাহার সঙ্গে কখন সে বিষয়ে বেশী উত্তর প্রত্যুত্তর করিবে না, তাহাতে হয়ত বিবাদ বাড়িয়া যায়, ও মনে মালিন্য ঘটে। অতএব তাহা করিবে না, সর্ব্ববিষয়েই তুমি আমার উপর নির্ভর করিবে। মনোমালিন্য যাহাতে না

ঘটে, তাহার চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য। যদি মনোমালিন্য দূর করার জন্য নিজের সুখসচ্ছন্দতা কিয়ৎপরিমাণে ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্তে করা উচিত। দেখ, একান্নবর্ত্তী পরিবারে স্বার্থত্যাগ গুণটা যেমন শিক্ষা হয়, এমন আর কোথাও হয় না। স্বার্থত্যাগ যে সংসারে নাই, সে সংসারে শান্তিও নাই। নিজের সুখসচ্ছন্দতা সাড়ে ষোল আনা বজায় রাখিতে গেলে, অন্যের দিকে চাহিয়া দেখিবার অবকাশই থাকে না! অনেক সময়ে দেখা যায়, কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ বধূগণ, ননদগণ বা অন্যান্য পরিজনবর্গ নূতন বৌএর দ্বারা ফরমাজ খাটাইয়া লইয়া থাকেন, এবং নিজেরা একটু আয়েশ করিতে ইচ্ছা করেন; তাঁহারা নিজে ঘুমাইয়া বৌকে খাটিতে বলেন, নিজেরা বসিয়া বৌকে কাজে পাঠান, আবার তাঁহারা যাহা করিলে দোষ হয় না, বৌ তাহা করিলে বড় দোষ হয়, যেমন দিনে ঘুমান;. তাঁহারা হয়ত দিনে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমান, তাহাতে দোষ হয় না, বৌ বেচারী যদি একটু ঘুমাইল, তাহা হইলে তাঁহারা দোষ দিবেন, অলস বলিবেন; নিজেদের ভ্রম হইলে সেটা উপেক্ষার বিষয় হয়, কিন্তু বৌ একটু ভুল করিলে তাহাকে দ্বিগুণ তিরস্কার করেন। কথায় বলে:—

"নিজে যদি ভাঙ্গি হাঁড়ী—'তুচ্ছ মাটির ভাঁড়';
বৌ ভাঙ্গিলে মেটে হাঁড়ি হয়ে যায় সোণার।"

এ ভাবটা এখন সাধারণ হইয়া গিয়াছে। অতএব তুমিও আমাদের বাটীতে মধ্যে মধ্যে সেরূপ ব্যবহার পাইতে পার, কিন্তু তাহাতে রাগ করিবে না, তাও সহ্য করিবে, মনে করিয়া দেখিবে এটা লোকের স্বভাব। ছোট যে হয় তার উপর সকলেই একটু হুকুম খাটাইয়া নিজের সোয়াস্তি খোঁজ করে। আমরাই কি করি না? 'তা—' ছোট ভাই, সে যখন কাছে থাকে তখন তামাক সাজা, কিছু আনা, কোথাও যাওয়া, সবই তার ঘাড়েই প্রায় পড়ে, আমরা গল্প গুজব করি। কিন্তু আমি আর দাদা একত্র থাকিলে, দাদার ঘন ঘন তামাক সাজাটা আমাকেই করিতে হয়, (তবে দাদা অন্যের উপর বড় নির্ভর করেন না, নিজেই অনেক সময় ওসব করেন, আমি নিজ ইচ্ছায় তাঁর হাত থেকে লইয়া সাজিয়া দেই); আবার 'তা—' প্রভৃতি তদপেক্ষা ছোট খোকা, খুকী প্রভৃতির উপর ভার দিয়া নিজে একটু সোয়াস্তি লাভ করে। এটা মানুষের সাধারণ স্বভাব। তুমি নিজেও হয়ত ছোট বোনদের প্রতি এরূপ করিয়া থাক; অতএব 'ওরা সব বসে থাকবে, আমাকে খাটিয়ে মারবে, আমার বুঝি প্রাণ নয়' এরূপ বিবেচনা

করিয়া অসন্তুষ্ট হইবে না। এ সব সামান্য বিষয় উপেক্ষা করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুখের উপায়। সংসারে 'যে সয় তারই জয়' এটা বড় খাঁটি কথা। দিনে ঘুমান তোমাকে পূর্ব্বেই নিষেধ করিয়াছি। ওতে বড় অলস হতে হয়, আর অলক্ষীর দৃষ্টি হয়। মাসী-মাও দিনে ঘুমান বেশী পছন্দ করেন না। অতএব তাহা করিবেই না। যদি দৈবাৎ ঘুমাও, তবে কেহ কিছু বলিলে সহ্য করিও, কিছু বলিও না। সংসারে সর্ব্বদাই সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। ইহা অবলম্বন করিলে অনেক দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি দূর হয়। বিপদ আপদে সহিষ্ণুতা আরও আবশ্যক। সংসার করিতে হইলে বিপদ আপদ আসিবেই, তাহাতে অধীর হওয়া কখন কর্ত্তব্য নহে। সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া ধীরভাবে তাহা সহ্য করা, এবং তাহা হইতে উদ্ধারের উপায় চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাই বলিতেছি—এ গুণটিও বড় প্রয়োজনীয়। যাহাতে ইহা লাভ করিতে পার, তাহার চেষ্টা করিবে। এবারকার পত্র বড়ই লম্বা হইল; সময়ও আর নাই। আগামীবারে আর আর কথা লিখিব। আমার শরীর বেশ ভাল আছে। আমার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ জানিবে, এবং নিজ মঙ্গল লিখিবে। শ্রীহরির চরণে ভক্তি রাখিবে এবং সর্ব্বদা তাঁহাকে ডাকিবে। অদ্য এই পর্য্যন্ত ইতি—

পঞ্চম পত্র।

পরম কল্যাণীয়াসু।

স——, তোমার পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি রীতিমত পড়া শুনা করিতেছ জানিয়া সুখী হইবারই কথা। পূর্ব্বপত্রে যে সব কথা লিখিয়াছি, সে সব তোমার মনে খুব ভাল লাগিয়াছে, আর তুমি তদনুসারে চলিতে ভাল বাস, ইহা জানিয়া মনে বিশেষ আনন্দ হইল। এখন কাজে কথার সার্থকতা দেখাইতে পার, তাহা হইলেই হয়। অনেকে মুখে অনেক বড়াই করিয়া থাকে, কিন্তু কাজের বেলায় তাহা মনে থাকে না। তোমার যেন কখন সেরূপ না হয়। তাহাহইলে তুমি আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করিতেছ, ইহাই আমার মনে হইবে, তাহাতে যে আমি মনে বড় কষ্ট পাইব, তা বলাই বাহুল্য। অতএব তাহাই বুঝিয়া চলিতে চেষ্টা করিবে। তোমাকে পথ দেখাইয়া দেওয়া, ও সেই পথে চলিবার উপায় বলিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য, তাহা আমি যথাসাধ্য পালন করিতেছি, কিন্তু সে পথে চেষ্টা করিয়া চলাটা তোমার হাত, অতএব সে বিষয়ে যেন তোমার মনোযোগ থাকে। তুমি গুণবতী হইলে সকলেই তোমাকে ভাল বাসিবে

এবং আদর করিবে। তাহা না হইলে কেহই আদর করিবে না, এবং ভালও বাসিবে না। পদ্যমালাতে পড়িয়াছ, "ভালবাসা চাও যদি নিজে ভাল হও," এ কথাটা বড় ঠিক, বড় মূল্যবান্। অতএব ভবিষ্যতে সুখে শান্তিতে যদি জীবন কাটাইতে চাও, তবে এই সব কথামত এখন হইতেই নিজ চরিত্র গঠিত করিও। কারণ এখনও তুমি ছেলেমানুষ আছ, স্বভাব বেশ কোমল আছে, এখন চেষ্টা করিলে, যেসব দোষ আছে, তাহা শোধরাইয়া যাইবে। বয়স বেশী হইয়া গেলে স্বভাবদোষ গুলি বদ্ধমূল হইয়া পড়ে, তখন তাহা দূর করা বড় শক্ত হয়। একটা চারা গাছ অতি সামান্য বলেই উপড়ে ফেলা যায়, কিন্তু গাছ বেশী দিনের হইলে, শিকড় বসে গেলে, শেষে কোদাল দিয়ে খুঁড়েও তোলা যায় না; স্বভাবদোষ সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ। অনেকের দেখা যায় যে, স্বভাব-দোষের জন্য তাহারা নিজে অনেক সময়ে দুঃখ করে, কিন্তু কার্য্য কালে আর সে জ্ঞান থাকে না। স্বভাব ও অভ্যাসের দোষে সে জ্ঞান চলিয়া যায়, তার জন্য কত কত অন্যায় অপকার্য্য হইয়া যায়। এ জন্যই বলি, স্বভাবটা যাহাতে ভাল হয়, সে জন্য খুব চেষ্টা করিবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রগুলি মধ্যে মধ্যে পড়িয়া রাখিবে, এবং তাহাতে যাহা সব লেখা

আছে তাহা বেশ মনে গাঁথিয়া রাখিবে। এ কথা বিশেষ রূপে যেন মনে থাকে যে, কেবল পড়িলেই লোক পণ্ডিত ও ভাল হয় না, তবে সঙ্গে সঙ্গে যে সব উপদেশ ও সৎ কথা পড়া যায়, সেই অনুসারে নিজের জীবনকেও তৈয়ার করিতে হয়। যে গুলি দোষ বলিয়া জানা যায়, তাহা যদি নিজ স্বভাবে থাকে, তবে তাহা ছাড়িতে হয়, আর যে গুলি না থাকে, সে গুলি যাহাতে আসিতে না পায়, নিজ স্বভাবে ও কাজ-কর্ম্ম এবং চালচলনের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়। অসৎ সঙ্গ বড় দোষের, তাহা হইতে নিজের অজ্ঞাতভাবে অনেক দোষ নিজ স্বভাবে আসিয়া পড়ে। তোমাদের স্ত্রীজাতির মধ্যে কাহাদের সঙ্গ অসৎ, বল দেখি! পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সমস্ত কথা বলিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝিয়াছ যে, যেসমস্ত স্ত্রীলোক লজ্জাহীনা, বাচাল অর্থাৎ মিছামিছি বেশী কথা বলে ও ফাজ্‌লাম করে, অলস-প্রকৃতি অর্থাৎ কেবল শুইয়া বসিয়া কাটাইতে চায়, কোন কাজকর্ম্ম পড়িলে যেন তাহাদের মাথায় বাজ পড়ে, কিন্তু গল্প-গুজব, এয়ারকি করার বেলায় পঞ্চমুখ, যাহারা বেশী পুরুষ ঘেঁষা অর্থাৎ সর্ব্বদা স্থান, কাল, সম্বন্ধ ও বয়স বিবেচনা না করিয়া যে সে পুরুষের

সহিত অনায়াসে স্ফূর্ত্তির সঙ্গে এয়ারকি করে, সর্ব্বদা আত্ম-সুখের চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত, অন্যের ভাল দেখিতে পারে না, সামান্য কারণেই ঝগড়া-দ্বন্দ্ব করিয়া থাকে অর্থাৎ অতিশয় কলহপ্রিয়া, ক্রোধ হইলে বিকট পদধ্বনি ও মুখভঙ্গী ও ভীষণ চীৎকারে গৃহ নরক করিয়া তুলে, সর্ব্বদা অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে এবং অশ্লীল বিষয়ের অলোচনাই করিয়া থাকে, পূজ্যগণকে সম্মান ও ভক্তি করে না, অন্য দশজনের আদর আপ্যায়িত করিতে জানে না, বৃথা পরনিন্দা লইয়াই ব্যস্ত থাকে, এইরূপ সব স্ত্রীলোকের সঙ্গ যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। তাহাদের সহিত সর্ব্বদা একত্র বাস ও আলাপ আদি করিলে, তাহা-দের দেখাদেখি নিজ স্বভাবও সেইরূপ হইয়া পড়ে। নিজ বাটীতে বা শ্বশুরবাড়ীতে এরূপ চরিত্রের কোন কেহ থাকিলে, অবশ্য তাহার সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করা অসম্ভব। আর সেরূপভাবে তার সঙ্গ ত্যাগ করিতে গেলে, ভাল অপেক্ষা মন্দের সম্ভাবনাই অধিক হইয়া পড়ে। কারণ তাহাহইলে সে মনে মনে রাগ করিয়া মিছামিছি নিন্দা করিতে ছাড়ে না, এবং কিসে অপমান করিবে, কিসে অপদস্থ করিবে, পাঁচজনের কাছে লজ্জা দিবে ও গঞ্জনা দিবে, সেই চেষ্টাই তার জপমালা হয়।

নিজ মায়ের পেটের বোন্ পর্য্যন্ত এরূপ স্থলে অন্য বোন্‌কে নিন্দা করিতে ও লজ্জা দিতে ছাড়ে না। অনেক সময় তিলকে তাল করিয়া ভগ্নীকে পর্য্যন্ত তার ভালবাসার পাত্রদের নিকট হইতে বিযুক্ত করিতে চেষ্টা করে। অতএব এরূপস্থলে বিশেষ সাবধান হইয়া চলা আবশ্যক। মন্দস্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তি যদি বয়সে বা সম্বন্ধে বড় হন, তবে তাঁহার প্রতি সেরূপ উপদেশ দেওয়া সম্ভবপর নয়; তাহাতেও অনেক সময় মন্দ ফল হয়। সুতরাং প্রথমে তাঁহার মেজাজটা নীরবে বুঝিয়া লওয়া উচিত; তারপর তাঁর মেজাজমত চলিতে চেষ্টা করা উচিত। তাঁর দোষ গুলি যাহাতে তোমাতে না অর্শে, সেই বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকিয়া, দস্তুর মত তাঁর সঙ্গে ব্যবহার করিবে। বয়সে যখন উচ্চ ও সম্বন্ধেও যখন উচ্চ, তখন তাঁর সহিত বেশী গল্পগুজব করার প্রয়োজন নাই, তাঁহার সহিত প্রয়োজনীয় কথাবর্ত্তা, কাজকর্ম্ম সবই করিবে। তাঁহার দোষ গুলিকে কু ভাবে দেখিবে, কিন্তু তাঁহার প্রতি যেন কুভাব পোষণ করিও না, তাঁহার প্রতি কুভাব পোষণ করার কোন আবশ্যকতাও কিছু নাই। যদি সম্ভব হয়, তবে তাঁহাকে সময় মত দোষ গুলি নম্রভাবে দেখাইয়া দিতে পার, এবং তাহাতে তিনি যদি অত্যন্ত

কুপিত হইয়া পড়েন, বা বিরক্ত হন, তবে আর তাহা উত্থাপন করিবে না। কিছুকালের মত রাখিয়াই দিবে; কিন্তু যদি শাশুরী কি তদ্রূপ কোন গুরুজনের ঐ সব দোষ থাকে, তবে তাঁহাদিগকে যেন উপদেশ দিতে যাইও না। তাহা হইলে হিতে বিপরীত হইতে পারে; আর তাঁহাদের বলিয়াও কোন ফল নাই, কারণ তাঁহারা পাকিয়া গিয়াছেন, আর সংশোধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে জা, সমবয়স্ক ননদ প্রভৃতির ঐ সব দোষ থাকিলে, তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে বলিয়া দেখিতে পার, কিন্তু যদি দেখ যে, তাহাতে তাহারা রাগিতেছে বা ঠাট্টা বিদ্রূপাদি করিতেছে, তবে আর তখন বলিবে না, কেবল নিজকে বাঁচাইয়া চলিবে যেন তোমার মধ্যে সে দোষ না আসে। মনেকর, তাঁহারা বৃথা পরনিন্দা করিতেছেন, তোমার কাছে যদি নিন্দা করিতে বসেন, তুমি নম্রভাবে পাকে প্রকারে তাঁহাদিগকে ঐরূপ করার দোষ দেখাইয়া নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিবে; যদি তাঁহারা না শুনেন তবে আর কি করিবে! চুপ করিয়া তাঁহাদের কথা শুনিবে, কিন্তু নিজে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে যে, তুমি তাহার মধ্যে নিজ মত কখন প্রকাশ করিবে না বা অন্য আর এক জনের নিন্দা তাঁহাদের নিকট করিবে না। ওরূপ অবস্থায়

মত প্রকাশ করিলে, অনেক সময়, পরে বড় কষ্ট পাইতে হয়। সুবিধামত মধ্যে মধ্যে নিন্দাকারিণীর মেজাজ বুঝিয়া, তাহাকে দোষগুলি বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিবে। যদি অসন্তুষ্ট হন, তবে কিছুদিন আবার নিবৃত্ত থাকিবে, এইরূপ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে; কিন্তু যদি দেখ তাহাতেও কোন ফল হয় না, কেবল তিরস্কারমাত্র লাভ, তবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া নিজে সাবধান হইবে। নিজে ঐ সব দোষ হইতে মুক্ত থাকিয়া তারপর অন্যকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমতীর কার্য্য। যাহারা বয়সে ছোট, তাহাদিগকে মিষ্টভাবে নানারূপ বুঝাইয়া ঐ সব দোষ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করা উচিত। তুমি তাহা করিতে চেষ্টা করিবে। আমাদের বাড়ীতে মাসীমার কৃপায় ঐ সব দোষ বড় বেঁশী দেখিতে পাইবে না; সামান্য কিছু কিছু থাকিতে পারে; কিন্তু সামান্য হইলেও তাহা হইতে তুমি মুক্ত থাকিও, এবং উপরে যেরূপ বলিলাম, তদনুসারে অন্যের দোষ দূর করিতে চেষ্টা করিও। তবে এক বিষয়ে বিশেষ সাবধান করিয়া দিতেছি যে, দোষ দূর করিতে যাইয়া আবার অপ্রিয় হইয়া পড়িও না। কথায় কথায় কেবল উপদেশ দিতে যাওয়া বা দোষ দেখাইয়া দিতে যাওয়াটাও বড় ভাল নয়। শেষে

ঐ একটা বদ্ স্বভাব হইয়া পড়ে। এ সব বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ থাকা আবশ্যক। যাহাহউক, তুমি এখন ছেলে মানুষ, এখন তোমার দোষ দেখাইয়া দিবার বয়স হয় নাই, আর প্রথম প্রথম শ্বশুরবাড়ী গিয়া সে সব করিতেও নাই, তাহা হইলে, উল্টা দোষের ভাগী হইতে হয়; অতএব প্রথম প্রথম সে সব কিছু করিতে যাইও না। কেবল নিজের প্রতি দৃষ্টি রাখিও, যেন নিজের স্বভাবে কোন দোষ না হইতে পারে, এবং নিজে যাহাতে অন্যের নিকট প্রশংসা পাইবার উপযুক্ত কাজ করিতে পার, কেবল সেই চেষ্টা করিবে। যাহাতে অন্যের সহিত ঝগড়া বিবাদ না হয়, সে বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সহিষ্ণুতার যে কত প্রয়োজন, তাহা পূর্ব্বপত্রে বলিয়াছি, সেই অনুসারে ঐ গুণটি খুব ভাল করিয়া অভ্যাস করিবে। উহা অভ্যাস করিলে অনেক দোষ হইতে মুক্ত থাকিতে পারিবে, এবং অনেক ঝগড়া বিবাদ ও মনভাঙ্গাভাঙ্গির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। এইরূপ করিয়া নিজে ভাল হইলে, শেষে তোমার প্রতি লোকের একটা ভালবাসা জন্মিবে, এবং তখন তুমি কাহাকেও কোন কথা বলিলে বা দোষ দেখাইয়া দিলে, তাহা সকলে একটু ভালভাবে শুনিবে। অতএব ইহাই বুঝিয়া কাজ করিবে।

এবার আর কিছু লিখিতে পারিলাম না ; যাহা লিখিলাম এ গুলি সাধারণ উপদেশ, ইহা অবহেলা করিও না ; এ গুলি বেশ মনে রাখিও।

আগামী বারে সাংসারিকব্যবস্থা-সম্বন্ধে কিছু বলিব। আমার সময় অল্প ; ক্রমে ক্রমে সব কথাই বুঝাইয়া দিব। যাহা বলি, সেগুলি বেশ ভাল মত মন দিয়া বুঝিও, এবং তদনুসারে কাজ করিতে চেষ্টা করিও। আমার আশীর্ব্বাদ জানিও। পড়াশুনায় বিশেষ মনোযোগ দিও, এবং শ্রীহরিকে সর্ব্বদা মনে মনে চিন্তা করিও। আমি ভাল আছি। শীঘ্র উত্তর দিও, তবে আজ আসি ইতি—
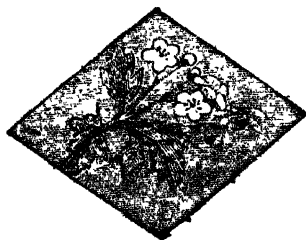
ষষ্ঠ পত্র।

পরম কল্যানীয়াসু।

স———, তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। এবারকার পত্রে কয়েকটা বানান ভুল হইয়াছে দেখিতেছি। বানান-সম্বন্ধে একটু বিশেষ সাবধান হইবে। বানান ভুল হইলে, সে লেখার কোন মূল্য থাকে না। অতএব সে বিষয়ে একটু বিশেষ দৃষ্টি থাকা দরকার। পড়িবার সময় শব্দগুলির উপর বিশেষ নজর রাখিয়া পড়িও, এবং লিখিবার সময়ও একটু মন দিয়া লিখিও, তাহা হইলেই বানান ভুল সারিয়া যাইবে।

পত্রের পাঠলেখা-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। সে বিষয়ে কতকগুলি কথা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি, তদনুসারে কাজ করিবে। শৃঙ্খলাদি-সম্বন্ধে উপদেশ আজ্ আর দেওয়া হইল না, অন্যবারে দিব।

স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে পত্র লেখাতে, এই পাঠ লইয়া অনেকেই বড় বেশী বাড়াবাড়ি করিয়া থাকেন। আমি সেরূপ বাড়াবাড়ি পছন্দ করি না। অনেকরকম লম্বা কথা সৃষ্টি করিয়া অনেকে পাঠ লিখিয়া থাকেন, কিন্তু সেরূপ করা, বাড়াবাড়ি ভিন্ন আর কি? পত্র লেখার

উদ্দেশ্য, লিখিয়া মনের ভাবটা জানাইয়া দেওয়া; তাহা যত সরলভাবে ও সরল ভাষায় হয় সেই ভাল। "তোমার অদর্শনে আমার হৃদয় উদ্যানের আনন্দ কুসুম সমস্ত শুষ্ক হইয়াছে, চিত্তচকোর বদন-সুধাকর-অদর্শনে হায় হায় করিয়া কাতরে চিৎকার করিতেছে" ইত্যাদি না লিখিয়া সাধারণতঃ "তোমার অদর্শনে আমার মন বড়ই দুঃখিত আছে" বলিলেই যেন বেশ ভাল হয় বলিয়া আমি মনে করি। অলঙ্কার দিয়া লেখাটা পত্রের উপযুক্ত নহে, সে সব অন্যরূপ লেখার ব্যবহার করিতে হয়। পত্র লেখার ধরণটা বেশ সোজা সুজি সরলভাবে হওয়াই ভাল। মনের ভাবগুলি ভালরূপে ব্যক্ত করিতে পারিলেই বেশ সুন্দর হয়। আমি তোমাকে সেইরূপই করিতে বলি, এবং সাধারণতঃ স্ত্রীগণকেও এই পদ্ধতি অবলম্বন করিতে বলি।

অনেকে পত্রে নানারূপ গান ও কবিতা লিখিয়া বিদ্যা প্রকাশ করিয়া থাকে, আমি সেটাকেও ভাল মনে করি না। অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, তোতা পাখীর মত কতকগুলি কবিতা বা গান তাহারা মুখস্থ করিয়া রাখে, তাহার অর্থ পর্য্যন্ত নিজে ভাল বুঝে না, অথচ পত্রে সে সব প্রয়োগ করিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, কবিতা না

লিখিলে আর ভালবাসাটা ভালরূপে প্রকাশ করা যায় না —স্বামীর মনটা ভিজাইয়া দেওয়া যায় না; সকলের মনের ভাব কিরূপ বলিতে পারি না, তবে আমার এ পাষাণ প্রাণ তো অত সব কবিতাতে ভিজেও না—গলেও না, আরও শক্ত হইয়া যায়, সরল পত্রেই বরং ভিজে। আমাদের দেশের রমণীগণ সাধারণতঃ বড় বেশী দূর শিক্ষার পথে অগ্রসর হন না, অনেকেই বোধোদয়, চারুপাঠেই বিদ্যা শেষ করেন; কিন্তু তাঁহারা কতকগুলি ছাই মাটি কবিতা বা পচা নভেল-নাটক পড়িয়া নিজ রুচি বিকৃত করিয়া ফেলেন, এবং নিজেরা বাহিরে প্রকৃত জগৎ ছাড়িয়া কল্পনার রাজ্যেই বেশী বিচরণ করেন; তাহা হইতেই নাটক উপন্যাস প্রভৃতির মত লম্বা লম্বা কথাবার্ত্তা পত্রে ব্যবহার করার প্রবৃত্তি জন্মে। সে প্রবৃত্তিকে আমি দূষণীয় মনে করি; এবং স্ত্রীলোকদিগের সে প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। এজন্য বুদ্ধির পরিপক্কতা লাভ করার পূর্ব্বে ঐ সব পুস্তক স্ত্রীলোকদিগের হাতে দেওয়াও আমি অন্যায় ও সম্পূর্ণ গর্হিত মনে করি। সাধারণতঃ এজন্য স্বামিগণই দোষী। তাঁহারাও অনেক সময় নানারূপ নভেল প্রভৃতিতে বিচিত্র চরিত্রের স্ত্রীগণের বিবরণ পড়িয়া, নিজ নিজ স্ত্রীর মুখ হইতেও সেই সব

কথা, সেই সব ভাব বাহির করিতে চান, ও সেই মতলবেই ঐ সব পুস্তক স্ত্রীগণকে পড়িতে দেন; কিন্তু তাঁহারা বাস্তবিক সংসারের ভাব বুঝিয়া দেখেন না যে, সে সব পড়িতে যেমন বোধ হয়, নিজ পরিবারে ঘটিলে, নানারূপ কারণে, আর তাহা তেমন ভাল বোধ হয় না। প্রথমে একথা তাঁহাদের বুঝিতেই ইচ্ছা হয় না, কিন্তু পরে হয়ত নাট্যবিকার জন্মিলে, সে জন্য তাঁহাদিগকে অনুতাপ করিতে হয়। এজন্য আমি এখন তোমাকে ঐ সব পুস্তক পড়িতে বারণ করিয়াছি। স্বর্ণলতার ন্যায় পুস্তক পড়িতে দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা আমি দিয়াছি। ওরূপ স্বাভাবিক স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক আর আমি দেখি নাই। স্বামীর সহিত স্ত্রীর প্রেমালাপ বা রহস্যালাপের যে আমি বিরোধী তাহা নহে, তবে সকলেরই একটা দেশ, কাল, ও পাত্র বিবেচনা থাকা উচিত। বাসরঘরেই স্ত্রীর সঙ্গে মহাপ্রেমালাপ করাটা যেন পাগলামি বলিয়া বোধ হয়। (সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি সুন্দর কবিতায় এ বিষয়ের অতি উজ্জ্বল চিত্র দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই বাসরঘরের কবিতাটা আমি স্বামিগণকে পড়িতে অনুরোধ করি।)

এই সমস্ত কারণে আমি ওরূপ চিত্রবিচিত্র পত্র-

লেখার বিরোধী। কবিতাদি দেওয়ারও আমি বিরোধী। মধ্যে মধ্যে ভাল দুই এক ছত্র কবিতায় মনের ভাব সুন্দর প্রকাশ করা যায় সত্য, কিন্তু তাহার উপযোগিত্ব ও অনুপ-যোগিত্ব বুঝিবার ক্ষমতাটা জন্মান আবশ্যক, এবং মার্জ্জিত-রুচি, পবিত্র-প্রেমব্যঞ্জক, সুকবি-লিখিত কবিতারও আবশ্যক। বটতলার স্বরস্বতীগণের কবিতা ন্যক্কারজনক। তাই বলি যে, কবিতা না দেওয়াই ভাল। তবে স্ত্রী যদি সেরূপ বিদ্যাবতী ও কবিতাপ্রিয়া হন, এবং স্বামীরও উৎসাহ থাকে, তবে তিনি বরং নিজে কবিতা লিখিয়া নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারেন তাহা মন্দ নহে; বরং তাহাতে স্ত্রীর বিদ্যা ও কবিত্বের উৎকর্ষ সম্পাদিত হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বোক্তরূপে যে সে কবিতা উঠাইয়া দেওয়া ভাল নয়। আজকাল কবিতায় পত্র লেখার আদর্শ দেখাইবার জন্য অনেকে পুস্তক পর্য্যন্ত লিখিতেছেন দেখিতেছি; তাঁহারা কি ভাবিয়া এ প্রবৃত্তিতে বাতাস দিতেছেন, তাহা জানি না ও বুঝি না; তবে তোমাকে আমি বারণ করি যে, তুমি সে সব পুস্তক পড়িও না, পড়িলেও, সে সব কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়া পত্রে ব্যবহার করিও না। তোমার সখীগণকেও এবিষয় বারণ করিও।

এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিলে, আমি কি ভাবে পত্র লেখা উচিত মনে করি। "স্বামীকে 'আপনি' বলিয়া পত্র লেখায় দোষ কি" ? জানিতে চাহিয়াছ দেখিয়া আমার হাসি পাইল। বোধ হয়, 'আপনি' লেখ বলিয়া তোমাকে কেহ ঠাট্টা করিয়াছে! যাহা হউক, স্বামী স্ত্রীলোকের পূজ্য গুরুজন। তাঁহাকে 'আপনি' লেখায় বা বলায় কোনই দোষ নাই, বরং সে ভালই; তবে স্বামীর সহিত ভালবাসার আধিক্য জন্মিলেই, 'আপনি' না বলিয়া 'তুমি' বলা চলে। মাতাকে সন্তান প্রায়ই 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করে, তাহাতে মাতার গৌরব কমে না। বেশী মাখামাখি হইলে প্রায়ই 'আপনি' ছাড়িয়া 'তুমিতে' কথাবার্ত্তা নামিয়া আইসে, শেষে 'তুইও' হইয়া পড়ে। কিন্তু স্বামীকে 'তুই' বলা উচিত নহে। 'তুমি' ব্যবহারটা বেশ চলে, এবং চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। তবে 'আপনি' লিখিলে বা কথায় ব্যবহার করিলে, কোনই দোষ নাই, প্রথম প্রথম 'আপনি' বলাই ভাল, শেষে যখন প্রেমের ও মেশামিশির আধিক্য নিবন্ধন 'তুমি' বলিবার ইচ্ছা জন্মিবে, তখন আপনিই 'তুমি' হইয়া পড়িবে। যাহা হউক, 'আপনি' বা 'তুমি' যেটা তোমার ইচ্ছা হয়, ব্যবহার করিতে পার, তাহাতে দোষ হইবে না। স্ত্রীগণ

সাধারণতঃ স্বামীকে ‘তুমি’ সম্বোধনই করিয়া থাকেন, তবে অন্যের সহিত স্বামীর বিষয় উল্লেখ করিয়া কোন কথা বলিতে হইলে, সেখানে ‘তিনি’ বলাই উচিত।

তার পর পাঠের কথা। ‘শ্রীচরণেষু’ বা ঐরূপ পাঠ স্বামীকে এবং ‘কল্যাণীয়াসু’ ‘সাবিত্রীকল্পাসু’ প্রভৃতি পাঠ স্ত্রীকে লেখাই বেশ ভাল বলিয়া আমার মনে হয়। ঐ পাঠ গুলি বেশ শিষ্ট ও সুন্দর। লম্বা লম্বা তৈয়ারি করা পাঠ বড় ভাল বোধ হয়না, কেমন কাটা কাটা লাগে। ‘হৃদয়কমল-মধুকরেষু’ ‘চিত্তচকোর-সুধাকরেষু’ ইত্যাদি তো ঝাঁটা মারা মতই বোধ হয়। ‘প্রাণপ্রতিমেষু’ ইত্যাদি পাঠও ব্যবহার করা যায়, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা উপরোক্ত পাঠ-গুলিই আমার বেশ পছন্দ। আমার ইচ্ছা রমণীগণ এরূপ পাঠই ব্যবহার করেন এবং শিরোনামেও ‘পরম-পূজনীয়’ ‘পরমারাধ্য’ ইত্যাদি অতি সুন্দর পাঠ ব্যবহার করেন। এইরূপ পাঠই আমাদের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রচলিত হওয়া উচিত। তোমাকে অনুরোধ করি, তোমার সখীগণকেও পরিচিত অন্যান্য রমণীগণকে এই সমস্ত ভদ্র ও সুসভ্য পাঠ ব্যবহার করিতে বলিও।

তার পর সম্বোধন। সম্বোধনেও বাড়াবাড়িটা এক-বারেই ভাল নয়। স্বামীর নাম ধরিয়া সম্বোধন করা

হিন্দুরীতি-বিরুদ্ধ ও দূষণীয়; অতএব 'প্রাণের অমুক' বলিয়া স্বামীকে সম্বোধন করা কর্ত্তব্য নহে। স্বামী বরং স্ত্রীকে ওরূপ সম্বোধন করিতে পারেন। পত্রে সম্বোধন একেবারে না করিলেও কোন ক্ষতি নাই; যদি করিতেই হয়, তবে স্ত্রীর পক্ষে 'প্রাণাধিক', 'প্রাণেশ্বর,' 'জীবিত-সর্ব্বস্ব,' 'প্রিয়তম' ইত্যাদি সম্বোধন করাই ভাল। এ গুলিও বেশ সুসভ্য ও আধিক্যবর্জ্জিত। অনেক সতী স্ত্রী স্বামীকে এরূপ ভক্তির চক্ষে দেখেন যে, তাঁহারা স্বামীকে সম্বোধন স্থলে 'হৃদয়দেবতা,' 'ধরাদেবতা,' 'প্রাণৈকশরণ,' 'চিরারাধ্য' ইত্যাদি সম্বোধন ব্যবহার করিয়া থাকেন। এ বিষয়ে ইচ্ছানুসারে যে কোনটি ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ সব অপেক্ষা অন্যরূপ সম্বোধনের দিকে যাইবার প্রয়োজন নাই। ঐ গুলির মধ্যে যে কোনটী ইচ্ছামত ব্যবহার করিবে। বোধ হয় পত্র লেখার পদ্ধতিটা একরূপ বুঝাইয়া দিলাম। আমার বিবেচনায় যেরূপ ভাল বোধ হইল, তাহাই লিখিলাম। বেশ মন দিয়া গৃহকর্ম্ম ও লেখা পড়া করিবে। দুবেলা পূজ্যগণকে নমস্কার করিতে ভুলিবে না। শ্রীহরির চরণে সর্ব্বদা ভক্তি রাখিবে। আমি ভাল আছি। নিজের কুশলাদি সর্ব্বদা লিখিবে। ইতি।

সপ্তম পত্র।

পরমকল্যাণীয়াসু।

স——, তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। এবার-কার পত্রে একটীও বানান ভুল হয় নাই দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। পত্রের অনুসারে কাজ করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছ জানিয়া মনে বড় আনন্দ হইল। এখন কথায় আর কাজে একরূপ থাকে, তাহা হইলেই হয়। আমি আশা করি তুমি নিজের কথা কাজে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবে। শৃঙ্খলা-সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলিব বলিয়াছিলাম, আজ তাহা কিছু বলিতেছি।

ঘরের আবশ্যকীয় এবং অনাবশ্যকীয় জিনিস পত্র রীতি-মত গোছাইয়া রাখা, ও গোছান মত করিয়া কাজ কর্ম্ম করার নাম শৃঙ্খলা। সুগৃহিণী হইতে হইলে শৃঙ্খলাবিষয়ে জ্ঞান থাকা বিশেষ আবশ্যক; শৃঙ্খলামত কাজ কর্ম্ম করা কিছু কঠিন ব্যাপার নহে, একবার অভ্যাস হইয়া গেলে তাহা স্বভাবতই হইয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের রমণীগণের মধ্যে সে অভ্যাসটা অতি কম দেখা যায়। তাঁহারা ঘরের জিনিসপত্র এরূপ বিশৃঙ্খলভাবে রাখেন যে, তাহার জন্য তাঁহাদের নিজেদেরই

অনেকরূপ অসুবিধা ও বিরক্তি সহ্য করিতে হয়। কিন্তু নানারূপ বিরক্তি সহ্য করিয়াও, তাঁহারা শৃঙ্খলার প্রতি মনোযোগ দেন না। এজন্য তোমাকে বিশেষভাবে বলিতেছি, এ বিষয়টা তুমি একটু মনোযোগ দিয়া পড়িবে, এবং এই অনুসারে যাহাতে কার্য্য করিতে পার, তাহার জন্য চেষ্টা করিবে। অনেক সময় দেখা যায়, ঘরের আলনায় নিত্য ব্যবহার্য্য কাপড়, চাদর প্রভৃতি এরূপ ভাবে রাখা হইয়াছে যে, তাহার একখানি লইতে গেলে সবগুলি টানিয়া নামাইতে হয়, অথবা একখানি ধরিয়া টানিলে সবগুলি পড়িয়া যায়। এরূপভাবে কাপড় চোপড় রাখায় কাজ অনেক বাড়িয়া যায়; আর তাড়াতাড়ির কাজ হইলে, মনে মনে একটা বিরক্তি উপস্থিত হয়। এজন্য এসব শৃঙ্খলামত গোছাইয়া রাখা বিশেষ আবশ্যক। নিত্য ব্যবহার্য্য কাপড়, জামা ইত্যাদি রাখার জন্য পৃথক্ একটা স্থান ঠিক থাকা উচিত। রৌদ্রে কাপড় সব শুকাইলে, সবগুলি তুলিয়া আনিয়া বেশ সুন্দরভাবে গোছাইয়া কি কোঁচাইয়া, সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে রীতিমত এক একখানি করিয়া সাজাইয়া রাখিলে, আর আবশ্যকমত লইতে কষ্ট পাইতে হয় না। যাহার যে খানি আবশ্যক, তাহা অনায়াসে দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে।

চাদর জামা ইত্যাদি রাখিবারও ঐরূপ আলাহিদা স্থান থাকা ভাল। অথবা আলনার একধারে কি এক থাকে চাদর জামা, আর অন্য ধারে নিত্য ব্যবহার্য্য কাপড়-গুলি সাজাইয়া রাখিলে মন্দ হয় না। অনেক বাড়ীতে দেখা যায় যে, লেপতোষক প্রভৃতি তুলিয়া ঐসব কাপড় চাদরের উপর রাখা হইয়াছে ; তাহাতে যে কতটা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। লেপের নীচের কাপড় টানিতে গেলেই, সেই লেপ আদি পড়িয়া যায়, অথবা সেই সকল লেপ তোষক নামাইয়া ফেলিয়া কাপড় লইতে হয়। দিনের বেলা লেপের বড় প্রয়োজন হয় না। সেগুলি যদি তুলিয়া রাখা প্রয়োজন হয়, তবে তাহা একটা স্বতন্ত্র স্থানে রাখা উচিত; তাহা হইলে আবশ্যক মত লইতে কোনরূপ কষ্ট কি অসুবিধা হয় না। বিছানাপত্র প্রত্যহ বা ২।১ দিন অন্তর রৌদ্রে দেওয়া একান্ত আবশ্যক। শীতকালে তো বিশেষরূপেই তাহা প্রয়োজন। উহা সব রৌদ্রে দিয়া, আবার বৈকালে ঠাণ্ডা পড়িবার পূর্ব্বেই তুলিয়া আনিয়া, নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাতিয়া রাখা কর্ত্তব্য। শীতকাল চলিয়া গেলে, লেপগুলি ভালরূপে রৌদ্রে দিয়া, ঝাড়িয়া একখানি পুরাতন কাপড় দ্বারা জড়াইয়া তুলিয়া রাখা ভাল। অনেকে চটের

থলেতে করিয়া লেপ রাখিয়া থাকেন, সেও বেশ ; সেগুলি দড়ি দিয়া ঘরে একটু উঁচু জায়গায় টাঙ্গাইয়া রাখা ভাল।

শীতবস্ত্র ও ভাল কাপড়জামা প্রভৃতির সর্ব্বদা প্রয়োজন হয় না, অতএব সেগুলি রৌদ্রে দিয়া একটা স্বতন্ত্র বাক্সে অথবা তদভাবে একটা পুঁটলী বাঁধিয়া রাখিতে হয়। শীত-বস্ত্র কেবল শীতকালেই প্রয়োজন হয়, আর ভাল কাপড় আদি অন্য সময়েও কাজকর্ম্মে দরকার হইতে পারে, অতএব বাক্সে কি পুঁটলীতে ঐ কাপড় আদি রাখিলে, প্রথমে শীতবস্ত্রাদি রাখিয়া, তার পর ভাল ভাল কাপড় আদি রাখা উচিত। তারপর সাধারণ ধোপদস্ত কাপড় আদি রাখা যাইতে পারে। কারণ, সাধারণ কাপড় প্রায় সর্ব্বদাই দরকার হয়, সুতরাং সেগুলি উপরে থাকিলে, লইতে কোন কষ্ট হয় না। পরিধেয় নিত্যব্যবহার্য্য কাপড়গুলি রোজ কোঁচাইয়া বেশ সাজাইয়া রাখা উচিত। যে সব কাপড় বাক্সে কি পুঁটলীতে রাখা যায়, সেগুলির সম্বন্ধেও নিজের একটা ঠিক থাকা দরকার যে, কোন্ স্থানে, কোন্ কাপড় বা কিরূপ কাপড় থাকিল ; বাক্স বা পুঁটলীর গায় তাহার একটা ঠিকানা লিখিয়া রাখিলেও মন্দ হয় না, তাহা হইলে একখান কাপড়ের জন্য দশটা পুঁটলী বা বাক্স ঘাঁটিয়া মরিতে হয় না। এগুলিও শৃঙ্খলার অন্তর্গত।

তারপর গৃহস্থিত অন্যান্য জিনিস পত্রের কথা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে তোমাদর দৃষ্টি সাধারণতঃ বড় কম। শৃঙ্খলাজ্ঞান হইলে সে বিষয়ে অনেক উপকার হইবে। পান সাজিবার জন্য একটা স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইবে। পানের সমস্ত আসবাব যথা—পান, সুপারি, চূণ, খয়ের, মসলা ইত্যাদি সেই স্থানেই থাকিবে, তাহার কাছে একটা পাত্রে একটু জল ও একখানি গামছা কি একটু বড় ন্যাকড়া থাকিবে। যখনই পান সাজা আবশ্যক, তখন সেইখানে বসিয়া সাজিবে, এবং যতগুলি সাজা দরকার তাহা একবারে সাজিয়া, একটা ডিবায় বা পাত্রে করিয়া ভিজা ন্যাকড়ায় ঢাকিয়া গোছাইয়া রাখিয়া দিবে। তারপর জলে হাত ধুইয়া গামছা বা ন্যাকড়ায় হাত মুছিয়া পরিষ্কার করিবে। এরূপ করিলে আর ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র, দেওয়াল, দরজা, বাক্স, বিছানা, খাট, চৌকী এমন কি খুঁটিগুলা পর্য্যন্ত চূণ খয়েরের দাগে রঞ্জিত হইতে পারে না। প্রায় সকল ঘরেই দেখা যায়—যেখানে সেখানে ঐরূপ দাগে ঘর দোরগুলি এবং অন্যান্য আসবাব বিশ্রী হইয়া থাকে। অতএব এ বিষয়ে একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। যদি কোন সময়ে স্থানান্তরে বসিয়া পান সাজা একান্ত আবশ্যক হয়, তবে সেখানে উহা সম্পন্ন করিয়া আবার তৎক্ষণাৎ ঐ সমস্ত আসবাব

যথাস্থানে অবশ্য অবশ্য রাখিয়া দিবে; অনেকে তাহা করেন না। পান সাজা হইলে, আবশ্যক মত কতকগুলি বাহিরে রাখিয়া, অপরগুলি কোন স্থানে সরাইয়া রাখা ভাল। দরকার মত বাহির করিলেই হয়। এক স্থানে বেশী থাকিলেই বেশী খরচ হয়। তারপর হয় ত দরকারের সময় অভাবে পড়িতে হয়, এজন্যই এ কথা বলিলাম। ঘরের বাসনপত্রগুলিও এক স্থানে এরূপ করিয়া সাজাইয়া রাখা উচিত যে, যখনই হউক, দরকারমত পাইতে কষ্ট না হয়। ঘরের মাঝখানে কি যেখানে সেখানে বাসন আদি থাকিলে দেখিতেও বিশ্রী লাগে, এবং অনেক সময় পায় লাগিয়া পড়িয়া যাইতে হয়। অতএব সেগুলি এরূপ ভাবে সাজাইয়া রাখা উচিত যে, দেখিতে খারাপ না লাগে এবং চলা ফেরার পথে থাকিয়া অসুবিধা না করে। ঘরে বাক্স ডেস্ক প্রভৃতি থাকিলে, সেগুলি দেওয়ালের একধারে বেশ করিয়া সাজাইয়া রাখিবে; তার মধ্যে যে গুলি সর্ব্বদা খোলা দরকার, সেগুলি হাতের কাছে থাকিলে ভাল হয়। আর যদি দেওয়ালের গায় এক সারিতে সাজাইয়া রাখা হয়, তবে সবই হাতের কাছে থাকে, অতএব খুলিতে কোন কষ্ট হয় না। ঘরের মধ্যের জিনিস পত্রগুলি এরূপ ভাবে রাখা উচিত যে, ঘরের মধ্যে বেশ ফাঁকা

জায়গা থাকে। সকল ঘরেই যদি জিনিসপত্র ছড়ান থাকে, তবে তাহা নিতান্ত বিশৃঙ্খল বোধ হয় এবং স্থানেরও অভাব হয়।

তারপর তোমাদের চুল বাঁধার আসবাবগুলির কথা কিছু বলিতে হয়। চুলের দড়ি, চিরুণী, কাঁটা, আয়না ও সিন্দুর প্রভৃতির অনেকগুলিই তৈলযুক্ত থাকে। অতএব সেগুলি কোন বাক্স বা কাগজপত্রাদির উপর রাখিলে, তাহা তৈলাক্ত হইয়া যায়। অতএব সে সব দিকেও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, কিন্তু তোমাদের অনেকেরই সে দৃষ্টিটা একেবারেই থাকে না। হয়ত চুল খুলিয়া, দড়িগুলি জড়াইয়া সম্মুখে যাহা পাইলে, তাহার উপরই রাখিয়া চলিয়া গেলে; সে বই হউক, কাগজপত্র হউক, আর যাই হউক, তাহার প্রতি লক্ষই নাই। দড়ি পরচুলা প্রভৃতি চুল বাঁধার আসবাবের জন্যও একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকা উচিত। সেই স্থানটা এরূপ উচ্চ হওয়া আবশ্যক যে, ছেলেপিলেরা তাহা লইয়া এদিক ওদিক না ফেলিতে পারে, বা অন্যরূপে নষ্ট না করিতে পারে। সেই একই স্থানে প্রত্যহ ঐ সব রাখিলে, আর কোন জিনিস নষ্ট বা তৈলাক্ত হইতে পারে না। অতএব সে বিষয়ে সতর্ক হইবে।

তারপর ভাঁড়ার ঘরের কথা। ভাঁড়ারের জিনিসপত্রও

সাবধানভাবে দরকার বুঝিয়া রীতিমত সাজাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। তৈল, ঘৃত প্রভৃতি তরল বস্তু এমন সাবধানভাবে রাখা কর্ত্তব্য যে হঠাৎ কোন কারণে ধাক্কা বা ঝাঁকুনি লাগিলেও তাহা পড়িয়া না যায়। অন্যান্য জিনিসও নিজ প্রয়োজন মত আগে পরে করিয়া রাখিতে হয়। তাহাদের প্রত্যেকের মুখ ঢাকিয়া রাখা উচিত, এবং চাউলের এক স্থান, দাইলের এক স্থান, ইত্যাদিরূপে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা খুব ভাল। তাহা হইলে তাড়াতাড়ির সময়ে আর সব ঘাঁটিয়া মরিতে হয় না। প্রত্যেক জিনিস রাখিবার একটা একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান করিয়া সেখানে রাখিলে আর ভুগিতে হয় না।

পাকঘরের সম্বন্ধেও শৃঙ্খলা চাই। রান্নার পূর্ব্বে রান্না করিবার মত আবশ্যকীয় জিনিসপত্র, মশলা, কাঠ ইত্যাদি বেশ ঠিক করিয়া লইয়া রান্না আরম্ভ করা উচিত। পাকের ঘরে মশলাদি এরূপ ভাবে হাতের কাছে রাখা উচিত যে, আবশ্যক হইলে আর উঠিয়া ছুটাছুটি না করিতে হয়। তেল চড়াইয়া তেজপাত খোঁজ করা, বা ঝোল চড়াইয়া নুনের জন্য দৌড়ান ইত্যাদি বিশৃঙ্খলতায় অনেক সময় বিপদ ঘটে; আর আহার্য্য বস্তুও নষ্ট হয়। অতএব এ বিষয়ে অবহেলা করা উচিত নহে। পাকঘরে ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে, লবণ, হলুদ, জীরা মরিচ ও অন্যান্য মশলার জন্য ভিন্ন ভিন্ন

পাত্র রাখিয়া, তাহাতে ঐ সব জিনিস রাখাই ভাল, এবং তাহাদের মধ্যে কোনটা ফুরাইল, তাহা মধ্যে মধ্যে দেখিয়া আবার তাহা আনিয়া রাখা কর্ত্তব্য। হাঁড়ি, মালসা প্রভৃতিও এমন ভাবে রাখা উচিত যে, হঠাৎ কোন ধাক্কা লাগিলেও পড়িয়া না ভাঙ্গে।

প্রত্যেক কার্য্যেরই আগে পরে করিবার নিয়ম জানা দরকার। কোনটা কখন করিতে হইবে, কোনটা কখন করিলে ভাল হয়, তাহা না জানিলে অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। মনে কর, দুধ আসিয়া পড়িয়া আছে, তুমি বাসন লইয়া ব্যস্ত আছ, এখন বুঝা উচিত বাসনের বন্দোবস্ত শেষে করিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু দুধ বেশী ক্ষণ থাকিলে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অতএব বাসন ফেলিয়া আগে দুধ জ্বাল দেওয়া দরকার। সকলে খাইতে গেলে বা তৎপূর্ব্বেই পান সাজা দরকার। খাওয়ার পরেই পানের দরকার হয়, সে সময়ে পান পান করিয়া চেঁচান বিষম দায়। এইরূপ, মাছ আসিয়া রহিয়াছে, তুমি চাল ঝাড়িতেছ, তখন চাল ফেলিয়া মাছ কুটিবার ব্যবস্থা করা আগে দরকার। বৈকাল বেলা হইলেই বিছানা বালিশ সব ঠিক করিয়া, সন্ধ্যাপ্রদীপের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখা আবশ্যক। পিতা, শ্বশুরপ্রভৃতির স্নানের বেলা হইলেই

তাঁহাদের তৈলাদি ঠিক করিয়া দিয়া, তাঁহাদের পরিবার কাপড়, গামছা, খড়ম, পা ধুইবার জল প্রভৃতি সব ঠিক করিয়া রাখা দরকার। প্রাতঃকালে উঠিয়াই প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া, লেপাপোঁছা ইত্যাদির দিকে আগে দেখা দরকার। যাহাদের নিজে ইহা করিতে হয়, তাহারা তো করিবেই; আর যাহাদের নিজের করিতে হয় না, তাহাদেরও দাস দাসীকে এই সব শৃঙ্খলার উপদেশ দেওয়া একান্ত আবশ্যক। ঐরূপ, সব কাজই কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে করা আবশ্যক, না করিলেই বা কি ক্ষতি হইতে পারে, ইত্যাদি ভাবিয়া কাজ করিলে, আর কোন জিনিস নষ্ট হইতে পারে না। খাদ্যবস্তু, জলখাবার ইত্যাদিও রাখিবার কালে ভাল করিয়া রাখা, ও সময়মত মনে করিয়া তাহা দেওয়া প্রয়োজন। অনেক স্থলে দেখা যায়, স্মরণ না থাকায় কাহাকেও তাহা দেওয়া হয় না, হয়ত পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। এ সব বুদ্ধি খাটাইয়া করিতে হয়।

শৃঙ্খলাসম্বন্ধে মোটামুটি বলিলাম। এই অনুসারে চলিতে চেষ্টা করিবে। পত্র বড় দীর্ঘ হইল। আজ এই পর্য্যন্ত। সর্ব্বদা শ্রীহরিকে স্মরণ রাখিয়া চলিও। আমি ভাল আছি, শীঘ্র তোমাদের মঙ্গল লিখিও। ইতি—

অষ্টম পত্র।

পরম কল্যাণীয়াসু।

স——, তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। তুমি শীঘ্রই আমাদের বাটীতে আসিবে এরূপ সংবাদ পাইয়াছ লিখিয়াছ, এবং তথায় যাইয়া কিরূপ ভাবে থাকিতে ও চলিতে ফিরিতে হইবে সে বিষয়ে উপদেশ চাহিয়াছ; ইহাতে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহা হইতে আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, ভাল হইবার জন্য তোমার আন্তরিক চেষ্টা আছে। এইরূপে যদি সকল স্ত্রীই স্বামীর নিকট কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ চান, তবে বড়ই ভাল হয়, এবং সংসারের সুখশান্তিও অনেক বৃদ্ধি পায়।

আমি তোমাকে আজ শ্বশুরবাড়ীতে চলা ফেরা সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু উপদেশ দিতেছি। আশা করি, এই-রূপে চলিলে, তুমি বেশ ভালই থাকিতে পারিবে। তথায় যাইয়া কিরূপ থাক, আমার উপদেশ অনুসারে কেমন চল, তাহা আমাকে অবশ্য অবশ্য জানাইবে। এই তোমার অনেকদিনের পরে প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাওয়া, অতএব এইবার যদি বেশ সুখ্যাতির সঙ্গে কাটাইয়া আসিতে পার, তবে আর ভবিষ্যতের জন্য বড় চেষ্টা পাইতে হইবে না;

কারণ, শেষে সমস্তই অভ্যাস হইয়া যাইবে। এবারে বিশেষ সাবধান হইয়া থাকা চাই।

শ্বশুরবাড়ীতে বাসসম্বন্ধে বেশী উপদেশ না দিলেও চলে; কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রে যে সকল বিষয় বলিয়াছি তদনুসারে চলিলেই সকলের প্রিয় হইতে পারিবে। লজ্জা-শীলতা, অনালস্য, সহিষ্ণুতা, সমবেদনা ইত্যাদি গুণগুলি বজায় রাখিয়া চলিতে পারিলেই, বেশ ভাল থাকিতে পারা যায়। অতএব পূর্ব্বপত্রগুলি বেশ মন দিয়া পড়িও, এবং তাহাতে যে ভাবে যাহা করিবার কথা লেখা আছে, সেইরূপে তাহা করিতে চেষ্টা করিও, তাহা হইলেই বেশ ভালভাবে কাটাইয়া আসিতে পারিবে। আমি মোটামুটি রকমে কিছু বলিতেছি, কিন্তু পূর্ব্বপত্রগুলির মর্ম্ম বেশ করিয়া অবশ্য অবশ্য মনে রাখিও।

স্ত্রীলোকের প্রথম প্রথম শ্বশুরবাড়ীতে বাস করাটা কিছু কঠিন বোধ হয়, এবং কেমন কেমন লাগে। কারণ, সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকজনের সঙ্গে কারবার করিতে হয়, এবং তাহাদের মন রাখিয়া চলিতে হয়। এই জন্যই বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। পরকে আপনার করিতে হইলে, তাহার সঙ্গে মিশিতে হইবে, তাহার সুখ-দুঃখ, আরাম, সোয়াস্তি. সব বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ তাহার

সঙ্গে সমবেদনা দেখাইতে হইবে। যদি বাস্তবিক তুমি তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত হও, কিসে তাঁহারা আরাম পান, তাহার চেষ্টা কর, তবে আর তাঁহাদের ভালবাসা পাইতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। অতএব শ্বশুরবাড়ীতে গেলে শাশুড়ী, শ্বশুর প্রভৃতি বৃদ্ধ ও পূজ্য যে সমস্ত ব্যক্তি থাকেন, তাঁহাদের প্রতি যথোচিত ভক্তি দেখান নববধূর বিশেষ কর্ত্তব্য। যাহাতে তাঁহারা শান্তি পান, তাঁহাদের পরিশ্রমের একটু লাঘব হয়, তাহা করা তোমা-দের কর্ত্তব্য। কারণ, তাঁহারা বৃদ্ধ হইয়াছেন, এখন তাঁহা-দের একটু সুখ, শান্তি ও বিশ্রাম পাওয়া প্রয়োজন। অনেক স্থলে দেখা যায়, বৌমা বেলা ৮টা পর্য্যন্ত বিছানাতেই আছেন, আর বৃদ্ধা শাশুড়ী সাংসারিক কাজকর্ম্ম করিতেছেন; এটা বৌদের পক্ষে মহাপাপ বলিয়াই আমার স্থির বিশ্বাস। অতএব অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিবে; লক্ষ্মীর বচনে পড়িয়াছ যে, সকাল সকাল না উঠিলে বাড়ীতে লক্ষ্মী থাকেন না; অতএব প্রাতঃকালে সূর্য্য না উঠিতেই উঠিবে, এবং প্রাতঃকালে ছড়া ঝাঁট আদি যে সকল কাজ করা প্রয়োজন, তাহা করিবে।

গরীব বা মধ্যবর্ত্তী অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের বাটীতে এ সব কাজ আদি অনেক সময় বাটীর বৌ, ঝি বা পরিবারস্থ

লোকদেরই করিতে হয়, ঘর দুয়ার ধোয়া, লেপা প্রভৃতিও করিতে হয়; আমাদের বাড়ীতেও অবশ্য তাহা যে না করিতে হইবে, তাহা নহে। তবে তুমি বড় মানুষের ঘরের মেয়ে নও, তোমার ওসব অভ্যাস আছে, তোমাকে আর উহা বলিয়া দিতে হইবে না; কিন্তু বড় মানুষের মেয়েদেরও যদি গরীবের ঘরে বিবাহ হয়, তবে তাঁহাদেরও অবশ্য অবশ্য উহা শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। নতুবা ওসব কাজের জন্য যদি গরীব স্বামীকে দাস দাসী রাখিতে হয়, বা তাঁহার বৃদ্ধা মাতা অথবা তৎস্থানীয়াদিগকেই ঐ সকল করিতে হয়, তবে সেটা বড়ই ক্ষোভের বিষয়। সুশীলা রমণীরা এরূপক্ষেত্রে ঐসব রীতিমত অভ্যাস করেন। বাপের ঘরে যদি সে সব না শিখিয়া থাকেন, অথবা শিখিবার প্রয়োজন যদি না হইয়া থাকে, তবে স্বামীর ঘর করিবার জন্য তাঁহাদের তাহা শিক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে শ্বশুর বাড়ীর লোকদিগের মনে বিশেষ কষ্ট দেওয়া হয়, এবং তাঁহাদের কষ্টলাঘব-সম্বন্ধে নিরাশ হইতে হয়। সকলেই, পুত্রাদিকে বিবাহ দিয়া বধূর দ্বারা সাংসারিক কার্য্যে অনেক সাহায্য পাইবেন, এই প্রত্যাশা করেন, বধূগণেরও ভবিষ্যৎ বিবেচনা করিয়া তাহা করা কর্ত্তব্য, নতুবা শাশুড়ী প্রভৃতির অভাব হইলে শেষে সেজন্য তাঁহাদিগকে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়।

আবার যাঁহাদের বড় ঘরে বিবাহ হয়, তাঁহাদের ঐ সমস্ত কাজ নিজে না করিতে হইলেও, সেগুলি করা হইল কি না সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, এবং প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া ঐ সকল তত্ত্বাবধান এবং নিজের উপযুক্ত কাজ-কর্ম্ম কিছু করা কর্ত্তব্য। অলসতা জীবনের প্রধান শত্রু। তাহা শরীরে যত প্রবেশ করিতে না পারে ততই ভাল; অতএব কখন আলস্যযুক্ত হইবে না। প্রাতঃকালে উঠিয়া সংসারের কাজকর্ম্ম বেশ চট্‌পটে হইয়া করিবে। শ্বশুর শাশুড়ীপ্রভৃতি যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদিগকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে। প্রাতঃকালে উঠিয়াই শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিবে, এবং বাটীর সমস্ত পূজ্য গুরুজনকে সযত্নে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবে। এ বিষয় যেন কিছুতে ভুল না হয়। বাটীর ছোট ছোট বালকবালিকাদিগকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিবে ও আদর করিবে। তাহাদের আব্‌দার-আদ্দি সহ্য করিবে ও মিষ্ট বাক্যে প্রবোধ দিবে, কখন কটু বলিবে না, তাহা হইলে তাহাদের মাতা প্রভৃতি অসন্তুষ্ট হইতে পারেন। প্রথম প্রথম এইরূপ করা দরকার। তার পর ক্রমে ক্রমে সবই করিতে পারা যায়; তবে স্নেহের ক্রটী না হয়।

আমাদের সংসারে মাসীমা গৃহকর্ত্রী। তিনি যে আমা-

দের কত করিয়াছেন তাহা একমুখে বলিয়া আমরা শেষ করিতে পারি না। আমাদের মাতাপিতার অভাব এক মাসীমার দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। আমাদের সংসার ও আমাদিগকে তিনিই রক্ষা করিয়াছেন; তিনি না থাকিলে আমাদের যে কি দশা হইত তাহা ভাবিয়াই পাইনা। তাঁহার শ্রীচরণে আমরা চিরঋণী। সে ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আমরা যে তাঁহাকে বড় বেশী সুখ দিতে পারিব, তাহাও একরূপ অসম্ভব। অতএব তাঁহার প্রতি যেন ভক্তি শ্রদ্ধার ক্রটী না হয়। তাঁহাকে একটু সুখ দেওয়ার জন্য যদি নিজ শরীরে কষ্টও পাইতে হয়, তাহা করিতে কখনও ক্রটী করিবে না। তুমি জাননা যে তিনি আমাদের কত করিয়াছেন, আমাদিগকে মানুষ করিবার জন্য তিনি কত কষ্ট সহিয়াছেন। নিজের সুখ ও মান ইত্যাদির দিকে চাহিয়াও দেখেন নাই। আমরা যদি নিজ দেহের রক্তদ্বারা তাঁহার চরণ ধোয়াই, তবু তাঁহার ঋণশোধ হয় না। অতএব যাহাতে তোমা হইতে তিনি কোন কষ্ট না পান, তাহা সর্ব্বদা করিবে। তাঁহাকে কোন কষ্টকর কাজ করিতে দেখিলে তাহা নিজে করিবে; তাঁহার শরীর অসুস্থ হইলে সর্ব্ব কার্য্য ত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবা করিবে, সকাল সকাল তাঁহাকে তেল মাখাইয়া স্নান করিতে পাঠাইবে। একাদশীর দিন যাহাতে

তিনি কোনরূপ আয়াসসাধ্য কাজ কর্ম্ম না করেন, তাহা দেখিবে; দ্বাদশীর দিন প্রাতঃকালে যেন তিনি কোন কাজে হাত না দেন। তাঁহাকে তেল মাখাইয়া অবশ্য অবশ্য সকালেই স্নান করাইবে, এবং জলখাবার আয়োজন ও পাকের আয়োজন সব ঠিক করিয়া রাখিবে। তাঁর সন্ধ্যা পূজার যোগাড় হইল কি না, প্রত্যহ নিজে তাহা দেখিবে বা করিবে। তাঁহার উচ্ছিষ্ট নিজে প্রত্যহ পরিষ্কার করিবে। এইরূপে প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার সুখ ও শান্তি দিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। সংক্ষেপে তোমাকে এই বলিয়া দিতেছি যে—মাসীমার মনের একটু কষ্ট, তাঁহার চক্ষের একটু জল আমাদের হৃদয়ে শত বজ্র অপেক্ষাও অধিক বাজিবে। ইহাই বুঝিয়া কাজ করিবে। ইহা সুধু তোমার বলিয়া নহে, যাঁহাদের সংসারে এইরূপ বিধবা কর্ত্রী থাকেন, তাঁহাদেরই এই সব করা কর্ত্তব্য। অবশ্য সধবা শাশুড়ী প্রভৃতিকেও যথোপযুক্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে হইবে এবং ঐরূপ সুখশান্তি দিতে হইবে, এ কথা বলাই বাহুল্য।

তারপর দেবরপত্নী বা ভাসুরপত্নীদের কথা। দাদার স্ত্রী আছেন, তাঁহাকে ঠিক জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত দেখিবে ও মান্য করিবে, এবং তিনি যেরূপ যাহা বলেন তাহা করিবে। তিনি আমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন, তুমি কখনও তাঁহার

অবাধ্য হইবে না। তাঁহাকেও যতটুকু সুখ দিতে পার তাহা দিবে। রন্ধনাদি বিষয়ে তুমি যতটা পার সাহায্য করিবে, এবং সংসারের কাজকর্ম্মেও তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিবে। তিনি যদি বসিয়া থাকিয়াও তোমাকে কাজ করিতে বলেন, তাহা নিরাপত্তিতে করিবে; সেজন্য দুঃখিত হইবে না। বাটীর মধ্যে যদি কেহ অলস থাকেন, তবে তার জন্য নিজে অলসতা অভ্যাস করিবে না। দিনে ঘুমান আমার নিকট নিষিদ্ধ। অতএব দিনে ঘুমাইবে না। নিতান্তই যদি আবশ্যক হয়, তবে কাজকর্ম্ম শেষ হইলে অল্পক্ষণের জন্য একটু গড়াগড়ি দিতে পার. কিন্তু শরীর সুস্থ থাকিলে দিবানিদ্রা না গেলেই আমি সুখী হইব। দাদার স্ত্রী যদি দিনে ঘুমান, সেজন্য তুমিও দিনে ঘুমাবার দাবী করিও না।

অনেকের ভ্রাতৃবধূ কিছু হিংসাপরায়ণা হইয়া থাকেন। দাদার স্ত্রী সে প্রকৃতির লোক নহেন। নূতন বৌ ভালবাসা কি প্রশংসা পাইলে সহিবে না, সেরূপ স্বভাব তাঁর নয়। তুমি নিজগুণ দেখাইলে তিনি নিজেই তোমার কত প্রশংসা করিবেন। কিন্তু যাহাদের অদৃষ্টক্রমে তেমন জা না জোটে, তাহাদেরও নিজবুদ্ধি ও স্বভাব দ্বারা তাঁহাদিগকে আপনার বশে আনিবার চেষ্টা করা উচিত। নিজে

যথাসাধ্য তাঁহাদের মন জোগাইয়া চলা উচিত এবং ভ্রমেও তাঁহাদের নিন্দা করা উচিত নহে। এ সব করিয়াও যদি তাঁহাদের মন না পাওয়া যায়, তবে আর উপায় কি? তবে সেজন্য বৃথা ঝগড়া দ্বন্দ্ব না করিয়া নিজ কর্ত্তব্য যথাসাধ্য পালন করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। ছোট জাদিগকে নিজ কনিষ্ঠা ভগিনীর মত দেখা কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে সৎ উপদেশ দেওয়া, স্নেহের সঙ্গে ভুলভ্রান্তি দেখাইয়া দিয়া সাবধান করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে কোন দোষ দেখাইয়া দিতে হইলে, বা সেজন্য কিছু বলিতে হইলে তাহা গোপনে বলা উচিত। সকলের মধ্যে বলিয়া তাহাদিগকে অপ্রতিভ ও হাস্যাস্পদ করিয়া তাহাদের মনে কষ্ট দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। নিজের ঐরূপ হইলে কেমন বোধ হয়, তাই বুঝিয়া তাহাদের সঙ্গে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

আজ পত্র বড় লম্বা হইল, অতএব আজ এই পর্য্যন্তই থাকুক। তোমার যাওয়ার পূর্ব্বেই অন্য এক পত্রে আর আর সব জানাইব। আমি ভাল আছি। শীঘ্র নিজ কুশল লিখিও। সব পত্রই মন দিয়া পড়িও; হরিনাম ভুলিও না। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস না থাকিলে ভাল হওয়া যায় না, ইহা মনে রাখিও। ইতি।

নবম পত্র।

পরম কল্যাণীয়াসু।

স———, তোমার পত্র পাইলাম। আমার উপদেশ অনুসারে চলিবে লিখিয়াছ, সুখের বিষয়। ঐরূপ করিয়া চলিলে যে সুখ পাইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এখন কথায় ও কাজে এক করিতে পারিলেই ভাল। তাহা করাও যে বেশী কঠিন তাহা নহে, কেবল মনে একান্ত ইচ্ছা থাকিলেই হয়। সর্ব্বদা নিজের স্বার্থটা ষোলআনা না দেখিয়া, পরের দিকে একটু তাকইয়া সময় সময় স্বার্থটা ত্যাগ করিলেই সুখ শান্তিতে বাস করিতে পারা যায়। আশা করি তুমি এই সকল কথা মনে রাখিয়াই কাজ করিবে।

পূর্ব্ব পত্রে শাশুড়া, জা প্রভৃতির সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলিয়াছি, এবার বাটীর অন্যান্য পরিবারবর্গের বিষয়ে কিছু বলিব। শ্বশুরঘরে যদি দেবর থাকে, তবে তাহাদের সঙ্গে ব্যবহারে একটু বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। দেবর যদি বয়সে ছোট হয়, তবে তাহাদের প্রতি বাৎসল্য-ভাব প্রদর্শন করাই কর্ত্তব্য। নিজের স্নেহ ও ভালবাসা-দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত রাখিতে হয়। সাধারণতঃ ছোট ছোট ছেলেপিলে নূতন বৌয়ের কিছু ঘ্যাঁসা হয়, সুতরাং

তাহাদিগকে সেই সময় হইতে বেশ ভালবাসিলে তাহারা অবাধ্য হইবে না। তাহাদিগকে ভালবাসিতে হইবে, অথচ অন্যায় কাজ করিতে দেখিলে বা অশ্লীল কথা বলিতে শুনিলে, মিষ্ট বাক্যে বুঝাইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে। মিষ্টবাক্য বলিবার কারণ এই যে, তাহাদিগকে ভর্ৎসনা কি তিরস্কার করিলে শ্বাশুড়ী প্রভৃতি মনে করিতে পারেন যে নূতন বৌ ছেলেপিলেগুলিকে দেখিতে পারে না, এবং ক্রমে তাঁহাদের ঐরূপ একটা ধারণা বদ্ধমূল হইতে পারে। আরও একটী বিশেষ কথা এই যে, তিরস্কার অপেক্ষা মিষ্টকথায় উপদেশ দেওয়াতেই অধিক ফল হইয়া থাকে। এজন্যই বলিতেছি মিষ্টবাক্যে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাওয়া উচিত; এবং আবশ্যক হইলে শাশুড়ী প্রভৃতিকে তাহাদের কুব্যবহারের বিষয় জানান উচিত। শাশুড়ী যদি ভাল হন, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে শাসন করিবেন, কিন্তু শাশুড়ীর মন যদি তেমন না হয়, শুনিয়া তিনি মনে মনে রাগ করিয়াছেন, ইহা যদি তাঁহার কার্য্যে বা কথায় বুঝিতে পার, তবে আর বলিতে যাইও না; নিজেই তাহাদিগকে নিবৃত্ত রাখিবার চেষ্টা করিবে। আমাদের বাড়ীর গৃহিণী মাসীমা সেরূপ নহেন, তিনি কখন অন্যায়ের প্রশ্রয় দেন না।

দেবরেরা অনেক সময়ই ভাজদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করিয়া থাকে, তাহাতে বিরক্ত হওয়া উচিত নহে, কারণ ওটা তাহাদের ন্যায্য একটা দাবী দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তবে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, ঐ সব ঠাট্টা তামাসা বেশী দূর না গড়ায়, ভদ্রতার সীমা অতিক্রম না করে, কাঁচা মুখে পাকা কথা বাহির না হয়। নির্দ্দোষ আমোদ, ঠাট্টা, রহস্য ইত্যাদি দূষণীয় নহে, বরং চিত্তের প্রফুল্লতার জন্য তাহা আবশ্যক, কিন্তু বাড়াবাড়ি সকল বিষয়েই খারাপ। সুতরাং ছোট ছোট দেবরাদির মুখে পাকা 'পাকা ঠাট্টা' তামাসা শুনিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা দমন করিতে চেষ্টা করিবে; কখন তাহাতে উৎসাহ দেওয়া উচিত নহে। সে সব স্থলে নিজের একটু গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করা আবশ্যক। তাহার উত্তর দিবে না, অথবা তাহাতে হাসিবে না; তুমি যে বিরক্ত হইয়াছ, তাহা বেশ প্রকাশ করিবে, তাহা হইলেই ক্রমে ওরূপ ঠাট্টা তামাসার হাত এড়াইতে পারিবে। তারপর দেবর যদি বয়ঃস্থ হয়, তবে, আমার বিবেচনায়, প্রথম হইতেই তাহার সঙ্গে কথা না বলাই ভাল; আর যদি বলিতেই হয়, তবে সে কথাবার্ত্তা যত কম হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। কথা না বলাই যে ভাল বলিলাম, তাহার কারণ—একে আমাদের সমাজে তাহা বড় একটা

অনুমোদন করে না, তারপর কথাবার্ত্তা বলিতে গেলেই, সুশিক্ষার অভাবের দরুণ অনেক সময় বড় বেশী কথাবার্ত্তা ও এয়ারকি হয়, এবং ঠাট্টা তামাসার মাত্রাও ক্রমেই বাড়িয়া যায়। ইংরাজিতে একটা কথা আছে যে, বেশী ঘনিষ্টতা অগৌরব জন্মাইয়া দেয়। ফলতঃ ওরূপ সব স্থলে বেশী কথাবার্ত্তা, বেশী এয়ারকি ও বেশী ঠাট্টা তামাসাতে অনেক সময়েই সম্মান রক্ষা হয় না।

কথাবার্ত্তা বলাই যে দোষ তাহা নহে, তবে বয়ঃস্থ দেবরগণের সহিত বয়ঃস্থা ভ্রাতৃবধূগণের কথাবার্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে যদি বেশী ঠাট্টা তামাসা চলে, তবে প্রায়শই শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। উভয়েরই মনে অন্য কোন কুভাব না থাকিতে পারে, কিন্তু বাহিরের কেহ শুনিতে পাইলে তাহাদের নিকট সেজন্য নিন্দার ভাগী হইতে হয়। আর বয়সের গুণে, দুর্ভাগ্যক্রমে মনের গতি অন্যরূপ হওয়াও অসম্ভব নহে। এজন্যই বলিতেছি, ওরূপ স্থলে কথাবার্ত্তা বাদ রাখিলে হানি নাই, বরং ভাল। অনেকেই বলে যে কথাবার্ত্তা না বলিলে একটা ভালবাসা জন্মে না। আমি স্বচক্ষে যখন তার বিপরীত দৃষ্টান্ত যথেষ্ট দেখিতেছি, তখন সেকথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? দেবর যদি ভ্রাতৃবধূর কাজ-

কর্ম্মে, ভাবগতিকে দেখিতে পান যে ভ্রাতৃবধূ তাঁহার সুখসচ্ছন্দতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি করেন, তবে সে দেবর কি ভ্রাতৃবধূর ভালবাসার পরিচয় পাইবেন না? আর যদি তাহা কিছু না থাকে, তবে শুধু কথাবার্ত্তাতেই কি ভালবাসা ফুটিয়া উঠিবে? এইরূপ, ভ্রাতৃবধূও যদি দেবরের কাজকর্ম্মে ভালবাসা দেখিতে পান, তবে কেন তিনি ভাল না বাসিবেন? অতএব আমার মত এই যে, কথা না বলিয়া, কাজকর্ম্মে ভালবাসা দেখানই ভাল; অতএব তুমি তাহাই করিবে। কথাবার্ত্তা বলিতে হইলেও বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। আমাদের পরিবারে তুমি বয়ঃস্থ দেবর পাইবে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ রহস্যপ্রিয়ও থাকিতে পারে, সেস্থলে তুমি ঐরূপ পথই অবলম্বন করিবে। বেশ ভাল কৌতুক ও রহস্যাদিতে নীরবেই যোগ দিবে, তবে যদি এমন সব ঠাট্টা হয় যাহাতে তুমি বিশেষ লজ্জা বোধ কর, তাহা হইলে তাহাতে যোগ না দিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিবে। নিজ কর্ম্মে মনে প্রাণে তাহাদের সুখসচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি রাখিবে, কথাবার্ত্তা বলিবার তত আবশ্যক নাই; তাহা হইলে সর্ব্বদা তাহাদের ঠাট্টা তামাসার উত্তর দিতে পারিবে না, সুতরাং ঠাট্টার মাত্রাও বাড়িতে পাইবে না। তবে যদি এঅবস্থাতেও দেখিতে পাও যে, দেবরেরা এরূপ

ঠাট্টা করিতেছেন যাহা তাহাদের করা উচিত নহে, বা যাহা তুমি ভাল বাসনা, তবে তাহা তাঁহাদিগকে জানাইয়া দিবে, তাহা হইলেই আর তাঁহারা সেরূপ ঠাট্টা করিবেন না। মোট কথা বয়ঃস্থ দেবরগণ সম্বন্ধে কনিষ্ঠ হইলেও, বয়স বিবেচনায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তাঁহাদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবে, এবং সম্মানের সহিত তাহাদিগকে স্নেহ করিবে। ভাসুরদের সঙ্গে তো কথাবলার প্রথাই নাই, তাঁহাদিগকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে এবং সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদিগের সুখসচ্ছন্দতা বিধানে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। তোমার ভাসুর শিব তুল্য ব্যক্তি। তাঁহার ন্যায় নির্ম্মল চরিত্র, উদার স্বভাব ও সরল মনের লোক আমি খুব কমই দেখিয়াছি। আমি তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করি, তুমিও তাহাই করিবে। তুমি নিজের গুণে তাঁহার প্রিয় হইতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস আছে।

তার পর ননদ। ননদদিগের সহিত প্রায়ই বৌদের মনের মিল দেখা যায় না। তাহারা প্রায়ই বৌয়ের খুঁটি নাটি দোষ ধরিয়া বেড়ায় এবং সেগুলি তার মা, পিশিপ্রভৃতির কাছে রটাইয়া বেড়ায়। তাই ননদকে ননদকাঁটা বলে। এ বিষয়ে দোষ যে কার, তা আমি ঠিক বলিতে পারি না, দোষটা ননদদিগেরই বেশী

হইতে পারে, অথবা উভয় পক্ষেরই দোষ থাকিতে পারে; কিন্তু বৌয়ের পক্ষে নিজকর্ত্তব্য যথাসম্ভব পালন করা উচিত, তাহা হইলে আর বৌকে কেহ দোষী করিবে না। ননদ বড় হইলে, তাঁহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় মান্য করা কর্ত্তব্য। তিনি কোন রূঢ় কথা বলিলেও তাহার কোন উত্তর করা কর্ত্তব্য নহে। তিনি যে সব দোষ দেখাইয়া দেন, তাহা যাহাতে আর না হইতে পারে, সে বিষয় বিশেষ সাবধান হইয়া কাজ করিবে। অবশ্য দোষখুঁতধরা-স্বভাবের লোকের কাছে দোষ এড়ান বড় শক্ত কথা তাহা আমি বুঝি, তাহারা দোষ না পাইলেও মিথ্যা করিয়া দোষ দিতে ছাড়ে না; তবে প্রথম হইতেই যদি সেই সব লোকদের অনুগত হইয়া চলা যায়, তাহা হইলে হয়ত তাহারা আর ততটা জুলুম করিবে না; অবশ্য একটু ভালও বাসিবে। মোট কথা শাশুড়ী বা ননদ যদি অদৃষ্টবশে মন্দই হন, তবে ধীরতা সহকারে তাঁহাদের কৃত তিরস্কার আদি সহ্য করাই সংযুক্তি; কারণ, নীরবে সহ্য না করিলে, ফল ভাল না হইয়া অনেক সময় মন্দই হইয়া থাকে। সুতরাং নীরব থাকাই ঠিক। ননদ সমবয়স্কা হইলে তাহার সহিত সখীত্ব সাধারণতঃ হইয়াই থাকে, তার সঙ্গে মন খুলিয়াই কথাবার্ত্তা কহিতে হয়। তবে সমবয়স্কাও যদি বদ মেজাজের লোক

হয়, তবে তাহার মেজাজ বুঝিয়া যে ভাবে সে তুষ্ট থাকে সেই ভাবে চলাই ভাল। তোমার ননদের সঙ্গে তোমার বেশ সখীভাব হইবে বলিয়াই আমার একান্ত বিশ্বাস।

শ্বশুরকে পিতৃবৎ মান্য ও ভক্তি করিতে হয়। তিনি যাহাতে সময়ে স্নান-আহার করেন, সাংসারিক কোন বিষয়ে কষ্ট না পান, সে বিষয় একান্ত মনে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। তাঁহার আত্মকীয় নিত্যব্যবহার্য্য জিনিস গুলির জন্য যাহাতে তাঁহার কোন কষ্ট বা বেগ না পাইতে হয়, তাহা সর্ব্ব প্রযত্নে করা উচিত। শ্রান্ত হইয়া আসিলে, অমনি পাধোয়ার জল, গামছা, খড়ম আদি ঠিক করিয়া দিবে, যদি তিনি তামাক খান তবে তাহা দিবে, এবং ক্লান্তি দূর করিবার জন্য বাতাস করিবে। আহারান্তে তাঁহার পান তামাক আদি দিবে, এবং আবশ্যক হইলে পদসেবাদি করিয়া তাঁহার সচ্ছন্দতা বিধান করিবে। দৈবাৎ কোন অসুখ হইলে বিশেষরূপে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তোমার শ্বশুর নাই; খুড়শ্বশুর আছেন তাও পৃথগন্নে, সুতরাং সেরূপ সেবা ভক্তির অবকাশ তুমি পাইবে না; তবে দুবেলা তাঁহাকে প্রণাম করা, ভয় ভক্তি করা, এবং অবকাশ মত, কি তাঁহার ব্যারাম আদি হইলে যথাসাধ্য তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করার যেন ত্রুটী না হয়। পৃথগন্নে

হইলেও তিনি আমাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, পৃথক্ বলিয়া তাঁর সঙ্গে আমাদের কিছুমাত্র গোলযোগ বা মনোমালিন্য নাই। খুড়ী শাশুড়ী সম্বন্ধেও সেই কথা। তাঁহাদের ছেলে পিলেদের প্রতি যত্ন আদর করিতে যেন ত্রুটী না হয়, অর্থাৎ তোমার ব্যবহারে যেন তাঁহারা না বুঝেন যে, তুমি তাঁহাদের প্রতি ভক্তিমতী বা তাঁহাদের সন্তানদের প্রতি স্নেহবতী নও।

তার পর বাটীর অন্যান্য সরিক্ বা অংশীদিগের কথা। খুড়া মহাশয়দিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহারের কথা বলিলাম, তাঁহাদের সম্বন্ধেও সেইরূপই করিবে। যথনই তাঁহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিতে হয়, তথনই তাঁহাদের উপযুক্ত সম্মান ও ভক্তি করিয়া ব্যবহার করিবে। তুমি নূতন বৌ, তোমার অত শতর মধ্যে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। তার পর ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের ভাব বুঝিয়া তদনুসারে চলিবে, তবে কথনই তাঁহাদিগের অসম্মান করিবে না, ইহা যেন মনে থাকে।

তার পর বাটীর অন্যান্য লোকের কথা। অনেক বাড়ীতেই এমন দুই একজন লোক থাকে, যাহারা অন্যজাতীয় এবং সম্পূর্ণ পর। কোন সূত্রে অনেকদিন সংসারে থাকায় তাহারা আপনার মত হইয়া গিয়াছে; তাহাদের সঙ্গে ব্যব-

হারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। তাহারা কেবল দুটি দুটি খায়, পরে, আর প্রাণপণে সংসারের কাজকর্ম্ম করে; ছেলেপিলেগুলিকে ঠিক সন্তানের ন্যায় দেখে, কিছুতে পর মনে করে না। তাহাদের প্রতি তাচ্ছল্য দেখাইলে তাহারা মনে বড় কষ্ট পায়; তাহারা মনে করে, আমরা পর বলিয়া এমন করে। তাহারা ঠিক বাড়ীর একজনের মত হইয়া গিয়াছে বলিয়া, সময় সময় বৌ-ঝিদিগের কোন দোষ দেখিলে তিরস্কারাদিও করে, তাহা সহ্য করা কর্ত্তব্য। কারণ, তাহারা হয়ত সেইসব বৌদের স্বামীদিগকে পর্য্যন্ত শিশুকাল হইতে মানুষ করিয়াছে, তাহাদিগকেও কত তিরস্কার ও প্রহার করিয়াছে; সুতরাং তাহারা বৌদিগকে নিজ পুত্রবধূ বলিয়া জ্ঞান করিবে, তার আর আশ্চর্য্য কি? তাই তাহারা অন্যায় দেখিলে দুকথা বলে; তাহা বলিতেও পারে; তাহা সহ্য না করিলে, বা তাহাদের কথা গ্রাহ্য না করিলে, তাহারা মনে করিবে যে, আমরা পর, তাই আমাদের কথা গ্রাহ্য করে না। তাহাদের প্রতি সামান্য একটু তাচ্ছল্য ভাব দেখাইলেও তাহারা সর্ব্বদা মনে করে, 'পর বলিয়া আমাদিগকে মানে না।' সুতরাং যে সব সংসারে ঐরূপ 'পর' আপনার মত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে বাড়ীর লোকের মত মনে

করিয়া তদুপযুক্ত সম্মান দেখাইতে হয়। যাহাতে তাহারা 'আমি পর' এইটা মনে করিয়া কষ্ট না পায়, তাহা করা তোমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। আহা! তাহারা তো কেবল স্নেহ মমতাবদ্ধ হইয়াই পড়িয়া আছে। স্থানান্তরে গেলে তাহারা হয়ত বেশী সুখসচ্ছন্দতার সহিত, বেতনাদি লইয়াই থাকিতে পারে; কিন্তু এ সব সংসারে তাহারা ভাল খাওয়া, ভাল পরা কিছুই চায় না, সর্ব্বদা সংসারের মঙ্গল কামনা করে, প্রাণ দিয়া সকলকে ভাল বাসে, কাহারও একটু অসুখ বিসুখে বাটীর অন্যান্যের মত আন্তরিক কষ্ট ও ব্যস্ততা অনুভব করে, এক কথায় বাটীর 'আপন' অপেক্ষা এসব সম্বন্ধে তাহারা কোন অংশে কম নহে। তাহারা কেবল একটু মিষ্ট মুখে ভাল ব্যবহারের ভিখারী। এত কষ্টের বদলে তাহাদিগকে এই সামান্য সদ্ব্যবহারটুকুও যদি না দেওয়া যায়, তবে সেটা বড়ই দুঃখের বিষয়। সুতরাং কোন কোন বিষয়ে তাহাদের যদি কোন দোষও থাকে, তবে এত গুণ স্মরণ করিয়া তাহা উপেক্ষা করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য; এবং যতদূর সাধ্য মিষ্ট ব্যবহারে তাহাদিগকে তুষ্ট রাখা, উপযুক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করা, অসুখ আদি হইলে শুশ্রূষা প্রভৃতি করা, একান্ত কর্ত্তব্য। অনেক বাড়ীতে 'ধাই মা' প্রভৃতি যে থাকে তাহারাও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

আমাদের বাটীতে রাঙ্গা মাসীমা সেইরূপ। তিনি অনেক কাল আমাদের বাটীতে আছেন, আর আমাদিগকে নিজ পেটের সন্তানের মত ভাল বাসেন, এবং আমাদের সংসার-কেই তিনি নিজ সংসার বলিয়া মনে করেন; সুতরাং তুমিও তাঁহাকে একজন শাশুড়ীর মত দেখিবে, এবং সেইরূপ সম্মান ও শ্রদ্ধা করিবে।

বাটীর দাস দাসী প্রভৃতির সঙ্গে সস্নেহ ব্যবহার করিবে। তাহাদের আহারাদি সম্বন্ধে যাহাতে কষ্ট না হয়, সে বিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে আলস্য করিবে না। কোন ভাল জিনিস হইলে তাহাদিগকেও তাহা দিবে। নিজেরা যেরূপ খাইবে, তাহাদিগকেও সেইরূপ খাওয়াইতে চেষ্টা করিবে। দোষাদির জন্য কোন সময় কিছু বলিতে হইলে কর্কশভাবে বলিবে না। তাহারা গরীব, পেটের দায়ে খাটিতে আসিয়াছে, মিষ্ট ব্যবহারে তাহাদিগকে তুষ্ট করিবে। অনেক দাস দাসীর অনেক দোষ থাকে, সে জন্য সময় সময় একটু রূঢ় ভাব না দেখাইলে চলে না। যদি একান্তই কোন সময় সেরূপ করিবার প্রয়োজন হয়, তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত রূঢ়তা অবলম্বন করিবে না। তিরস্কারাদি করিবার পর তাহাদিগকে অন্য সময়ে আবার মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা করিবে, এবং সস্নেহ ব্যবহার

করিবে। একবার গালি দিয়াছ বলিয়াই যে একেবারে সর্ব্বদা সপ্তমে চড়িয়া থাকিবে, তাহা করিও না।

কিন্তু এক বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছি। বাটীর দাসদাসীদিগের সহিত কখন মেশামিশি করিবে না। তাহাদের সঙ্গে ব্যবহারে গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিবে। সস্নেহ ব্যবহার করিবে বটে, কিন্তু গা ঢালিয়া এয়ারকি দিবে না। অনেক স্থলে দেখা যায়, বৌরা বাটীর চাকরাণী প্রভৃতির সহিত বড় বেশী মিশিয়া থাকে, এবং প্রাণ খুলিয়া ঘরের গুপ্তবিষয়, অভাব, অনটন, এবং কাহারও নিন্দা প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করে। এগুলি বড়ই খারাপ, বড়ই কদর্য্য, বড়ই জঘন্য! ঐরূপ করায় অশেষ দোষ ঘটে,—চাকর চাকরাণীরা মান্য করে না; ঘরের গুপ্তকথা বাহিরে প্রকাশ হইয়া সংসারের অনেক অনিষ্টসাধন করে, চাকর চাকরাণী সাহস পাইয়া অনেক সময় মুখামুখি জবাব করে, বা ঐসব কথা উল্লেখ করিয়া অপ্রতিভ করিবার চেষ্টা করে; এইরূপ কত দোষই যে ঘটে, তাহা আর কি বলিব। একথা সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে, কখনই নিজ সংসারের কোন কথা কোন দোষ, অনটন, বা গোপনীয় বিষয় বাহিরের কাহারও নিকট বলিবে না। অনেকে সংসারের অভাব বা দুঃখের

কথা লইয়া যার তার কাছেই কাঁদিতে বসেন, ইহা নাই, উহা হয় না, এইরূপ কষ্ট হয়, ইত্যাদি বলিয়া সকলের কাছেই কাঁদেন। তাহাতে ফল এই হয় যে, তাহারা ঐ সব গুপ্ত কথা জানিতে পারিয়া পাড়ার আর দশ জনের কাছে প্রচার করিয়া সংসারের ভিতরের খবর প্রকাশ করিয়া ফেলে, তাহাতে সংসারের মান সম্ভ্রমের ক্ষতি হয়। এজন্যই বলি, এইরূপ স্থলে বৃথা কেন নিজ ঘরের কথা, গৃহছিদ্র পরকে জানিতে দেই? অতএব সর্ব্ব প্রকারেই উহা পরিত্যাগ করিবে, এবং দাস দাসীর সঙ্গে কখন ঠাট্টা তামাসা করিবে না, বা বেশী মিশিবে না। প্যাঁচামুখ করিয়া থাকিতে বলিতেছি না, নিজের মর্য্যাদা, স্বামীর সংসারের সম্মান ও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া চলিতে বলিতেছি। তাহা হইলে তোমার স্নেহগুণে তাহারা বাধ্য থাকিবে, অথচ কোনরূপ তাচ্ছল্য করিতে সাহস করিবে না।

বাটীর পালিত পশুপক্ষীদিগের প্রতিও গৃহস্থের কর্ত্তব্য আছে। তাহদিগকেও সময়মত আহারাদি দেওয়া ও ভাল বাসা উচিত। তাহাদের দ্বারাও আমরা যথেষ্ট উপকার পাই। অতএব বাটীর কুকুর বিড়াল প্রভৃতিকে আহারাদি দেওয়া, গবাদি পশু থাকিলে তাহাদিগকে ফেণ, তরকারীর খোলা প্রভৃতি দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং চাকরাদি তাহাদের

তত্ত্বাবধান করে কিনা তাও দেখা কর্ত্তব্য। অবশ্য সেগুলি এখন তোমাকে দেখিতে হইবে না, পরে গৃহিণী অবস্থায় পৌঁছিলে দরকার হইবে। বিড়ালাদিকে নির্দ্দয়রূপে কখন প্রহার করিওনা। আমি তাহা দেখিতে পারি না। 'জীবে দয়া' একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তাহা সর্ব্বদা মনে রাখিও।

মোটামুটি সবই বলিলাম। এই সব মনে রাখিয়া চলিবে এবং দৈনিক কার্য্য করিবে। আজ পত্র খানি বড়ই লম্বা হইল। সুতরাং এখানেই ইতি করিলাম। আর আর ক্রমে বলিব। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে; সর্ব্বদা মঙ্গলময় শ্রীহরির চরণে সংসারের মঙ্গল কামনা করিবে। অত্র মঙ্গল, শীঘ্র নিজ কুশল জানাইবে। ইতি—
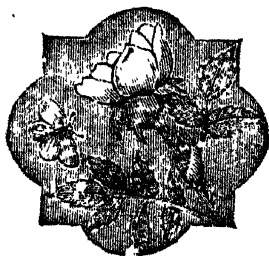
দশম পত্র।

পরম কল্যাণীয়াসু।

স———, তোমার পত্র পাইয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলাম। বাটীতে গিয়া আমার উপদেশ মত চলিতেছ, এবং তাহাতে প্রশংসা লাভ করিতেছ, এটা আমার আনন্দের বিষয় নয় কি? এখন শেষ পর্য্যন্ত এই ভাব রক্ষাকরা চাই। অনেককে দেখা যায় যে, প্রথম প্রথম তাহারা বড় সাধুপনা দেখায়, কিন্তু সে সকল নূতন নূতন কয় দিনের জন্য। শেষে কতক দিন গেলে, তাহারা সে সব সাধুপনা ছাড়িয়া দিয়া নিজ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া বসে; তুমি যেন তাহা না কর, এই আমার অনুরোধ। তোমার স্বভাব হইতে যাহা আমি বুঝিয়াছি, তাহাতে তোমাকে সেরূপ স্বভাবের বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু কেমন করিয়া বলিব? তোমার প্রকৃত স্বভাব তুমি আমার নিকট গোপন করিয়াছ কি না, তাহা কেমন করিয়া জানিব? তোমার সহিত একত্র বাস বা আলাপ আমি খুব বেশী দিন করি নাই, সুতরাং আমার কাছে গোপন করাটা বেশী কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাহাহউক, কার্য্যেই তাহা পরিচয় পাওয়া যাইবে। এ কথা নিশ্চিত যে, লোকে নিজের স্বভাব কখন ঢাকিয়া রাখিতে

পারে না; এখন হউক বা তুদিন পরে হউক,. তাহা বাহির হইয়াই আসিবে, তাহার প্রত্যেক কার্য্যেই সেই স্বভাবের ছবি ফুটিয়া উঠিবে, এ কথা অব্যর্থ। একটা কথায় বলে, "কুকুর যদি রাজা হয়ে বসে সিংহাসনে, আড় চোখে আড় চোখে চায় ছেঁড়া জুতোর পানে," এ কথাটা বড় সত্য। সুতরাং যাহাতে নিজের স্বভাব এখন হইতেই বেশ ভাল ভাবে গঠিত হয়, তাহা করিতে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে উচিত। স্বভাবকে এমন ভাবে তৈয়ার করিবে যে, এ সব সৎকার্য্য করার জন্য আর চেষ্টা করিতে না হয়, সে গুলি এমনই যেন অভ্যস্ত হইয়া যায়; কখন ভুল না হয়। দেখ চারুপাঠে আছে যে, "স্বভাব সর্ব্বোপরি প্রবল বটে কিন্তু অভ্যাসও সামান্য প্রবল নহে," এ বাক্যটিও অমূল্য সত্য। অভ্যাস একবার দৃঢ় হইয়া গেলে তাহাকে দূর করিতে শত চেষ্টা করিলেও যেন সম্পূর্ণ দূর হইতে চায় না। এ জন্য সৎকার্য্যের ও সৎস্বভাবের অভ্যাস যত বেশী করা যায়, আর নিন্দনীয় অভ্যাসগুলি যতই কম করা যায়, বা যত না করা যায়, ততই সুখ, ততই ধর্ম্ম, ততই প্রশংসা। এইরূপ অভ্যাসের দ্বারাই স্বভাবের গঠন হয়। স্বভাবের গঠন করা সম্বন্ধে কোমল বয়স যেমন উপযুক্ত, বেশী বয়স কখন সেরূপ নহে; এজন্য আমার শত চেষ্টা যে, তোমার

বয়সের বেশী বৃদ্ধি না হইতে হইতে তুমি সমস্ত সদ্‌গুণ গুলি আয়ত্ত করিয়া লও, এবং অসদ্‌গুণ গুলি একেবারে পরিত্যাগ কর। এখনও তুমি বালিকা, কিন্তু তুমি চিরকাল বালিকা থাকিবে না, ক্রমে যুবতী ও গৃহিণী হইবে; কিন্তু এখন স্বভাবটি যে ভাবে গঠিত করিবে, তাহা চিরকালই তোমার সঙ্গে সঙ্গ থাকিবে, এবং তাহারই সুফল বা কুফল তোমাকে সারাজীবন ভোগ করিতে হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ও আমার আত্মীয় স্বজন সকলকেই ভোগ করিতে হইবে। রমণীই গৃহলক্ষ্মী, রমণীই দেবী এবং শান্তির প্রতিমূর্ত্তি। যদি রমণীগণ সৎস্বভাবান্বিত হয়, তবে সংসারে চিরকাল শান্তি বিরাজ করে, দুঃখ বা অভাব সে সংসারকে পীড়িত করিতে পারে না। কারণ, সতী রমণী সংসারের সব দুঃখ বা অভাব সহাস্য বদনে সহ্য করেন, এবং যাহাতে তাহারই মধ্যে সুখ সচ্ছন্দতার সমাবেশ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করেন। শান্তি মানুষের মনে; টাকা কড়ি পোষাক পরিচ্ছদে শান্তি নাই, এ কথার দৃষ্টান্ত অনেক সংসারেই দেখা যায়, তুমিও বোধ হয় দেখিয়াছ। যে সমস্ত লোক অনেক টাকা রোজগার করিতেছে, কিন্তু বাটীর মধ্যে কেবল হিংসা, দ্বেষ, ঝগড়া, বিবাদ, তাহারা যে কতদূর মনের

অসুখে দিন কাটায়, তাহা তুমি নিজে চক্ষের উপরই, বাটীর কাছেই দেখিতেছ, অনেক স্থানেই তাহা দেখা যাইতে পারে। আর যাহাদের বাড়ীর মধ্যে হিংসা-দ্বেষ নাই, পরস্পরে ভাল-বাসাবাসির সঙ্গে সুখে বাস করিতেছে, তাহারা যদি দরিদ্রও হয়, বেশী অর্থোপার্জ্জন করিতে নাও পারে, তবু মনের অসুখে থাকে না। মনের সুখ, মনের শান্তি, এইটাই সংসারে প্রধান আবশ্যক। তাহা যদি থাকে, তবে কোন রূপেই মনে বা সংসারে কষ্ট হয় না। সেই মনের সুখ ও শান্তি দিবার প্রধান উপায় তোমরা। তোমরা যদি সেইরূপ চেষ্টা কর, তাহা হইলে পরিবারের মধ্যে অনায়াসে সুখ-শান্তি আনিতে পার। তাহাতে যে কেবল আমরাই উপকার পাইব তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাইবে যে, তোমাদের মনেও সুখ এবং শান্তি হইবে। আর যদি পাঁচ জনে ভাল বলিয়া প্রশংসা করে, তবে সেটা কি বড় একটা কম সুখ? সেটা কি একটা কম সৌভাগ্য? 'সু' নামের সৌভাগ্য সকলের হয় না; "যশোভাগ্য সকলের থাকে না" এ কথাটা অনেক সময় শুনিতে পাই, কিন্তু আমি বলি, যাহার হয় না সে উহার জন্য চেষ্টা করে নাই।

এত বড় একটা সৌভাগ্য পাইতে হইলে যে চেষ্টার

প্রয়োজন, নিশ্চয় তাহারা সে দিক দিয়াও যায় নাই। যাহারা কেবল ষোল আনা নিজের লাভ, সুখ ও স্বচ্ছন্দের দিকেই দৃষ্টি রাখিতে চায়, কোন ক্রমেই তাহার একচুল ব্যতিক্রম করিতে যাহারা ইচ্ছা করে না, সদুপদেশ বা পরামর্শকে যাহারা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া নিজের ইচ্ছা-মত সমস্ত কাজ করে, তাহারা কেমন করিয়া আশা করিতে পারে যে, দেশে, গ্রামে বা পরিবারে সকলে তাহাদিগকে প্রশংসা করিবে? যশ ও সৌভাগ্য পাইতে হইলে স্বার্থ ত্যাগ করা প্রয়োজন, এবং শুধু নিজের দিকে না তাকাইয়া আর দশজনের দিকেও দৃষ্টি করা প্রয়োজন; বরং পরিবারস্থ দশজনের দিক আগে দেখিয়া, তারপর নিজের দিকে দেখিলেই ভাল হয়। এইরূপে যে কাজ করিতে পারে, তাহার নিশ্চয় প্রশংসা হইবে। কোন কোন রমণী দুর্ভাগ্য বশতঃ এরূপ উগ্রপ্রকৃতির শাশুড়ী, ননদ-প্রভৃতির হাতে পড়েন যে, তাঁহারা বহু চেষ্টাতেও কিছুতেই বাক্য-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পান না। কিছুতেই সে সব শাশুড়ীদের মুখ হইতে তাঁহাদের প্রশংসা বাহির হয় না; এটা নিতান্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। এমনও দেখা যায় যে, সুশীলা রমণীগণ উগ্রা শাশুড়ীর মনোরঞ্জন জন্য দেহ পাত করিয়াও তাঁহার রোষের হাত হইতে নিস্তার পান

না। অনেক সময় এই সব শাশুড়ীদের হস্তে তাঁহারা প্রহার পর্য্যন্ত লাভ করেন। তাঁহাদের ন্যায় সুশীলার প্রতি আমার হৃদয়ের সমবেদনা খুব বেশী। এরূপ স্থলে তাঁহাদের মনে এ ভাব আসিতে পারে বটে যে, এত করিয়াও যখন মন পাইতেছি না, তবে কেন বৃথা এ সব করিয়া মরি? করিলেও যা, না করিলেও তা। অতএব এ সব না করিয়া ঝগড়া দ্বন্দ্বই করা যাউক। কিন্তু সেরূপ স্থলে আমার পরামর্শ এই যে, ঝগড়া দ্বন্দ্ব করিলে কখন সুফল ফলিবে না, বরং কুফলই ফলিবে। যে মিষ্টভাবে তুষ্ট হইল না, তাহাকে উগ্রভাবে নিবৃত্ত করা কঠিন ব্যাপার। 'অসম্ভব' এ কথা বলিলাম না—কারণ কচিৎ এরূপও দেখা যায় যে, যতক্ষণ একেবারে চুপ করিয়া থাকা যায়, ততক্ষণ সে গজর্ গজর্ কিছুতেই থামে না, শেষে একটা প্রলয়-কাণ্ড হইয়া গেলে, তবে শান্ত হয়। "যেমন জঙ্গলে কচু, তেমনি বাঘা তেঁতুল" না হইলে অনেক সময় শান্তি হয় না। কিন্তু আমি কোন ক্ষেত্রেই এরূপ করিবার পরামর্শ দেই না। মিষ্ট ভাবে যদি না হয়, তবে সহ্য করিবে, তাহা ভিন্ন শান্তির আশা করা ভুল। নিজের কর্ত্তব্য কার্য্য যথাসাধ্য করিয়া যাইবে, তার পর যাহা হয় হউক। শিষ্টশান্ত-ভাবে থাকিলে অনেক

সময় ঐ সব উগ্রা শাশুড়ী প্রভৃতিও ঈশ্বর কৃপায় অনুকূল হন, এরূপ দৃষ্টান্তও দেখিয়াছি। আর ঐরূপ সুশীলাগণ যদিও বাটীতে উগ্রাগণের নিকট প্রশংসা পান না, কিন্তু গ্রামস্থ আর দশজনে তাঁহাদিগকে নিশ্চিতই খুব প্রশংসা করেন, এবং তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া উগ্রাগণকেই বিশেষ নিন্দা করেন। কিন্তু তাঁহারাও যদি উগ্রভাব দেখান, তবে দশজনে আর সে সমবেদনা প্রকাশ করিবে না। এরূপও দেখা যায় যে, বধূ ঐরূপ ভাবে নীরবে সহ্য করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে করিতে ক্রমে নিজ গুণে উগ্রা শাশুড়ী বা ননদ প্রভৃতিকে সৎপথে আনিয়াছে। এজন্য আমার অনুরোধ ও পরামর্শ এই যে, ঐরূপ স্থলেও ঈশ্বরে ভরসা করিয়া কেবল সহ্য করিবে। "কথায় কথা বাড়ে" এ কথাটা সত্য। ঝগড়ার উত্তর না পাইলে ঝগড়া করিয়া সুবিধা হয় না। তখন একাকী খানিক গজর্ গজর্ করিয়া আপনিই নিবৃত্ত হইয়া যায়। যদি সে গজর্ গজর্ নিতান্ত অসহ্য বোধ হয়, তবে বরং কাণে তুলা দিয়া থাকিলে মন্দ হয় না। হাসিতেছ বুঝি; তা হাস, কিন্তু কথাটা যা বলিলাম, একবার ভেবে দেখ।

অতএব দেখ, সব দিকেই সৎস্বভাবের বড়ই দরকার; আর শেষে সংসারে সৎস্বভাবেরই জয় হয়। দেখ আমা-

দের দেশের পূর্ব্বের গৃহিণীদিগের কেহ কেহ যদি বাল্য-কালে শিক্ষার অভাবে প্রথরা ঝগড়াটে হইয়া থাকেন, তবে তাহাও বরং মার্জ্জনীয়, কিন্তু তোমাদের মত নব্যা রমণীরা যদি লেখাপড়া শিখিয়া, সদুপদেশ পাইয়া শেষে আবার তাঁহাদের মত এক একজন গৃহিণী হইয়া পড়ে এবং ভবিষ্যতে পুত্রবধূ বেচারাদের উপর ঐরূপ অত্যাচার করে, তবে তাহা কেমন করিয়া মার্জ্জনীয় হইবে? আর এত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া বিদ্যালাভ এবং সৎশিক্ষা লাভেরই বা ফল কি হইল? তোমাদিগকে এখন নানা প্রকারে সৎপথ দেখাইয়া দেওয়া হইতেছে, কেমন করিয়া সে পথে চলিতে হইবে, তাহাও বলিয়া দেওয়া হইতেছে; অন্যপথে যাইতে দেখিলে সাবধান করিয়া দেওয়া হইতেছে, তথাপি যদি তোমরা সদ্‌গুণশালিনী না হও, তবে সে দোষ কার?

সর্ব্বদা নিজ সতীভাব বজায় রাখিয়া সংসারে কাজ করিবে, তাহা হইলেই প্রশংসা ও ভালবাসা লাভ করিতে পারিবে। সতীভাব রক্ষাকরার সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ আগামী বারে দিব। আমি ভাল আছি।

শ্রীহরির চরণে মন রাখিয়া গুরুজনকে সেবা ভক্তি করিও, পত্রের উত্তর শীঘ্র দিও—ইতি।

একাদশ পত্র।

পরম কল্যাণীয়াসু।

স———, তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত জ্ঞাত হইলাম। তুমি বাটীতে বেশ ভালমত চলিতেছ. সকলকে প্রণাম করিতেছ, দিনের বেলা না ঘুমাইয়া কাজকর্ম্ম ও পড়াশুনা করিতেছ, বাড়ীর সকলে তোমাকে বেশ ভাল বাসিতেছেন, ইহা জানিয়া যে আমি আনন্দিত হইয়াছি, তাহা বলাই বাহুল্য। তুমি যে আমার কথামত চলিতে চেষ্টা করিতেছ, ইহাতেই আমি সুখী; আর এই কথামত চলিয়া তোমার নিজেরও যে বেশ ভাল হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও হইবে বলিয়া বুঝিতে পারিতেছ, ইহাই বিশেষ আনন্দের বিষয়। যাহাহউক আমি আশীর্ব্বাদ করি জগদীশ্বর তোমাকে সকলের নিকট আদরিণী করুন, তাহা হইলেই আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হয়, এবং ভবিষ্যতে সুখ শান্তিতে থাকিতে পারিব বলিয়া ভরসা করিতে পারি। তোমাকে গতবারে সতীভাব সম্বন্ধে কিছু বলিব বলিয়াছিলাম, আজ তাহাই বলিতেছি। বেশ মনোযোগ দিয়া পড়িও, এবং সেই অনুসারে চলিতে চেষ্টা করিও।

সতীভাব বা সতীত্ব রমণীগণের প্রধান অলঙ্কার।

বিশেষতঃ আমাদের হিন্দু রমণীর সতীত্ব আরও বেশী মূল্যবান্—উহা অমূল্য। একটি কবিতায় আছে ;—

"সতীত্ব সোণার নিধি বিধিদত্ত ধন,
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এহেন রতন।"

বাস্তবিক রমণীর সতীত্ব এমনি অমূল্য রত্ন বটে। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রকারগণ সতী রমণীকে ভগবতীর অংশ বলিয়া দেবতার মত মান্য করিতেন। তুমি হয়ত বলিবে যে, "এ কথা আর কে না জানে? সকল মেয়েই জানে যে, সতীত্ব কি জিনিস; একথা পুরুষ অপেক্ষা মেয়েরা ভালই জানে।" এ কথা বলিতে পার বটে, কিন্তু আজ কাল দেখা যায় যে, সাধারণতঃ এই সতীত্ব কথাটা বড়ই সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ খাট হইয়া পড়িয়াছে। অনেক রমণীই আজকাল মনে করেন যে, কোন বিশেষ একটা পাপকার্য্য হইতে নিরস্ত থাকিলেই সতীত্ব রক্ষা করা হইল; এজন্য তাঁহারা কেবল সেই দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন; কিন্তু বাস্তবিক সতীত্ব কথাটা কেবল সেই অর্থ প্রকাশ করে না; সেটা একটা প্রধান অঙ্গ বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে আরও কতকগুলি অঙ্গ আছে, সে গুলির যথোচিত রক্ষা না করিলে প্রকৃত সতীত্ব রক্ষা করা হয় না; এজন্য আজ তোমাকে সেই কথা গুলি বলিতে চাহিতেছি। তবে এই স্থানে

একটা কথা মনে পড়িল। আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, অনেক স্বামী স্বীয় স্বীয় স্ত্রীর নিকট সতীত্বের কথা উপস্থিত করায়, ও তৎসম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ায়, স্ত্রীগণ মনে মনে অভিমান করিয়াছেন যে, তাঁহাদের স্বামী তাঁহাদিগকে সন্দেহ করেন। এইরূপ ধারণা করা যে ভুল তাহাতে কি সন্দেহ আছে? তুমি বালিকা মাত্র, সকলের দেখাদেখি তুমিও বা সেই সন্দেহ মনে করিয়া অভিমান করিয়া ফেল, সেই জন্য এই কথাটা বলিলাম।

স্ত্রীগণকে সৎ পথ দেখাইয়া দেওয়া স্বামীমাত্রেরই কর্ত্তব্য। কেবল স্বামী কেন, পিতা, ভ্রাতা এবং উপদেশ দিবার যোগ্য লোক যাঁহারা থাকেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ পরিবারস্থ রমণীগণকে ও বালিকাগণকে বয়স-অনুসারে রমণীর কর্ত্তব্য-বিষয়ক সব শিক্ষাই দেওয়া কর্ত্তব্য। আমিও সেই কর্ত্তব্য মনে করিয়াই এই সব কথা বলিতেছি। অতএব তুমি বেশ মন দিয়া আমার কথাগুলি শুনিও, এবং সেই অনুসারে কার্য্য করিও। আমি নিশ্চিত বলিতেছি, এ অনুসারে চলিলে সুখী হইবে।

সর্ব্বপ্রকারে রমণীর ধর্ম্ম বজায় রাখার নামই সতীত্ব। শুধু কার্য্যে নহে, মনেও কোন অসৎ বা নিষিদ্ধ বিষয় স্থান দিতে হইবে না। শাস্ত্রে বলে পাপ মনে, পাপ

বাহিরেই নহে, অর্থাৎ মনে যদি পাপ কার্য্য করিতে দৃঢ় ইচ্ছা হইল, তাহা হইলেই সে পাপ কার্য্য করা হইল। কারণ ইচ্ছা যখন হইয়াছে, তখন সুযোগ, এবং অবসর পাইলে অনায়াসেই সে পাপ কার্য্য করিতে পারা যায়; অতত্রব পাপ চিন্তাই মন হইতে দূর করিতে হইবে। হিন্দুশাস্ত্র এজন্য বলেন যে স্বামী ভিন্ন পরপুরুষের মুখ দর্শন পর্য্যন্ত রমণীর পক্ষে নিষিদ্ধ। কারণ, মানুষের মন চঞ্চল, পুরুষান্তরের দিকে সর্ব্বদা তাকাইলে কি জানি যদি স্বীয় স্বামীর উপর শ্রদ্ধার হ্রাস, বা বিরাগ উপস্থিত হয়; যদি একটুও স্বামীর প্রতি অভক্তি, অশ্রদ্ধা বা বিরাগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলেই সতাধর্ম্মে পতিতা হইতে হইল। এজন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যাঁহার সহিত বিবাহ হইয়াছে, তিনি যতই কুরূপ বা নির্গুণ হউন না কেন, সতী সর্ব্বদা তাঁহাতেই স্বীয় প্রাণ-মন অর্প্পণ করিবেন, এবং তদ্‌গত-চিত্ত হইয়া তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে ভজনা করিবেন। সতী কখন মনে মনেও স্বামীর নিন্দা করিবেন না, এবং অন্যের মুখে স্বামীর নিন্দা শ্রবণ করিবেন না। তুমি জান সতীর শিরোমণি দক্ষকন্যা সতীদেবী শিবনিন্দা শ্রবণে স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমাদের রামায়ণের সতীলক্ষ্মী সীতাদেবী রামগত-প্রাণা

ছিলেন; রাবণ তাঁহাকে চুরী করিয়া লইয়া কত ভয় দেখাইয়াছিল, কত প্রলোভন দেখাইয়াছিল, কত খোসামোদ করিয়াছিল, কত যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা দিয়াছিল, তথাপি তিনি সে পাপিষ্ঠের কথায় কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, তাহার দিকে পর্য্যন্ত তাকান নাই, কেবল রামচন্দ্রের মূর্ত্তি ধ্যান করিতেন। এমনই তাঁর সতীত্বের প্রভাব যে, আগুনে ঝাঁপ দিয়াও তিনি পুড়িলেন না! তারপর অযোধ্যায় আসিয়া যখন রামচন্দ্র লোকাপবাদে বাধ্য হইয়া প্রজার মনস্তুষ্টিসাধন-পূর্ব্বক রাজধর্ম্মপালন জন্য তাঁহাকে আবার বনে দিলেন, তখনও তিনি রামের উপর একটুও বিরক্ত হইলেন না, কর যোড়ে প্রার্থনা করিলেন, "পুনর্জ্জন্মেও যেন আমি রামচন্দ্রের ন্যায় স্বামী পাই।" তিনি এই সব দুঃখ নিজ অদৃষ্টের দোষ বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু কোন দিনই কোন সময়ে রামচন্দ্রের প্রতি দোষরোপ করেন নাই। তারপর রাজা শ্রীবৎসের স্ত্রী চিন্তাদেবীর কথা, নলরাজার পত্নী দময়ন্তীর কথা, আর সতীর জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি সেই সাবিত্রী দেবীর কথা, এই সব মনে কর দেখি।

সতী রমণীগণের ঐ সব দেবচরিত্র সর্ব্বদা মনে গাঁথা থাকা চাই, এবং সর্ব্বদা তাঁহাদের কার্য্যাবলী মনে মনে ও পাঁচ জনে একত্র বসিয়া আলোচনা করা চাই। পর নিন্দা

ও কুৎসিত বিষয়ের আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া এইসব সতীগণের চরিত্র আলোচনায় ইহকাল ও পরকালের উপকার হয়। মনে কোন কুভাব প্রবেশ করিতেই পারে না। অতএব সকল রমণীরই ঐ সব আদর্শ চরিত্র মনে মনে ধ্যান ও অনুকরণ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

লজ্জা সতীত্বের একটা প্রধান অঙ্গ। লজ্জাহীনা রমণীকে ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ সতী বলেন না। লজ্জাহীনা রমণী বস্তুতঃ পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্তা থাকিলেও, সে রমণী-ধর্ম্মে পতিতা, সুতরাং তাহাকে আদর্শ সতীর উচ্চ আসন দেওয়া যায় না। লজ্জা অর্থে আমি আধ হাত বা একহাত ঘোমটা দেওয়ার কথা বলিতেছি না; ঘোমটা দিলেই যে লজ্জা থাকে, আর ঘোমটা না দিলেই যে লজ্জা থাকে না, তার কোন কথা নাই। স্ত্রীলোকের যে স্বাভাবিক একটা সঙ্কোচের ভাব আছে, সেইটা যাহাতে থাকে তাহাই করা আবশ্যক। অনেক স্ত্রীলোককে দেখা যায় যে, তাঁহারা বেশী পুরুষ ঘ্যাঁসা, অর্থাৎ পুরুষ মানুষদের সঙ্গে আলাপ, হাস্য ও পরিহাস করিতেই বেশী ভাল বাসেন, এবং অনেক সময় শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিয়াও হাসি ঠাট্টা চালাইয়া থাকেন; তাঁহাদের এই ব্যবহার লজ্জাশীলতার পরিচায়ক নহে। কেহ কেহ আবার ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া,

দেয়াল কবাটের আড়ালে থাকিয়া মেঘনাদের মত এমন সব চোকা চোকা রহস্য বিদ্রূপ-বাণ নিক্ষেপ করেন যে, তাহা কি বলিব। ইঁহাদের সবই চলিতেছে, কেবল পর্দ্দা আড়াল মাত্র! এই বুঝি লজ্জাশীলতা? অনেক রমণী বাসর ঘরে বরের সহিত যেরূপ কুৎসিত আমোদ ও গান করিয়া থাকেন, তাহা অতীব দূষণীয় এবং অভদ্রোচিত, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

লজ্জাশীলা সতী রমণী নিজ ভগিনীপতি প্রভৃতির সঙ্গে পর্য্যন্ত অধিক ঠাট্টা তামাসা করিতে অপারগ হন। রহস্য ও তামাসামাত্রেই যে দোষের, আমি তাহা বলিতেছি না, এবং সর্ব্বদা পেচকবৃত্তি অবলম্বনের উপদেশ দিতেছি না। পরিহাস প্রভৃতি হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করে, সুতরাং তাহারও আবশ্যকতা আছে। কিন্তু রহস্যও সদোষ ও নির্দ্দোষ আছে। জল খাবার প্রভৃতিতে কারচুপী করিয়া আমোদ করা, কি গল্পচ্ছলে বিশুদ্ধভাবে তামাসা করা প্রভৃতি নির্দ্দোষ পরিহাস। কিন্তু অনেক সময় নানা প্রকার কুৎসিত ঠাট্টা, তামাসা, ছড়া, গান, ইত্যাদি চলিয়া থাকে, সেগুলি বিষের মত পরিত্যাগ করিবে। ননদের স্বামী বা ঐরূপ সামাজিক প্রথার তামাসার যোগ্য ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে ঐ লক্ষ্য রাখিবে। যেখানেই

কথাবার্ত্তা বা রহস্য ঠাট্টা চলুক না কেন, যাহাতে নিজের লজ্জাশীলতা এবং শ্লীলতা বজায় থাকে. সেইরূপ করিয়া চলিতে হইবে। অনেকের ধারণা, রহস্য ঠাট্টাপ্রভৃতি আর নির্দ্দোষ হইতে পারে না, কুৎসিত বিষয় অবলম্বন, অথবা অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ না করিলে আর তাহা হয় না, কিন্তু এটা একটা বিষম ভুল। তবে নির্দ্দোষ রসিকতা করিতে একটু বুদ্ধি-বিবেচনার প্রয়োজন, তাহা খাটাইলেই সব চলিতে পারে। কিন্তু অনেকেই তাহা পারিয়া উঠেন না, শেষরক্ষা অনেকেরই হয় না!

এই জন্যই বলিতেছি, অন্য পুরুষের সহিত যত কম আলাপ বা কথাবার্ত্তা হয় ততই ভাল। অন্য পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের একাকী কখনও কোনরূপ কথাবার্ত্তা বলা কর্ত্তব্য নহে, কেহ না কেহ সঙ্গে থাকা আবশ্যক। একটা ছোট কথা বলিয়া রাখি যে, কোন সময়েই যেন নিজ চরিত্রের প্রতি একটা অতিরিক্ত অকাটা বিশ্বাস না থাকে। এসংসারে চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখা বড় কঠিন ব্যাপার। ভগবানের করুণা ব্যতীত উহা হইয়া উঠে না। আপনাকে সচ্চরিত্র বলিয়া যাঁহারা বড়াই করিতে যান, তাঁহাদেরই আগে অধঃপতন হয়। অতএব ভগবানের চরণে ভক্তি ও ধর্ম্মে মতি রাখিয়া সর্ব্বদা সাবধান হইয়া চলা উচিত।

অনেক রমণী, ইহাতে দোষ কি, উহাতে দোষ কি, এইরূপ করিয়া রসিকতা, ঠাট্টা, তামাসা, প্রভৃতিতে এক এক মাত্রা উপরে উঠেন, এবং কেহ তাঁহাদিগকে সে বিষয়ে সাবধান করিলে, বা তাহাতে প্রতিবাদ করিলে, তাহাদিগকে নীচমনা, পাপমতি, সঙ্কীর্ণহৃদয়, প্রভৃতি বলিয়া উপহাস ও তিরস্কার করেন। তাঁহারা ঐরূপ ভাব প্রকাশ করাটাই উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় এবং আত্মীয়তা প্রকাশ বলিয়া মনে করেন এবং তাহাতে যে, দোষ থাকিতে পারে তাহা প্রথমে নিজেরাও বিশ্বাস করেন না। শেষে অনেক সময়ই তাঁহাদের অজ্ঞাতসারেই সর্ব্বনাশ হইয়া যায়! পরে হাহাকার করিতেও দেখা যায়, কিন্তু তখন আর হাহাকারে ফল কি?

যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, "মন মত্ত মাতঙ্গ, তাহাকে সর্ব্বদা জ্ঞানরূপ অঙ্কুশে শাসন করিয়া সুপথে রাখিতে হয়।" কথাঠা আমি বড়ই ঠিক বলিয়া মনে করি। ইংরাজিতেও একটা কথা আছে যে, "ঠেকে শেখাটা সর্ব্বস্থলেই বড় বেশী ক্ষতি স্বীকার করিয়া শিখিতে হয়, এজন্য পূর্ব্ব হইতে বুঝিয়া চলাই কর্ত্তব্য।" এ কথাটাও বড়ই মূল্যবান্। বিশেষতঃ সতীত্ব এমন জিনিস যে, হারাইলে আর কিছুতে মিলিবে না; এমন স্থলে সতীত্ব লইয়া পরীক্ষা করিতে যাওয়া,

কখন বুদ্ধিমতীর কর্ত্তব্য নহে। যাহারা ঠেকিয়াছে, তাহা-দের দশা দেখিয়া এবং শুনিয়াই নিজের পথ চিনিয়া চলা উচিত। তাই বলিতেছিলাম, ঐরূপ সব আমোদ যেন তোমার মনেও স্থান না পায়। আবশ্যক মত কথা বলিবে, আদর, যত্ন প্রভৃতি সবই করিবে, রহস্য পরিহাস ও না করিবে তাহা নয়, কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে, তাহা যেন কখনই ভদ্রতার সীমা উল্লঙ্ঘন না করে। আজ পত্র বড় লম্বা হইয়া পড়িল; সব কথা বলা শেষ হইল না। অতএব আগামী বারের পত্রে এ বিষয় শেষ করিব। আজ যে কথাগুলি বলিলাম, তাহা বেশ মন দিয়া পড়িও, এবং উপদেশগুলি মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া রাখিও। শ্রীহরির চরণে মতি রাখিয়া সংসারের কাজ কর্ম্ম করিও, এবং ভাল হইবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিও। শীঘ্র পত্র দিও; আজ এইখানেই ইতি—

দ্বাদশ পত্র।

পরম কল্যাণীয়াসু।

স——, তোমার পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম। গত পত্রে তুমি খুব সন্তুষ্ট হইয়াছ জানিয়া বড় সুখী হইলাম। তুমি লিখিয়াছ যে, ঐ পত্রের অনেক কথা আমাকে তুমি বলিয়াছিলে, এবং কতকগুলি দোষেরও উল্লেখ করিয়াছিলে; তাহা সত্য। তুমি যে ঐ সব ব্যবহার ভাল বাস না, তাহা আমি বেশ জানি; তথাপি সব কথাই আবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া ও সাবধান করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, এই জন্যই লিখিতেছি। আশা করি, তুমি জান বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া এ গুলি বেশ মন দিয়া পড়িবে, এবং মনে মনে বুঝিয়া ধারণা করিবে। সৎপথে চলা বড় কঠিন ব্যাপার। অনেক সময়ই কুপ্রবৃত্তি সমস্ত আমাদিগকে বিপথে লইয়া যাইতে নানারূপ লোভ দেখায়, এজন্য সদুপদেশসকল মনের মধ্যে সর্ব্বদা ঝালাইয়া লইলে ঐ সব প্রলোভনের হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে। অতএব তুমি এই সমস্ত কথা গুলি কেবল পড়িবে না, মনেও ভাল করিয়া আঁকিয়া রাখিবে।

পূর্ব্বের পত্রেই তোমাকে বলিয়াছি যে, লজ্জা সতীত্বের

একটা প্রধান অঙ্গ। এই লজ্জাশীলতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলে সতীত্ব রক্ষা বিষয়ে বিশেষ সহায়তা হয়। লজ্জার বিষয় পূর্ব্বে এক পত্রে তোমাকে বলিয়াছি। সেই পত্র খানি খুজিয়া দেখিবে এবং পুনরায় পাঠ করিবে।

পুরুষদিগের সঙ্গে কথন খুব বেশী মিশিবে না, বেশীক্ষণ তাহাদের সঙ্গে একত্র থাকিবে না, বা আলাপ করিবে না। অবশ্য সংসারে বাস করিতে হইলে দেবর, ভগিনীপতি, ননদের স্বামী প্রভৃতি আত্মীয় পুরুষগণের সহিত আলাপ করিতে হয়, ব্যবহার করিতে হয়; সেটা করা অবশ্য কর্ত্তব; সেটা না করিলে ভাল দেখায় না, না করাও ভাল নয় বটে; কিন্তু আলাপ সৎভাবেও করা যাইতে পারে, আর আলাপ করিলেই যে দোষ হইল, তাহা নয়। অন্যায়রূপ ঠাট্টা তামাসা কিছু না করিয়া নিজের মান মর্য্যাদা গম্ভীর-ভাবে রক্ষা করিয়াও বেশ কথাবার্ত্তা বলা যাইতে পারে, এবং সেরূপ করিলে ঐ সব আত্মীয়গণও সম্ভ্রমের সহিত নিশ্চয়ই সেইরূপ ব্যবহার করিবেন, এবং মনে মনে তোমার প্রশংসাও করিবেন। তাঁহাদের সঙ্গে ব্যবহারে বা আলাপে অনিবার্য্য প্রয়োজন ব্যতীত কথন একাসনে, বা অত্যন্ত নিকটে বসিবে না। অনিবার্য্য প্রয়োজন বলিলাম, কারণ পীড়ার সময়ে তাঁহাদের শুশ্রূষা প্রভৃতি

করার জন্য নিকটে বসা অবশ্য কর্ত্তব্য; তাহাতে কোন দোষ হইতে পারে না; তবে সে সময়ও অনেকে সম্পূর্ণ একাকী থাকেন না, কোন একটী ছেলে মেয়েকে অন্ততঃ সঙ্গে রাখিয়া থাকেন, সেটা আমি মন্দ বলি না। যাহাহউক, ঐরূপ অসুস্থতাদির সময়ে তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সেবা শুশ্রূষা সবই করিবে, কিন্তু তাহা ভিন্ন অন্য সময় তাঁহাদিগের খুব নিকটে বা এক আসনে উপবেশন করিবে না, বা বিনা প্রয়োজনে তাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিবে না।

উচ্চ হাস্য, দ্রুত গমন, লোভ, মিথ্যা কথন, প্রভৃতি সতীরমণীর নিষিদ্ধ। উচ্চ হাস্য অর্থে খুব শব্দ করিয়া হাসা। বাটীর মধ্যে হাস্য করিতেছে, বাহির বাড়ীতে পর্য্যন্ত তার ঢেউ খেলিতেছে, সেরূপ করা কখন কর্ত্তব্য নহে। চাল চলনেও সর্ব্বদা বেশ সতর্কতা ও লজ্জা-শীলতার দরকার। তার পর স্বামীর প্রিয় কার্য্য সাধন সতীত্বের একটি প্রধান অঙ্গ। এ বিষয়েও রমণীগণ অনেক সময় বড় ভুল বুঝিয়া থাকেন। যাঁহারা স্বামীকে নিজের হাতের মুঠার মধ্যে রাখিয়া নিজের ইচ্ছা অনুসারে চালাইতে যান, তাঁহাদের কথা তো ছাড়িয়াই দাও, তাঁহা-দিগকে কথনই প্রকৃত সতী বলিতে পারিব না, তবে যাঁহারা মনে করেন যে, কেবল স্বামীর সুখসচ্ছন্দতাতে দৃষ্টি

রাখাই সতী রমণীর কর্ত্তব্য, তাঁহারাও, আমার বোধ হয়, ভুল করিয়া থাকেন। স্বামীর প্রিয় কার্য্য সাধনের অর্থ স্বামীর মনে সর্ব্বপ্রকার সুখ প্রদান করা। তাহা কেবল স্বামীর সুখসচ্ছন্দতার দিকে তাকাইলেই সিদ্ধ হয় না। কারণ স্বামীর মাতা, পিতা, ভাই, ভাই-বৌ, ভাইয়ের ছেলে মেয়ে, বোন্ ইত্যাদির মনে সুখ দিতে না পারিলে স্বামীকে প্রকৃত সুখী করা হয় না। স্বামীর সুখের দিকে দৃষ্টি রাখিতেছ, অথচ তাঁহার মাতা, ভগ্নী প্রভৃতির সঙ্গে উগ্র-চণ্ডার পালা গাহিতেছ, তাহাতে কি স্বামী প্রকৃত পক্ষে মনে মনে সুখ পাইতে পারেন? তাঁহার মনে নিশ্চয়ই তাহাতে কষ্ট লাগে, এজন্য স্বামীর অন্যান্য পরিবার বর্গকেও যথাযোগ্য সেবা, ভক্তি, স্নেহ, মমতা দ্বারা সন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য। আবার কোন কোন স্থলে এরূপ দেখা যায় যে, বধূগণ শত চেষ্টা করিয়াও শাশুড়ী ননদ প্রভৃতির মন যোগাইতে পারে না, অর্থাৎ শাশুড়ী প্রভৃতি হয়ত বড় মন্দ, সেজন্য সংসারে সর্ব্বদা অশান্তি লাগিয়াই আছে, সেখানে বেচারা বধূর কি ক্ষমতা যে, সংসার সুখ-শান্তি-পূর্ণ করিয়া তুলিবে? সে কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। নিজের যাহা কর্ত্তব্য তাহা সাধ্যমত পালন করিয়া যাইবে, তার পরও যদি অশান্তি ঘটে, তবে তাহাতে তোমার দোষ নাই। এসব বিষয় তোমাকে

পূর্ব্বে অনেক বলিয়াছি, এখন কেবল সে গুলি স্মরণ করাইয়া দিতেছি মাত্র। সতী সর্ব্বদা প্রিয়বাদিনী হইবেন, ছায়ার মত সর্ব্বদা স্বামীর অনুগামিনী হইবেন; মনে, বাক্যে ও কার্য্যে স্বামীর প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমতী হইবেন এবং স্বামীর মত অনুসারে সব কাজ করিবেন। যাহাতে স্বামীর মনে কষ্ট হয় এরূপ কাজ কখন করিবেন না, বা এরূপ কথা ব্যবহার করিবেন না। স্বামীকে অসৎপথাবলম্বী হইতে দেখিলে বিনয়ে ও মিষ্ট বাক্যে তাঁহাকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিবেন; সৎকার্য্য করিতে দেখিলে তাহাতে তাঁহাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিবেন এবং সাহায্য করিবেন। স্বামীর মনে সৎভাবের অভাব দেখিলে স্বীয় যত্নে তাঁহার মনে সে ভাব জাগাইয়া দিবেন। স্বামীর সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইবেন এবং স্বামীর সংসারের অবস্থা বুঝিয়া সর্ব্বদা চলিবেন। তিনি স্বামীর নিন্দা শ্রবণ করিবেন না, কোন অসৎ প্রসঙ্গে মন দিবেন না, মনে কুভাব আসিতে পারে, এমন কথা আলোচনা বা সেরূপ পুস্তক পাঠ করিবেন না। নিজ লজ্জাশীলতা ও মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়া সর্ব্বদা চলিবেন। স্বামীর ও অন্যান্য পরিজনের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা এবং দেবার্চ্চনা করিবেন তিনি ধনমদে অহঙ্কার করিবেন না, বা দুরবস্থাতে পড়িলে

হা হুতাশ করিবেন না, এবং নিজ পরিবারের কোন ছিদ্র বাহিরের লোককে জানিতে দিবেন না। তিনি সর্ব্বদা প্রফুল্লমুখী হইয়া পরিজনগণের আনন্দবর্দ্ধন করিবেন। কত বলিব? যে সতীর সম্মান স্বর্গের দেবতাগণ পর্য্যন্ত করেন, যে সতীর তেজে আগুণ জল হয়, মৃত ব্যক্তি জীবন পায়, চন্দ্র সূর্য্যের গতি রোধ হয়, সেই সতী হওয়া কি বড় সহজ কথা? ভাল হইবার পথ বড় কঠিন, মন্দ হওয়ার পথ বড় সোজা। এজন্য ভাল হইবার পথে খুব বুদ্ধি খাটাইয়া পরমেশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিয়া চলিতে হয়।

অবশ্য ঐ আদর্শ বড় কঠিন! কিন্তু ঐ আদর্শ ধরিয়া তদনুসারে চলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া যতদূর অগ্রসর হওয়া যায়, তাহাই যথেষ্ট লাভ! সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ না হইলেও যতটা হয় তাহাও তো সেই ভালর দিকেই হইবে? সুতরাং সে চেষ্টায় ক্ষতি কি?

সংক্ষেপে তোমাকে এ সম্বন্ধে সব কথাই বলিলাম, এখন চলা ফেরা তোমার হাত। তুমি হয়ত বলিবে "এত সব করা কি বড় সহজ কথা? আমার আর ভাল হইয়া কাজ নাই।" যদি ঐরূপ সংকল্প মনে করিয়া থাক তবেতো আর কথাই নাই; তবে আর এত কাগজ কালী ও সময় নষ্ট করি কেন? আর এই দুর্ব্বল

মাথাটাই বা বৃথা খাটিয়া মরে কেন! তবে একটা কথা এই যে, এসবগুলি ভাবিতে যত বেশী কষ্ট কর বলিয়া বোধ হয়, কাজে করিতে আরম্ভ করিলে আর সেরূপ থাকে না। কারণ এগুলির স্বধর্ম্মই এই যে, একটা করা আরম্ভ করিলে আর পাঁচটা তার সঙ্গে সঙ্গে আপনিই হইয়া পড়ে। বিশ্বাস না হয়, পরীক্ষা করিয়া দেখিও। যদি আমার কথা সত্য হয়, তবে ?—অবশ্য আমার কথা মত চলিবে। আজ এই পর্য্যন্তই থাকুক। আমার আশীর্ব্বাদও স্নেহ জানিবে। পূজ্যগণকে প্রণাম ও ভক্তি করা, সংসারের কাজে মন দেওয়া, শ্রীহরির চরণে ভক্তি রাখা ও তাঁহাকে ডাকা ইত্যাদি বিষয়ে যেন ভুল না হয়। পত্র দিতে যেন দেরী করিও না। আজ আসি ইতি—

ত্রয়োদশ পত্র ।

পরম কল্যাণীয়াসু ।

স———, তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হই-য়াছি। তুমি আমাকে যে কয়টা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ তাহা হইতেই আমি বুঝিতেছি যে, ভাল হইবার জন্য তোমার আন্তরিক যত্ন আছে। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি চিরকাল তোমার মনে এই ইচ্ছা জাগাইয়া রাখুন, এবং তিনি তোমার প্রতি তাঁহার করুণা বর্ষণ করুন, যে তুমি সেই কৃপাবলে ভাল পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে পার। দেখ স———, আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে ভাল হওয়াটা তেমন কিছু কঠিন ব্যাপার নহে। বাহিরে দেখিলে উহা যতটা অসম্ভব ও কঠিন বোধ হয়, বাস্তবিক উহা তত কঠিন নহে। তবে যে অনেকে ভাল হইতে পারে না, তাহার কারণ কেবল তাহাদের আন্তরিক ইচ্ছার অভাব ও স্বার্থপরতার প্রবলতা। তাহারা ষোল আনা কি সাড়ে ষোল আনা রূপে নিজের সুখ, নিজের সচ্ছন্দতাই চায়, পরের দিকে আদৌ লক্ষ্য রাখিতে চায় না, তাই তাহারা ভাল হইতে পারে না। তুমি তাহা করিও না, আপনিই ভাল হইবে।

গত দুই পত্রে তোমাকে সতীভাব সম্বন্ধে মোটামুটি একরূপ বলিয়াছি; এবার তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহারই উত্তরচ্ছলে কিছু বলিতেছি। আজ কিছু তাড়াতাড়ি আছে, সংক্ষেপেই বলিব।

তুমি পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে যাহা সব জিজ্ঞাসা করিয়াছ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রে তাহার অনেক আভাস দিয়াছি, সে গুলি তুমি একবার পড়িয়া দেখিও; আবার আজ বিশেষ ভাবে পোষাক পরিচ্ছদের কথাই লিখিতেছি এগুলিও বেশ মন দিয়া পাঠ করিও, এবং কোথাও কোন সন্দেহ থাকিলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিও। তোমার মনে এ কথা গুলি কেমন লাগিল তাহাও জানাইও।

পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বলিতে গেলে প্রথমে বুঝিতে হয় যে, পরিচ্ছদের মুখ্য অর্থাৎ প্রধান উদ্দেশ্য কি? এ কথার উত্তরে সকলেই বলিবে যে শীত তাপ প্রভৃতি হইতে দেহ রক্ষা করাই আদত উদ্দেশ্য হইলেও লজ্জা নিবারণ পরিধেয়ের একটি প্রধান উদ্দেশ্য। সুন্দর দেখাইবার উদ্দেশ্য একান্ত গৌণ। সুতরাং পরিচ্ছদ করিতে আসল উদ্দেশ্য অর্থাৎ লজ্জানিবারণ হয় কিনা তাহার দিকেই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য; তারপর তাহার ভালমন্দ বিচারের কথা, যাহাতে লজ্জা নিবারণ হয় না, সে পরিচ্ছদ

দেখিতে ভাল হইলেও পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ পরিচ্ছদের উদ্দেশ্য তাহাতে সাধিত হয় না। রৌদ্র-নিবারণের জন্য ছাতার ব্যবহার, যদি মাকড়সার জালে ছাতা প্রস্তুত করিয়া তার চারিদিকে নানারূপ ঝালর, মালা ঝুলান যায়, তাহা হইলে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সে ছাতা কিনিবে বা ব্যবহার করিবে? অতএব পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আগেই লজ্জানিবারণের বিষয় দেখিতে হইবে। তার পর, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া অবস্থানুসারে ভাল মন্দ স্থির করিতে হইবে। লজ্জনিবারণ কাহাকে বলে? শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লোকের অদর্শনীয়রূপে আবৃত করিয়া রাখাকেই লজ্জা নিবারণ করা বলে। অতএব যাহাতে আবরণযোগ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অতি সুন্দর-ভাবে সমাবৃত হয়,—তাহাদের রূপ বা গঠনাদি কোনক্রমেই লোকের দৃষ্টিতে না পড়ে, সেইরূপ পরিচ্ছদই ব্যবহার করা উচিত। মোটা জমিনের কাপড় ব্যতীত পাতলা জমিনের কাপড়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, তাই আমি মোটা কাপড়েরই পক্ষপাতী।

আমাদের দেশীয় রমণীগণের কাপড় পরিবার প্রণালী আমার নিকটে বড় ভাল বোধ হয় না; কারণ উহাতে অনেক সময়েই হঠাৎ অপদস্থ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের এবং গুজরাটী রমণীদের পরিচ্ছদ বড় সুন্দর। ঢাকাপ্রভৃতি অঞ্চলের রমণীগণ যেমন দুই ফের দিয়া কাপড় পরেন, সেটিও বেশ ভাল। আমাদের বাঙ্গালার সর্ব্ব স্থলেই ঐরূপ কাপড় পরিবার প্রণালী অনুষ্ঠিত হইলে বোধ হয় খুব ভাল হয়। অবশ্য দেশে একেবারে চলিত না থাকিলে একজন করিতে গেলে অনেক ঠাট্টা তামাসা সহ্য করিতে হয় বটে, কিন্তু এতো কোন অন্যায় কাজ নয়!

যাহাহউক, যদি দেশের চলিত মত কাপড় পরিতে হয়, তবে কথন যেন পাতলা কাপড় না পরা হয়। আটপৌরে কাপড় বেশ স্থূল হইবে। স্থূল বলিতে আমি খুব পুরু চটের মত মোটার কথা বলিতেছি না, তোমরা খড়্গাহস্ত হইও না, আমি বলিতেছি সাধারণ ঘন জমিনের কাপড়ের কথা, সে কাপড় পরিতেও আঁচল বেশী করিয়া রাখিয়া কাপড় পরিবে, এবং মস্তক বক্ষস্থল পৃষ্ঠ প্রভৃতিতে ভালরূপে ফের দিয়া সম্মুখের দিকে বড় আঁচল ঝুলাইয়া দিবে। তাহা হইলেই বেশ আবরুরক্ষা হইল। পথে চলিবার কালে বড় আঁচল ঝুলাইয়া একটা খুঁট হাতে ধরিয়া চলিলে আঁচলটা সম্মুখভাগে বেশ ছাপাইয়া পড়ে, তাহাতে আবরুরক্ষার আরও সুবিধা হয়। আমাদের

গৃহস্থঘরে সর্ব্বদা জামা মোজা পায় দিয়া থাকা পোষায় না, দেখা যায়; সুতরাং তাহা গায় না থাকিলেও আঁচল-দ্বারা যদি শরীর বেশ আবৃত রাখা যায়, এবং চলিতে ফিরিতে যদি নিজের সেদিকে একটু নজর থাকে, তাহা হইলে আর বিশেষ ভয়ের কারণ থাকে না। যাঁহাদের পোষায়, তাঁহাদের একটা সেমিজ ব্যবহার করা মন্দ নহে। শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানের কাপড় বড়ই সূক্ষ্ম, বড়ই পাতলা, বিশেষতঃ কম দামি কাপড় গুলি! সে গুলি শুধু ব্যবহার করিতে আমি কখনই পরামর্শ দেই না; বাড়ীতেই কি, আর অন্য স্থানে যাতায়াতেই কি! সে গুলি শুধু ব্যবহার করাও যা, আর কাপড় না পরাও তা! নীলাম্বরী শাড়ীর সম্বন্ধেও ঐ কথা। অনেক গৌরাঙ্গীর পাতলা নীলাম্বরীর উপর বড় 'সখ' দেখা যায়, কারণ গৌরাঙ্গের উপর নীলাম্বরীতে গৌরবর্ণের অভাটা কিছু বৃদ্ধি পায়; তাঁহাদের সম্বন্ধে আর আমি কি বলিব? নিজেই বুঝিয়া দেখিও যে, তাঁহরা সে স্থলে লজ্জা নিবারণ করিতে চান না, রূপ-জ্যোতি বিস্তৃত করিয়া দশজনের দৃষ্টি আকর্ষণের স্থলভূতা হইতে চাহিয়া নির্লজ্জতারই পরিচয় দিতে চান।

আমার মতে ঐ সব সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিতে হইলে ভিতরে

কোন একটা আবরণ রাখা উচিত। আজ কাল যে 'সেমিজ' হইয়াছে, সে গুলি আমার কাছে বেশ ভাল বোধ হয়। সাদা সেমিজ নীচে পরিয়া তার উপর সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার করিলে বেশ হয়। দেখিতেও সে বেশ সুন্দর ও সুসভ্য, আর লজ্জানিবারণও তাহাতে বেশ হয়, সব দিকেই ভাল। কোন স্থানে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে বা অন্য উপলক্ষে যাইতে বা রেল কি ষ্টীমারে ভ্রমণ করিতে সকলেরই সেমিজ ও একটা জামা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। অনেক রমণী কোনরূপ র‍্যাপার বা অন্য গাত্র-বস্ত্র সঙ্গে লইয়া থাকেন, তাহাদ্বারা আপাদমস্তক আবৃত করিয়া তাঁহারা এ সব স্থলে নামা উঠা বা ভ্রমণ করেন, সে খুব ভাল। আজ আর বলিতে পারিতেছি না। আর একদিন বাকি অংশ বলিব। মন দিয়া কাজ কর্ম্ম করিও, শ্রীহরি পদে মতি রাখিও। পত্রের উত্তর শীঘ্র দিও; আজ আসি ইতি—

চতুর্দ্দশ পত্র।

পরম কল্যানীয়াসু।

স———, তোমার পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম। পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তোমাকে যাহা সব লিখিয়াছি, সে সব কথার উপকারিতা তুমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছ জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। তুমি লিখিয়াছ যে, অনেক যুবতী স্নানের ঘাটে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র লইয়া যান, এবং স্নানান্তে তাহা পরিয়া প্রায় উলঙ্গাবস্থাতেই আসেন, তাহা দেখিয়া তুমি বড় লজ্জা পাও; তাহা পাইতে পার; তুমি কেন, যাহার একটু বুদ্ধি বিবেচনা আছে, সেই নিশ্চয় লজ্জা পায়। আমার ত তাহা দেখিয়া লজ্জায় ঘাড় হেঁট হয়। তাঁহাদের এরূপ করাটা যে কিছুতেই ভাল নহে, এ কথা আর তোমাকে বেশী কি বলিব। অনেকে আবার পাতলা রং করা বসন্ত বাহার বা উলঙ্গ বাহার কাপড় স্নানান্তে পরিধান করিয়া দেহশোভা আরও বাড়াইয়া, রূপের জ্যোতি পথে ছড়াইতে ছড়াইতে আসিতে থাকেন। এ সব গুলি বড়ই জঘন্য রুচির পরিচয় দেয়। আমাদের বাঙ্গালার অনেক দেশে, বিশেষতঃ কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে, শান্তিপুর, হুগলি, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি অঞ্চলে এ দোষটার বড় প্রবলতা

দেখা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ওরূপ জমকাল পাতলা পোষাক পরিয়া সদর পথে গতায়াতে কেবল লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় মাত্র। রূপসীগণ যদি এরূপে নিজ নিজ রূপগরিমা বাড়াইয়া পথের লোকের প্রশংসা কুড়াইতে ইচ্ছা করেন, তবে সে বিষয়ে আমার কিছু বলিবার নাই; কিন্তু এরূপ ব্যবহারের পোষকতা করিতে আমি প্রস্তুত নহি। অধিক কি, স্নান করিতে যাইবার সময় পরিধানে সূক্ষ্ম বস্ত্র রাখাই অবিধেয়। কারণ, সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিয়া স্নান করিয়া উঠিলে অঙ্গাদি সমাবৃত কি অনাবৃত তাহা ঠিক্ করা কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়ে। অতএব, উলঙ্গ হওয়াটা লজ্জাকর বলিয়া যাঁহাদের মনে জ্ঞান আছে, তাঁহারা যেন স্নানকালে বা স্নানান্তে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান না করেন। অবশ্য বাহিরের পুকুরে কি নদীতে স্নান করার কথাই আমি বলিতেছি। যাঁহারা বাটীর মধ্যেই স্নান করেন, তাঁহারা তো অন্দরেই থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে ঐ কথা প্রয়োগ করা যাই-তেছে না। তবে তাঁহারাও বাটীর সমুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া অবশ্য চলিবেন, এ কথা বলাই বাহুল্য। তোমরা সাধারণতঃ পুকুরেই স্নান করিয়া থাক, অতএব স্নানকালে কখন সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার করিবে না। বেশ মোটা কাপড় যেন পরা থাকে। তার পর সেই ভিজা কাপড়ে শরীরের সর্ব্বাংশ

বেশ করিয়া আবৃত করিয়া, পরে বাড়ী আসিবে। তোমরা বাটীতে আসিয়াই কাপড় ছাড়িয়া থাক, সে ব্যবস্থা ভালই। তবে সদর পথে অনেক সময় বাটীতে আসিতে হয় এজন্য সর্ব্বাঙ্গ বেশ করিয়া আবৃত রাখা দরকার। কারণ আর্দ্র বস্ত্র শরীরে খুব আঁটিয়া বসিয়া যায় বলিয়া দেহের সর্ব্বাঙ্গের গঠন বেশ প্রকট হইয়া পড়ে, তাই দেহখানি সাবধানে ও সযত্নে আবৃত করা আবশ্যক। তোমাকে এ বিষয় বেশী বলিতে হইবে না, তুমি স্বভাবতই লজ্জাশীলা বলিয়া তোমার নিজেরই এ সব বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আছে; আর তোমার মত লজ্জা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদিগকেও এ সব বলিতে হয় না। তবে যাঁহারা লজ্জার অল্পতাবশতঃ, বা দেশাচার ক্রমে ঐরূপ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ইহাতে দোষ মনে করেন না, তাঁহাদিগকে এ সব একটু বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য মনে হয়; আর সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও এ সকল বিষয় একটু বিশেষভাবে জানাইয়া দেওয়া উচিত মনে করিয়া আজ এ সব বলিতেছি।

তার পর কাপড় চোপড় পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখিবার বিষয় একটু বলা আবশ্যক। এ বিষয়ে তোমরা কেহ বা নিতান্ত অমনোযোগী, আবার কেহ বা অত্যন্ত বেশী মনোযোগী। দুইটাই খারাপ, কিছুরই বেশী ভাল নয়।

অনেক স্ত্রীলোক এমন আছেন যে, তাঁহারা ধোপ কাপড় যেন পরিতেই পারেন না, পরিলেই তাহা কালীতে, ঝুলে, হলুদের দাগে, খয়েরের রঙে এবং আরও নানা প্রকার দ্রব্যে দুদিনের মধ্যেই রামধনুকের মত সাতরঙ্গা হইয়া যায়; তাঁহারা যেখানে সেখানে মাটীর মধ্যে বিনা আসনেই বসিয়া কাপড়ের সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলেন। ছেলে পিলে ওয়ালা মেয়েদের ত কথাই নাই; ছেলে বেচারীর উপর সব দোষের বোঝা চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হন। তাঁহাদের বিছানা, বালিশ প্রভৃতি শ্মশান ঘাটের শয্যার মত হইলেও তাঁহাদের হুঁস হয় না; ময়লা বলিয়াই বোধ হয় না। ছেলে বিছানায় প্রস্রাব করিলে, তাহা পরিষ্কার করার অবকাশ হয় না, কত বলিব! এ সকল তোমরা না দেখিয়া থাক, তাহা নয়। এ সব গুলি বড়ই কদর্য্য। কাপড় চোপড় সদাসিদে মোটামুটি হউক, কিন্তু তাহা বেশ পরিচ্ছন্ন রাখা একান্ত আবশ্যক। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে একটা কেমন পবিত্রতার ভাব আছে। কাপড় চোপড়ে কখন যাহাতে কালী বা মশলা কি অন্য দাগ না লাগে, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবে। যখনই হাতে কোন দাগ হয়, তখনই ধুইয়া ফেলিবে; বা অন্য ন্যাকড়াদ্বারা মুছিয়া ফেলিবে। ন্যাকড়া খোঁজার বা উঠিয়া হাত ধোয়ার আলস্যে

কাপড় খানির মুণ্ডপাত করিও না। পান সাজার স্থানে এবং রন্ধনের স্থানে হাত মোছার জন্য স্বতন্ত্র ন্যাকড়া রাখার কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহাই করিবে। বিছানা ও বালিশের খোল প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে বাটীতে সাবান বা ক্ষারে কাচিয়া রাখা বিশেষ আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে সেগুলি বদলান আবশ্যক, নতুবা তাহাতে নানারূপ অসুখ করিতে পারে। কাপড় চোপড় সাবধানে ব্যবহার করিলে, ১৫ দিন পর্য্যন্ত এক ধোপের কাপড় ব্যবহার করা যায়। রন্ধন করিবার সময় অপেক্ষাকৃত ময়লা কাপড় পরিয়া রাঁধিলেও আপত্তি নাই, তবে পরিবেষনের সময় কাপড় খানি বেশ পরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক। নতুবা আহারে অতৃপ্তি জন্মিতে পারে। পরিষ্কৃত কাপড় পরিয়া রাঁধিলেই যে অমনি তাহা ময়লা হইবে, তারও কোন কথা নাই। নিজে এ বিষয় একটু সতর্ক হইলেই আর অত ভুগিতে হয় না। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর একটা অনুরাগ থাকা আবশ্যক। ছেলে পিলে বিছানায় উঠিয়া অনেক সময় বিছানা ময়লা করিয়া থাকে; তাহাদিগকে সে বিষয়ে এরূপ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক যে, তাহারা যেন মাটী পায়ে করিয়া বিছানায় না উঠে। ২। ৪ দিন তাহাদিগকে সতর্ক করিলেই তাহারা ক্রমে ঠিক হইয়া যাইবে।

ছেলে পিলেকে দুধ খাওয়াইবার সময় তাহাদের পিঠের দিকে একখানি স্বতন্ত্র ন্যাকড়া রাখিয়া দুধ খাওয়াইলে আর সেই সব দুধ দ্বারা কাপড় নোংরা হইতে কি দাগ ধরিতে পারে না; ন্যাকড়া খানি তখনি আবার ধুইয়া রাখিলেই হইল। বিনা আসনে পারতপক্ষে বসিবে না। শাস্ত্রে বলে, বিনা আসনে বসিলে লক্ষ্মী দেবী বিরূপা হন। যে রমণী নোংরা, লক্ষ্মী তাহাকে পরিত্যাগ করেন। এ কথা যে সত্য, তাহা আর বলিতে হইবে না।

তার পর, অপরদিকে একদল আছেন তাঁহারা আবার বড় বেশী পরিচ্ছন্ন। বিছানা, চাদর, বালিশ, বেশ ধব্‌ধবে হওয়া চাই, কাপড় চোপড় ধবধবে হওয়া চাই, কাপড় অপরিস্কৃত হইবে বলিয়া ছেলে পিলে পর্য্যন্ত কোলে করেন না। ২৩ দিন অন্তরই ধোবাকে কাপড় দেওয়া, বিছানা চাদর প্রভৃতি ২। ৩ দিন অন্তরই সাবানে কাচা ইত্যাদি তাঁহাদের অত্যন্ত আবশ্যক। আমি এতটাও পছন্দ করি না। যাঁহারা বড় লোক তাঁহারা ৩। ৪ দিন অন্তর কাপড় কাচাইতে পারেন, কিন্তু আমাদের মত সাধারণ অবস্থার লোকের তাহা হইয়া উঠা কঠিন ব্যাপার। তাহা করিতে গেলে আমাদের বড়ই প্রাণান্ত হয়। অনেক রমণী দরিদ্র পিতৃগৃহে জীর্ণ মলিন বস্ত্রে পালিত হইয়াও বিবাহান্তে

বড়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পক্ষপাতিনী হইয়া পড়েন, এবং তাঁহাদের পরিচ্ছন্নতার জ্বালায় শ্বশুর বাড়ীর সকলে অস্থির হইয়া পড়েন। এতটা আমি ভাল বলি না। সংসারের অবস্থা অনুসারে সব রকম ব্যবস্থা করা যুক্তি-সঙ্গত। সংসারের ভাব বুঝিয়া যা রয় সয় তাই কর্ত্তে হয়। এই সব রমণী দরিদ্র স্বামিগৃহ পাইয়াও নিজে শারীরিক শ্রমে কাপড় চোপড় গুলি মধ্যে মধ্যে সাবান কাচা করিয়া লইতেও একান্ত অক্ষম ও অনিচ্ছুক। ধোবার দ্বারা করান চাই। আমি তোমাকে এ সব বাড়াবাড়ি করিতে নিষেধ করি। যখনই আমি তোমাকে কোন উপদেশ দেই, তখনই আমার মনে হয়, পাছে ইহা পালন করিতে গিয়া অতিরিক্ত করিয়া ফেল। অতএব এ বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে যে, কিছুরই অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। আমি অপরিষ্কার ভাল বাসি না। পরিচ্ছন্নতা আমি বড় ভাল বাসি, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে ধবধবে ফুলটির মত গায় ফুঁ দিয়া বেড়ানর মত পরিচ্ছন্নতার আমি বিরোধী। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। কথাটা সত্য, গল্প নয়, আমি নিজে জানি। এরূপ একটি রমণী দেখিয়াছি যে, তাঁহার নিজের শিশু পুত্র হটাৎ আছাড় খাইয়া ধূলা মাটিতে পড়িয়া গেল এবং পড়ার জন্য বেদনায় কাঁদিয়া দমবন্ধ

হইবার উপক্রম হইল; রমণী একখানি ধোওয়া কাপড় পরিয়াছিলেন, ছেলেকে ধরিয়া তুলিলে কাপড়ে ধূলা ময়লা ধরিবে, এই জন্য ছেলে না ধরিয়া তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া একখানা ময়লা মত কাপড় খুঁজিয়া আনিলেন এবং তাহাই পরিয়া, তবে ছেলে তুলিলেন! ছেলেটির মুখ কাটিয়া দর দর করিয়া রক্ত পড়িতেছিল! ভগবান্ যেন তোমাকে এরূপ পরিচ্ছন্ন থাকার হাত থেকে দূরে রাখেন। সাবধান হইয়া কার্য্য করিলে ঠকিতে হয় না। বাটীর অবস্থা ও সংসারের লোকের ভাব প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া, ধীর ভাবে বুঝিয়াশুঝিয়া কাজ করা অনেক সময় আবশ্যক হইয়া পড়ে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধেও আমি ইহা অপেক্ষা ভিন্ন মত অবলম্বন করিতে বলি না। বাটীতে কেহ অপরিষ্কার অবস্থায় থাকিলে, বা সেরূপ থাকিতে ভাল বাসিলে, অতি মিষ্টভাবে সে বিষয়ের দোষ দেখাইয়া সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবে। ধীরভাবে বিনয়ের সহিত কথা বলিলে কেহ রাগ করিতে পারে না। অপরিচ্ছন্ন থাকিবে না, একথা খুব সত্য জানিবে, কিন্তু অতিপরিচ্ছন্নও থাকিতে বলি না। সংসারের কার্য্য গতিকে অনেক সময় অপরিষ্কার বা নোংরা হইতে হয়, কিন্তু সে কার্য্য সমাধা হইলেই তৎক্ষণাৎ পা হাত পা ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইবে।

বাটীর ছেলে পিলেদিগকে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। পরিষ্কৃত থাকার অনুরোধে সংসারের কোন কাজ করিতে অসম্মত হওয়া অতিপরিষ্কারের লক্ষণ! যাঁহাদের সেটা সুবিধা বোধ হয় তাঁহারা করুন, কিন্তু শত সুবিধা সত্বেও উপরে কথিত দৃষ্টান্তের রমণীর মত হইতে আমি কখন বলি না। তুমিও বোধ হয় বলিবে না। যতদূর পার মোটামুটী পরিচ্ছদে তুষ্ট থাকিবে, আর সেগুলি যাহাতে অপরিষ্কার না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে। পোষাক পরিচ্ছদ-বিষয়ে কখনও আবদার করিবে না, স্বামীর সংসারের অবস্থা বুঝিয়া, তিনি যাহা দেন, তাহাতেই তুষ্ট থাকা সুশীলা রমণীর কর্ত্তব্য। আর পরিচ্ছন্নতা বিষয়েও স্বামীর মতের অনুবর্ত্তন করা উচিত। যে স্বামী কিছু বেশী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তাঁহার স্ত্রীরও ঐ সব বিষয়ে একটু বেশী দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ঐরূপ স্বামীর স্ত্রী নোংরা হইলে স্বামী অনেক সময় ঘৃণা করিয়া তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করেন। অতএব এ বিষয়ে স্বামীর মন বুঝিয়া চলা রমণীগণের কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে আর বেশী কি লিখিব। কাপড় চোপড় জামা প্রভৃতি যত্ন করিয়া রাখা, ছিঁড়িলে সেলাই করা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। খোল ওয়াড় ইত্যাদি তৈয়ারি করা এবং ঐরূপ সামান্য

সামান্য সেলাইয়ের কাজ নিজেই করিবে, এর জন্য পয়সা খরচ করা, বা করিতে দেওয়া উচিত নহে। এবার আর নয়, আগামীবার অলঙ্কারাদি সম্বন্ধে কিছু বলিব। শ্রীহরির চরণে ভক্তি রাখিও, গুরুজনকে শ্রদ্ধা করিও, সকলকে ভাল বাসিও। আমার আশীর্ব্বাদ ও স্নেহ জানিবে। শীঘ্র উত্তর দিবে। ইতি—

পঞ্চদশ পত্র।

পরম কল্যানীয়াসু।

স——, তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত জ্ঞাত এবং বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। যে সমস্ত বিষয় পূর্ব্বে তোমাকে লিখিয়াছি, সে সমস্তই তুমি মনোযোগপূর্ব্বক পালন করিতে চেষ্টা করিতেছ এবং করিবে, জানিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। এইরূপ যদি মনে মনে সংকল্প করিয়া কার্য্য কর, তবে আমি আশা করি, তুমি নিশ্চয়ই বেশ ভাল হইতে পারিবে, এবং আর কিছু না হউক সংসারে সৎ-স্বভাবের সহিত সুখে ও শান্তিতে থাকিতে পারিবে। গত পত্রে অলঙ্কার বিষয়ে তোমাকে কিছু বলিতে চাহিয়াছিলাম, অদ্য তদনুসারে সেই বিষয়েই কিছু বলিতেছি। অলঙ্কার সম্বন্ধে এ কথা গুলিও বিশেষ মনোযোগ দিয়া পড়িবে, এবং কথাগুলি যুক্তিযুক্ত বোধ হয় কি না, তাহাও বুঝিয়া দেখিবে। যদি কোথাও সন্দেহ হয়, অথবা কিছু জানিবার থাকে, তবে আমাকে জানাইবে, আমি যথাসাধ্য তাহার মীমাংসা করিয়া দিব।

তোমরা অর্থাৎ স্ত্রীজাতি অতি প্রাচীন কাল হইতেই

অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া আসিতেছ, সুতরাং অলঙ্কার ব্যবহার করিতে তোমাদের একটা বেজায় দখলি স্বত্ব জন্মিয়া গিয়াছে। ভয় নাই, আমি তোমাদগকে অলঙ্কার ব্যবহার করার সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছি না। সেরূপ উদ্দেশ্যও আমার নাই। শরীরের শোভা সম্পাদন করাই অলঙ্কারের উদ্দেশ্য। তোমরা স্ত্রীজাতি নাকি বড় সুন্দরী, তাই, বিশেষ বিশেষ অঙ্গে বিভিন্ন রকম অলঙ্কারের জ্যোতি মিশাইয়া দেহটার ছটা আরও বৃদ্ধি করাই অলঙ্কারগুলির প্রয়োজনীয়তা। নিজের প্রিয়-জনকে কে সুন্দর দেখিতে ইচ্ছা না করে? সুতরাং সকলেই নিজ নিজ সাধ্যমত অলঙ্কারদ্বারা নিজ নিজ কন্যা, স্ত্রী, ভ্রাতৃবধূ প্রভৃতি রমণীগণকে সাজাইয়া দিয়া থাকে। পুত্রগণও বাদ যায় না। আমাদের দেশে অল্প বয়স হইবার পরেই বালকগণ অলঙ্কার ছাড়ে, কিন্তু পশ্চিম দেশে এবং দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি অনেক স্থানে অধিকবয়স্ক হইলেও পুরুষগণ অলঙ্কার ধারণ করিয়া থাকে। অবশ্য তোমাদের মত নাকে নথ, গলায় চিক, পায়ে মল না দিলেও, হাতে বালা ও অনন্ত, কাণে মাকড়ির বদলে কুণ্ডল, এ সব পরিয়া থাকে। যাহাহউক, সে সব লইয়া আর বেশী আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

গহনা ব্যবহার আমি দোষের কথা বলি না; তবে এত কথা বলিতেছি কেন? তাহার জন্যই আমার আজ এই পত্রের অবতারণা।

দেখ, তোমরা অলঙ্কার ব্যবহার কর, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু তোমরা যদি অলঙ্কারের উপর অতি মাত্রায় অনুরাগিণী হইয়া পড়, তাহা হইলেই সেটা বড় দুঃখের বিষয় হইয়া পড়ে; আর বাস্তবিকও দেখিতেছি, তোমরা সেইরূপই হইয়া পড়িয়াছ। তোমরা যেন মনে করিতে আরম্ভ করিয়াছ যে, স্বামী এবং পুত্র কন্যা প্রভৃতি অপেক্ষাও অলঙ্কার তোমাদের প্রিয় সামগ্রী। যদি বিবাহ হইবার পর গা ভরা গহনা না হইল, তাহা হইলে অনেক রমণীকে এত দুঃখিত হইতে দেখিয়াছি যে, বিবাহের পর সংসারের সুখের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কেবল চক্ষের জল ফেলিয়া সারা হইয়াছেন। কিন্তু গহনা ব্যতীত অন্যান্য প্রকার সমস্ত সুখই তাঁহাদের আছে, সুতরাং তাঁহারা গহনা পরার সুখকে অন্যান্য সকল প্রকার সুখের উপরে স্থান দান করেন। তাঁহাদিগের ন্যায় রমণীকে আমি ভাল বলিয়া প্রশংসা করিতে পারি না। স্বামী ২৫৲ কি ৩০৲ টাকা বেতনে চাকরী করেন, সংসার পালনের জন্য মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া খাটিতে একটুও

ক্রটী করেন না, তাঁহার যে আয় তাহাতে সঞ্চয় তো পরের কথা, ব্যয় নির্ব্বাহই কষ্টে হয়, এরূপ অবস্থাতেও অনেক রমণী অলঙ্কার, ভাল কাপড় জামা প্রভৃতির জন্য স্বামীকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে ছাড়েন না, এবং না পাইলে নানারূপ অভিমান, খুঁত খুঁতি ভাব, বিরক্তি প্রভৃতি যত প্রকারে সম্ভব, তাহা প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিতা হন না। তাঁহারা সংসারে কেবল দাস্যবৃত্তিই করিতে আসিয়াছেন, একটু খাওয়া পরার সুখ পর্য্যন্ত তাঁহাদের হইল না ইত্যাদি আক্ষেপ তাঁহাদের মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা একবারও মনে করিয়া দেখেন না যে, তাঁহাদের স্বামী কি সুখে আছেন! স্বামী যে রাতদিন পরের গোলামী করিতেছেন, বিদেশে কচু সিদ্ধ, কলা পোড়া খাইয়া শরীরের রক্ত জল করিতেছেন, এ সব কাহাদের জন্য? তাঁহারা কি নিজে ক্ষীর সর খাইয়া পয়সা উড়াইতেছেন, না ৩০৲ টাকার ২৫৲ টাকা বাটীর খরচ দিয়া ৫৲ টাকায় নিজ জীবিকার বিধান করিতেছেন? বিদেশস্থ পুরুষগণের চরিত্রদোষে পয়সা বাজে খরচ হয়, একথার মধ্যে কতক সত্য থাকিলেও আমি এ বিষয় বিশেষরূপ দেখিয়া বুঝিয়াছি, যাহাদের ঘাড়ে সংসার পালনের বোঝা চাপান আছে, তাহাদের

ঐ সব দোষ খুব কমই ঘটিয়া থাকে; সংসার পালনের চিন্তায় অন্য চিন্তা বা দোষ তাহাদের মধ্যে প্রবেশের অবকাশ পায় না, বিশেষতঃ অল্প বেতনের লোকদের মধ্যে ঐরূপ দোষ অতি কমই দেখা যায়। যাহা হউক, এইরূপ সব বেচারারা এত করিয়াও অনেক সময় গৃহিণীর মনস্তুষ্টি করিতে পারেন না। অনেক গৃহিণীর তাড়নায় অনেক বেচারা কর্জ্জ পত্র পর্য্যন্ত করিয়া গৃহিণীর ফরমাইস মত গহনা কাপড় আদি কিনিতে বাধ্য হন। এই তো সন্মুখে পূজা আসিতেছে, বিদেশবাসী স্বামীদের পত্র এই সময় খোঁজ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, অনেকেরই গৃহিণী চন্দ্রহার, চিক্, বালা, চুড়ী, বড়ি, বোম্বাই সাড়ী প্রভৃতির ফরমাইস পাঠাইয়া দিয়াছেন। অনেকে নিজে কতকগুলি সন্তানের মাতা হইয়াও নিজের গহনার জন্য ফরমাইস করিতে একটুও লজ্জা বোধ করেন না, এই আশ্চর্য্য! তাঁহারা একটুও বিবেচনা করেন না যে, সন্তানগুলিকে সাজানই তাঁহাদের স্বামীদের পক্ষে কঠিন, তার উপর আবার তাঁহাদের চাপ! এই সমস্ত রমণীগণের ভালবাসা কেবল অলঙ্কারের মধ্যেই নিহিত। অলঙ্কার পাইলেই তাঁহারা স্বামি-প্রেম লাভ করিলেন মনে করেন, আর তাহা না পাইলে স্বামীর শত ভালবাসাও

মৌখিক বলিয়া তাঁহাদের ধারণা হয়; যত আন্তরিকতা সবই বালা, চিক্, চন্দ্রহারে!

এই সমস্ত দেখিয়াই অলঙ্কার সম্বন্ধে ২। ৪ কথা বলিতেছি। আরও এক কথা, অলঙ্কারটা স্ত্রীলোকের একটা বড়ই গর্ব্বের বিষয় হইয়াছে। কোন স্থানে যাইতে গা ভরা গহনা না হইলে তাঁহাদের যাইতে মন উঠে না। যাঁহারা অলঙ্কার গায় না দিয়া যান, তাঁহাদের অনেক স্থানে আদর আপ্যায়িতেরও তারতম্য দেখা যায়। এইগুলি রমণীগণের একটা মহৎ দোষ হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি। অনেকে আবার এমনই অলঙ্কার প্রিয় যে, সাটিনের বডি প্রভৃতি গায় দিয়াছেন, তার উপরও গহনা লাগাইয়া দেওয়া চাই! অথবা গহনা বোঝাই বাক্সটা সঙ্গে সঙ্গে লইয়া বেড়ান চাই, এবং যেখানে অধিক স্ত্রীলোকের সমাগম, সেই স্থানে কার্য্য ব্যপদেশে বাক্সটা খুলিয়া ঐ সমস্ত অলঙ্কার অন্যান্য রমণীগণকে দেখাইয়া তাহাদিগকে স্তম্ভিত করা চাই। কি জঘন্য রুচি! অনেকে গহনা বা মূল্যবান্ কাপড় নাই বলিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে কিছুতেই যাইতে চাহেন না, এবং তজ্জন্য ঝগড়া দ্বন্দ্ব পর্য্যন্ত হইয়া যায়। এগুলি যে নিতান্তই ক্ষুদ্রতার পরিচয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অনেক রমণী বলেন যে, ভাল কাপড়

গহনাদি লইয়া না গেলে দশের মধ্যে মুখ ছোট হয়, সে তো স্বামীরই নিন্দা, স্বামীরই মুখ ছোট হয়! তাই নাকি তাঁহারা যাইতে চাহেন না! এ কথা সত্য যে, শত শত প্রজাপতির মত রং বেরঙের পোষাকওয়ালা রমণীদের মধ্যে আমাদের মত গরীবের নিরভরণা স্ত্রী শোভা পায় না; কিন্তু যে সমস্ত রমণী ঐ অবস্থাতেই সন্তুষ্ট, তাঁহারা অনেক সময় এরূপ উত্তর দান করেন এবং এরূপ ভাব প্রকাশ করেন যে, তাহাতে ঐ সব লক্ষপতির স্ত্রীগণও লজ্জিত, ও নিরুত্তর হইয়া যান। যাহা হউক, তোমাকে বলি, তুমি অত অলঙ্কারপ্রিয়া হইও না। মনে মনে সর্ব্বদা এইরূপ বিবেচনা করিবে যে, তোমাদিগকে গহনা দেওয়া আমাদের অসাধ নহে; তবে, আগে আহার ব্যবহার, পরে অলঙ্কার। টাকায় কুলাইলে অবশ্য ক্রমে ক্রমে সবই দেওয়া যাইতে পারে, এবং কোন স্বামী বা স্বামীর বাটীস্থ সকল লোকই পারতপক্ষে বাটীস্থ বধূগণের অলঙ্কার দিতে ইতস্ততঃ করেন না। কিন্তু যদি সংসার চালানই কষ্টকর হয়, তবে সে ক্ষেত্রে অলঙ্কার দেওয়া কিরূপে সম্ভব? এ প্রকার অবস্থায় অলঙ্কারের নামও মনে আনিতে নাই। আর দেখ, প্রত্যেক সতী স্ত্রীই স্বামীর ভালবাসাটাকেই বেশী কামনা করিয়া থাকেন।

স্বামীর নির্ম্মল ভালবাসায় যে রমণী সুখী নহে, যাঁহার সে অদৃষ্ট, সে সৌভাগ্য নাই, তিনি হাজার অলঙ্কার থাকিলেও মহা অসুখে কাল যাপন করেন। গহনা, কাপড় আদি কিছুই তাঁর ভাল লাগে না। যাঁহারা স্বামীকে প্রাণের সহিত ভাল বাসেন, তাঁহারা কখন তুচ্ছ গহনার জন্ম স্বামীর মনে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন না। স্বামার উপার্জ্জন-কষ্ট দেখিয়া তাঁহারা আপনিই মনে মনে কষ্ট পান এবং এত কষ্ট করিয়া উপার্জ্জন করিয়া তাঁহাদিগকে ভরণপোষণ করিতে হয় বলিয়া স্বামীর কষ্টে তাঁহারা বিশেষ দুঃখ কষ্টও প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সুশীলা রমণী, তাঁহারা হাজার গহনা থাকিলেও কখন তাহা লইয়া দশ জনের নিকট দেখাইয়া অহঙ্কার প্রকাশ করেন না; নিজ শাঁখা সিন্দুরের গৌরবই তাঁহারা খুব বেশী করেন, নিজ স্বামীর ভালবাসার গৌরবেই গৌরবিণী থাকেন। কেহ গহনাদির কথা বলিলে তাঁহারা এমন সহাস্যমুখে সে কথার উত্তর দেন, এবং সে সব কথা উড়াইয়া দেন যে, সকলে স্তব্ধ হইয়া থাকে, আর কথা কহিতে পারে না! ইহারাইপ্রকৃত সুশীলা রমণী। যে রমণী স্বামীর সংসারের আয় ব্যয় না বুঝিয়া কেবল আপনার কোলেই ঝোল টানিতে চান, আর তাহাতে ক্রটী হইলেই আক্ষেপ দুঃখ

প্রভৃতিতে সারা হন, তাঁহারা কোমলহৃদয় রমণীকুলের কলঙ্ক।

গহনা ঘরে থাকিলে অনেক বিপদ আপদের সময়ও অনেক উপকারে লাগে। হঠাৎ কোন বিপদ উপস্থিত হওয়ায় অর্থের প্রয়োজন হইলে গহনা বন্ধক রাখিয়া বা বিক্রয় করিয়া তখনকার কাজ চালান যাইতে পারে। অথবা পারিবারিক দুরবস্থা উপস্থিত হইলে পূর্ব্ব সঞ্চিত অলঙ্কার বিক্রয় দ্বারা এই সময় অনেক সাহায্য লাভ হয়।

পতিব্রতা রমণীগণ এই সব দুঃসময়ে আপন ইচ্ছায় নিজ নিজ গায়ের গহনা সব স্বামীর হাতে ধরিয়া দেন; স্বামী লইতে অনিচ্ছুক হইলে, তাঁহারা জোর করিয়া লইতে বাধ্য করেন। স্বামীর অবশ্য এরূপ স্থলে স্ত্রীর মহত্ত্ব স্মরণ করিয়া তাঁহার হাত বা গা খালি করিয়া গহনা লইতে বড় কষ্ট হয়, আবার সে কষ্টের মধ্যে একটা বিমল সুখও হয়। সে সুখ বড় পবিত্র, বড় নির্ম্মল! কিন্তু অনেক রমণী এমন দুঃশীলা, এমনই পাপীয়সী যে, ঐ সব কষ্টের সময়ও তাহারা নিজ অলঙ্কারের কণামাত্র খসাইতে প্রাণান্ত বোধ করে। "আমার অন্তিমের সম্বলটাও গেল" বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়। স্বামীর সুখ, পরিবারের সুখ এমন কি স্বামীর জীবনাপেক্ষাও তাহারা অলঙ্কারকে বেশী মনে

করে! ছি! ছি! এমন সব নীচ প্রকৃতির রমণীর সঙ্গে কখন আলাপ পর্য্যন্তও করিও না। 'স্বর্ণলতা' ও "অদৃষ্টে" "প্রমদা" ও "জয়দুর্গার" চরিত্রে তাহা বোধ হয় বেশ করিয়া বুঝিয়াছ। সাবধান, যেন ঐ দোষ তোমার মধ্যে প্রবেশ না করে। গহনাকেই জীবনসর্ব্বস্ব মনে করিবে না। যাহাদের গরীবের ঘরে বা মধ্যবিত্ত লোকের ঘরে বিবাহ হইয়াছে, তাহারা সর্ব্বদা সংসারের সুখই বেশী দেখিবে। গহনা পত্রের জন্য যদি স্বামীর কষ্ট হয়, তবে নিজ হইতে স্বামীকে গহনা আদি গড়াইতে বারণ পর্য্যন্ত করিবে। শুধু বাহিরে চুপ করিয়া থাকিবে না। মনটিকেই এমন ভাল করিয়া প্রস্তুত করিবে যে, ঐরূপ নীচ ভাব যেন মনে না আসে। আর গহনা হীন হইয়া কোন স্থানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলে যদি সেজন্য তাচ্ছল্য বা উপেক্ষা দেখিতে পাও, তবে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিবে, আর তথায় যাইবে না। যেখানে গহনা পত্র না থাকার জন্য স্বামীর নির্ধনত্ব বলিয়া নিন্দা হইতেছে, তথায় সতী রমণী কিরূপে থাকিবেন? স্বামীর মান সম্ভ্রমের বিরুদ্ধ বাক্য তাঁহার কর্ণে বজ্রাপেক্ষাও বিষম বাজিয়া থাকে। স্বামী দরিদ্র বলিয়া যেখানে দশজনে তাঁহার নিন্দা করিবে, সতী রমণী কেমন করিয়া তথায় থাকিবেন?

যাঁহারা বড় ঘরের গৃহিণী, তাঁহাদেরও নিজ নিজ অলঙ্কারের গৌরব ও গর্ব্ব করা কর্ত্তব্য নহে; এবং অলঙ্কারহীনাদিগকে তাচ্ছল্য করা কথনই উচিত নহে। সুশীলা ও বুদ্ধিমতী রমণী কথন তাহা করেন না। যদি কোন দিন বড় লোকের গৃহিণী হও, (হইবে না, সে জন্য চিন্তা নাই) তাহা হইলে আমার এই কথা গুলি মনে রাখিও এবং আর আর বড় লোকের গৃহিণীগণকে বুঝাইয়া দিও। অনেকে অবিবাহিত অবস্থায় গরীবের ঘরে পালিতা হইয়া বিবাহের পর বড় লোকের ঘরে গিয়া একেবারে টাকার গরমে ফুলিয়া উঠেন! বাল্য সখীদের সঙ্গে যে কোন দিন চেনা পরিচয় ছিল তাহাও ভুলিয়া যান! তাঁহাদের অহঙ্কারটা আবার আরও বেশী হয়। এ সব গুলির সম্বন্ধে আর বেশী কথা না বলাই ভাল। মোট কথা, এ সব দোষ সযত্নে পরিত্যাগ করিবে। আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়া অত বড় রাজ্যের রাণী হইয়াও বাল্যের পরিচিত গরীব মেয়েদের কত সাহায্য করিতেন ও কত স্নেহ দেখাইতেন। আর আমাদের দেশের সামান্য সামান্য বড় লোক মহাশয়দের গিন্নিরা গর্ব্বে মাটীতে পা দেন না ধরাকে যেন সরা জ্ঞান করেন! ইহাতেই হৃদয়ের তারতম্য বুঝিয়া লইবে।

গহনা না থাকিলে সে জন্য কখন ক্ষোভ করিবে না; স্বামীর ভালবাসা পাইতে বিশেষ যত্ন করিবে; তদপেক্ষা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা যেন সংসারে কিছু না থাকে। আর অলঙ্কার থাকিলেও গর্ব্ব প্রকাশ করিবে না। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে স্বামী নিকটে না থাকিলে স্ত্রীলোকের অলঙ্কার, ভাল কাপড়, সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ; কারণ ঐ সকল গুলি স্বামীর চিত্ত বিনোদনের জন্যই ব্যবহার করা হয়। স্বামী নিকটে না থাকিলে অলঙ্কার আদি পরিয়া সে শোভা কাহাকে দেখাইবে? কেবল পুরুষান্তরের কুদৃষ্টি আকর্ষণ করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু সতী স্ত্রী কখন তাহা চাহেন না। ঐ শাস্ত্রীয় উপদেশটা সর্ব্বদা মনে রাখিবে। অলঙ্কার ও ভাল কাপড় আদি স্বামীর চিত্ত বিনোদনের জন্য, তাঁহাকে কষ্ট দিবার জন্য নহে, এ কথা সর্ব্বদা মনে রাখিবে। সংসারের অবস্থা বুঝিয়া নিজ আকাঙ্ক্ষার পরিমাণ করিবে এবং কোন অবস্থাতেই অহঙ্কার গর্ব্ব প্রকাশ করিবে না। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা হইলে এ সকল গুণ আপনা হইতেই আসিবে, তখন তাঁর বিপদে নিজ বিপদ জ্ঞান হইবে, প্রাণ দিয়াও তাঁর কষ্ট দূর করিতে ইচ্ছা হইবে। আশীর্ব্বাদ করি ভগবান্ তোমাকে সেই সব গুণে গুণবতী করুন;

ঐ সব নীচ দোষগুলি যেন তোমাতে স্থান না পায়।

শ্রীহরির চরণে সর্ব্বদা ভক্তি রাখিবে এবং ভাল হইবার জন্য তাঁর পদে প্রার্থনা করিবে। আজ পত্র বড়ই লম্বা হইল। যাহা হউক, কথাগুলি বেশ মন দিয়া পড়িবে এবং এতদনুসারে চলিতে চেষ্টা করিবে। শীঘ্র পত্র দিবে। আগামীবারে স্বামী ও স্ত্রীর কর্ত্তব্যের বিষয়ে কিছু বিশেষ ভাবে বলিবার ইচ্ছা থাকিল। আমি ভাল আছি। আজ এই পর্য্যন্তই ইতি—

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।